পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 89 Saturday, 28 February, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ৮৯ সংখ্যা ❋ ১৫ ফাল্গুন ১৪৩২, শনিবার, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

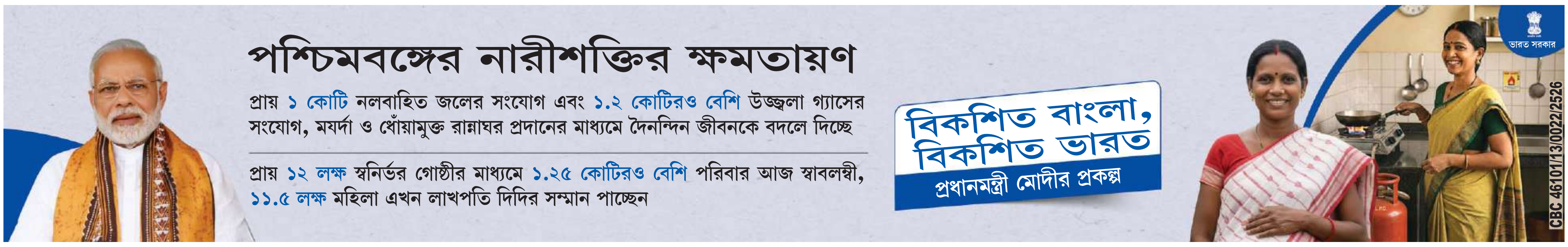

দোল ও ভোটের মুখে রাজ্যে হাই-অ্যালার্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ উৎসবের মরসুম এবং এসআইআর-এর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের আগে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিশ্ছিদ্র রাখতে বড়সড় পদক্ষেপ করল পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ। শুক্রবার রাজ্য পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল ও আইজিপি-র দফতর থেকে একটি বিশেষ নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে, রাজ্যের সমস্ত সশস্ত্র ব্যাটালিয়নকে আজ অর্থাৎ শুক্রবার রাত থেকেই চরম সতর্ক অবস্থায় বা 'এক্সট্রিম রেডিনেস'-এ থাকতে হবে। পুলিশ সূত্রে খবর, মূলত তিনটি বড় বিষয়কে সামনে রেখে এই বিশেষ সতর্কতা জারি করা হয়েছে-(১) নির্বাচন কমিশনের তালিকা প্রকাশঃ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ভোটার তালিকা বা 'ইলেক্টোরাল রোল' প্রকাশের বিষয়টি আসন্ন। (২) দোল ও হোলি উৎসবঃ সামনেই দোলযাত্রা ও হোলি। এই সময়ে যে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা রুখতে বাড়তি বাহিনী প্রয়োজন। (৩)

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাঃ সমসাময়িক অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় সশস্ত্র বাহিনীর সক্রিয় উপস্থিতি জরুরি বলে মনে করছে প্রশাসন। রাজ্যের সমস্ত সশস্ত্র বাহিনী (যেমন-এসএপি, এসএসএফ, আরএএফ, ইএফআর, নারায়ণী ও গোর্খা ব্যাটালিয়ন প্রভৃতি)-র কমান্ডিং অফিসারদের কাছে পাঠানো এই বার্তায় জানানো হয়েছে, বিবিধ বা কম গুরুত্বপূর্ণ ডিউটি থেকে পুলিশ কর্মীদের ছাড়িয়ে এনে ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টারে তাঁদের উপস্থিতির সংখ্যা বাড়াতে হবে। জরুরি ভিত্তিতে যে কোনও জায়গায় যাতায়াতের জন্য বাহিনীকে আজ অর্থাৎ ২৭ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা থেকেই পুরোপুরি প্রস্তুত রাখতে বলা হয়েছে। বিষয়টিকে 'অত্যন্ত জরুরি' হিসেবে গণ্য করার নির্দেশ দিয়েছে ভবন। প্রশাসনিক মহলের মতে, ভোটার তালিকা সংশোধন বা প্রকাশের সময় অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তার সঙ্গে দোলের ভিড় সামলানো, এই দুই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতেই রাজ্য পুলিশ আগাম কোমর বাঁধছে। অন্যদিকে জেলায় জেলায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থেকে শুরু করে ভোটার তালিকার জটিল জট খোলা সব মিলিয়ে নজিরবিহীন তৎপরতা শুরু করেছে কমিশন। বৃহস্পতিবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন, স্রেফ বসে থাকার জন্য নয়, ১ মার্চ থেকেই রণক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকায় দেখা যাবে বাহিনীকে। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক জানিয়েছেন, ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যেই রাজ্যে এসে পৌঁছচ্ছে বাহিনী এবং ১ মার্চ থেকেই তারা পূর্ণাঙ্গ কাজ শুরু করে দেবে। বাহিনী স্রেফ রুট মার্চেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং ওই সময় থেকে কোথাও আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটলে জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপাররা সরাসরি তাদের কাজে লাগাতে পারবেন। সিইও-র সাফ কথা, সেন্ট্রাল ফোর্স এলাকা পরিদর্শন করবে, তারা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না।

তৃণমূলের আপত্তি খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন তথা এসআইআর প্রক্রিয়ায় বিচার বিভাগীয় অফিসারদের প্রশিক্ষণ নিয়ে তৃণমূলের কোনও আপত্তি শুনতে চাইল না সুপ্রিম কোর্ট। বরং প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত স্পষ্ট কথায় জানিয়ে দিলেন, বিচার বিভাগীয় অফিসারদের নিয়ে এই সন্দেহ বাতিক বন্ধ হোক। ছোটখাটো অজুহাতে এই প্রক্রিয়া থামানো যাবে না। শুক্রবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির বেঞ্চ জানায়, নির্বাচন কমিশন যে প্রশিক্ষণ মডিউল দিয়েছে, তা সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে কোনওভাবেই অগ্রাহ্য করতে পারে না। বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি বলেন, আদালতের নির্দেশ 'দিনের আলোর মতো স্পষ্ট'-কোন কোন নথি গ্রহণযোগ্য, তা আগেই আদালত নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এই মামলায় তৃণমূলের পক্ষে প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিবাল আদালতে তাঁর সওয়ালে বলেন, আদালতের নির্দেশের পরেও

নির্বাচন কমিশন বিচার বিভাগীয় অফিসারদের জন্য আলাদা নির্দেশিকা দিয়েছে, যেখানে কিছু নথি-যেমন ডোমিসাইল সার্টিফিকেট-গ্রহণ না করার কথা বলা হয়েছে। তাঁর দাবি, এতে বিচারকদের বা বিচারবিভাগীয় অফিসারদের স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব পড়তে পারে। তবে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ সেই আশঙ্কা খারিজ করে দিয়েছে। প্রধান বিচারপতি বলেন, ''বিচার বিভাগীয় অফিসাররা জানেন কী করতে হবে। আমাদের নির্দেশ পরিষ্কার। অতিরিক্ত ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।'' আবার বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি বলেন, ''নির্বাচন কমিশনই বা প্রশিক্ষণ দেবে না কেন? কিন্তু তারা আদালতের নির্দেশের ঊর্ধ্বে যেতে পারে না।'' আদালত আরও জানায়, এসআইআর-এর কাজ দ্রুত শেষ করতেই বিচার বিভাগীয় অফিসারদের মোতায়েন করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে পর্যাপ্ত বিচারক না থাকায় আগেই ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশা থেকে বিচারকদের আনার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় অযথা বিলম্ব বরদাস্ত করা হবে না-এ কথাও স্পষ্ট করে দেয় শীর্ষ আদালত। সব মিলিয়ে, এখন পরিষ্কার যে, পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকা সংশোধনের গুরুত্বপূর্ণ ধাপে বিচার বিভাগীয় অফিসারদের ভূমিকা নিয়ে কোনও সন্দেহ বা অজুহাতকে প্রশ্রয় দিতে নারাজ সুপ্রিম কোর্ট। এ ব্যাপারে ছুতোনাতাকে আমল দিচ্ছে না সর্বোচ্চ আদালত।

তৃণমূলে এশিয়ান গেমসে সোনা জয়ী স্বপ্না বর্মন

রাজ্য বিধানসভা ভোটের আগে আবারও চমক শাসক দলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ রাজ্য বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশের আগে ফের বড় যোগদান তৃণমূল কংগ্রেসে। শুক্রবার শাসক দলে যুক্ত হলেন অ্যাথলিট স্বপ্না বর্মন। এদিন রাজ্যের দুই মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, ব্রাত্য বসু এবং শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের উপস্থিতিতে তিনি তৃণমূলে যোগ দেন। ২০১৮ সালে এশিয়ান গেমসে সোনা জিতেছিলেন স্বপ্না বর্মন। তবে পরবর্তী সময়ে পীঠে ব্যথার কারণে অ্যাথলেটিক্সের ট্র্যাক ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। তাঁকে অর্জুন পুরস্কারেও সম্মানিত করা হয়েছে। সম্প্রতি শিলিগুড়িতে মহাকাল মহাতীর্থের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের অনুষ্ঠানে স্বপ্না বর্মনকে সংবর্ধনা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঞ্চেই তাঁদের কিছুক্ষণ কথা বলতে দেখা গিয়েছিল। তারপরই জল্পনা ছড়িয়েছিল যে তিনি রাজনীতিত তথা তৃণমূলে যোগ দিতে পারেন। অবশেষে সেই জল্পনাই সত্যি হল। বর্তমানে স্বপ্না নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলের কর্মী। উত্তরবঙ্গের দিকে এবার যে তৃণমূল বিশেষ নজর দিয়েছে তা বলাই বাহুল্য। কেন অন্য কোনও দল ছেড়ে তৃণমূলে যোগ- এই প্রশ্নের উত্তর নিজেই দিলেন স্বপ্না। ''আমি শুরু থেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায়

অনুপ্রাণিত।'' এমনটাই সাফ জানান স্বপ্না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে তাঁর সংযোজন, ''মুখ্যমন্ত্রী তৃণমূল স্তর থেকে উঠে এসে আজ বাংলাকে যে জায়গায় পৌঁছে দিয়েছেন তা অন্য রাজ্যের পক্ষে অসম্ভব।'' স্বপ্নার কথায়, বাংলার জন্য যে সমস্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী তা দেখেই তিনি তৃণমূলে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেন। স্বপ্না এও বলেন, তিনি মনে করেন তাঁর জন্য এটা একটা বড় প্ল্যাটফর্ম হবে যাতে তিনি মানুষের জন্য, তাঁদের সেবায় কাজ করতে পারেন। স্বপ্না বর্মনের আগে উত্তরবঙ্গ থেকে কার্শিয়াংয়ের বিজেপি বিধায়ক বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মাকে দলে টেনেছে তাঁরা। গত ১৯ তারিখ তৃণমূল ভবনে রাজ্যের দুই মন্ত্রী ব্রাত্য বসু ও শশী পাঁজার উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে শাসক দলে নাম লেখান তিনি। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কার্শিয়াং কেন্দ্র থেকে নির্দল প্রার্থী হিসেবে লড়ে জয়ী হয়েছিলেন বিষ্ণুপ্রসাদ। সেই বার তিনি গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা (তামাং)-এর প্রার্থী শেরিং লামা দহলকে ১৫,৫১৫ ভোটে পরাজিত করেন। পরে বিজেপিতে যোগ দেন এবং বিধানসভায় গেরুয়া শিবিরের সদস্য হিসেবেই ছিলেন এতদিন। তবে সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা অধিবেশনে তাঁর মন্তব্য ঘিরেই জল্পনা শুরু হয়। তিনি বলেছিলেন, ''আমি আর রাজনীতির সঙ্গে নেই। এখন আমি মুক্ত পাখি, শৃঙ্খলমুক্ত।'' সেই মন্তব্যের পর থেকেই রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠছিল তাঁর ভবিষ্যৎ পদক্ষেপ নিয়ে। অবশেষে সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটিয়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন পাহাড়ের এই বিধায়ক। ভোটের প্রাক্কালে এই দলবদল পাহাড়ের রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ তৈরি করতে পারে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

টিএমসি-র প্রার্থীতালিকায় এবার থাকছে চমক!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ রাজ্যসভার চারটি আসনে তৃণমূলের প্রার্থী কারা? জানা যাচ্ছে, রাজ্যসভায় ফের প্রার্থী হচ্ছেন সুব্রত বক্সী। পাশাপাশি এক সাংবাদিকের সঙ্গে উত্তর কলকাতার এক আইনজীবীর নাম নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। রাজ্যসভায় প্রার্থীপদে আলোচনায় রয়েছে এক সংখ্যালঘু অধ্যাপিকার নামও। রাজ্যের এক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় প্রধান ওই অধ্যাপিকা। বর্ষীয়ান সাংসদ তথা তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি সুব্রত বক্সী ফের রাজ্যসভার প্রার্থী হচ্ছেন। সাংসদ হিসাবে দল তাঁকে রাজ্যসভায় পাঠাচ্ছে। তবে প্রাথমিকভাবে তাঁর শারীরিক অসুস্থতার কারণে অনেকে আলোচনা করছিলেন, প্রশ্ন উঠছিল, এবার তিনি সাংসদ হিসাবে ভূমিকা পালন করবেন কিনা। জানা যাচ্ছে, সুব্রত বক্সীকেই তাঁর নির্দিষ্ট আসনে রাজ্যসভায় প্রার্থী হিসাবে চায় দল। অন্যদিকে, একজন জাতীয় স্তরে কাজ করা বাঙালি সাংবাদিকের নামও উঠে আসছে। পাশাপাশি আরও দুটি নাম, উত্তর কলকাতার একজন আইনজীবী, যিনি আবার তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কম্যান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলে রাজনৈতিক মহলে পরিচিত, তাঁর নাম শোনা যাচ্ছে। পাশাপাশি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের বিভাগের বিভাগীয় প্রধান, সেই অধ্যাপিকার নামও শোনা যাচ্ছে। যাঁকে রাজ্যসভার সাংসদ হিসাবে প্রার্থী করতে চায় দল। তৃণমূল সূত্রে জানা যাচ্ছে, সুব্রত বক্সী অবশ্যই যাচ্ছে, তবে বাকি আইনজীবী ও অধ্যাপিকার নাম নিয়ে বিস্তর আলোচনা চলছে। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এই বিষয়টি খোলসা হয়ে যাবে বলে জানা যাচ্ছে।

অবশেষে বেলডাঙা মামলায় কেস ডায়েরি হাতে পেতে চলেছে এনআইএ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ বেলডাঙা মামলায় রাজ্য পুলিশের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ তুলেছিল এনআইএ। জল গড়ায় আদালতে। মামলা মোকদ্দমার পর অবশেষে কেস ডায়েরি হাতে পেতে চলেছে এনআইএ। হাইকোর্টের নির্দেশের পর শুক্রবার কেস ডায়েরি আদালতেই হস্তান্তর করতে চায় বেলডাঙ্গা থানা। কিন্তু আদালত থেকেই নথি হাতে নিতে আপত্তি জানান এনআইএ আধিকারিকরা। আদালতের নির্দেশ, আজই এনআইএ দফতরে গিয়ে নথি জমা দিতে হবে। পাশাপাশি, বেলডাঙা মামলায অবশেষে ৭ অভিযুক্তকে হেফাজতে পেয়েছে এনআইএ। প্রসঙ্গত, পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছিল বেলডাঙায়। ঘটনায় অভিযুক্ত প্রায় ৩৬ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সেই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে এনআইএ। বেলডাঙার অশান্তির ঘটনা নিয়ে কলকাতা হাই কোর্টে জনস্বার্থ মামলা হয়। তার মধ্যে একটি মামলা করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও। সেই মামলায় হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল এবং বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, কেন্দ্রীয় সরকার যদি চায়, তবে এনআইএ-কে দিয়ে তদন্ত করাতে পারে। একই সঙ্গে রাজ্যকে বলেছিল, প্রয়োজনে কেন্দ্রের থেকে আরও কেন্দ্রীয় বাহিনী চাইতে পারে তারা। হাই কোর্টের সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে শীর্ষ আদালতে যায় রাজ্য। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ জানায়, তারা এনআইএ তদন্তে হস্তক্ষেপ করবে না। তদন্তে নেমে এনআইএ আধিকারিকরা মনে করেন, কেবল স্থানীয় আবেগ নয়, পরিকল্পিতভাবে ডিজিটাল উসকানি ছড়িয়েই অশান্তির আগুন জ্বালানো হয়েছিল। সেই ষড়যন্ত্রের জাল কতদূর বিস্তৃত, তা নির্ধারণ করতে চাইছেন তদন্তকারীরা। কিন্তু এই মামলায় প্রথম থেকেই রাজ্য পুলিশের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ তুলেছেন এনআইএ আধিকারিকরা। এমনকি অভিযুক্তদের আদালতে পেশের সময়ে পুলিশি এসকর্ট না পাওয়ারও অভিযোগ ওঠে। অবশেষে আদালতের নির্দেশে কেস ডায়েরি হাতে পেতে চলেছে এনআইএ।

আজ রাজ্যের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ রাজ্য বিধানসভা ভোটের আগে শনিবার গুরুত্বপূর্ণ দিন। এসআইআর প্রক্রিয়ায় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে পশ্চিমবঙ্গের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করতে চলেছে নির্বাচন কমিশন। অনলাইন ও অফলাইন - দুইভাবেই ভোটারেরা নিজেদের নাম যাচাই করতে পারবেন। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, অনলাইনে তালিকা দেখার জন্য একাধিক মাধ্যম রাখা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের মূল ওয়েবসাইট, রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের ওয়েবসাইট এবং ইসি নেট অ্যাপে চূড়ান্ত তালিকা উপলব্ধ থাকবে। সেখানে নিজের নাম বা এপিক নম্বর (ভোটার পরিচয়পত্রের নম্বর) লিখলেই জানা যাবে নাম তালিকায় রয়েছে কিনা এবং কোনও সংশোধন হয়েছে কিনা। জেলার ভিত্তিতেও আলাদা ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিটি জেলার জেলা নির্বাচনী আধিকারিকের ওয়েবসাইটে একইভাবে নাম বা এপিক নম্বর দিয়ে অনুসন্ধান করা যাবে। ফলে জেলা অনুযায়ী তথ্য খোঁজা সহজ হবে বলে মনে করছে কমিশন। যাঁরা অনলাইনে স্বচ্ছন্দ নন, তাঁদের জন্য অফলাইন ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। রাজ্যের প্রতিটি বুথ স্তরের আধিকারিকের (বিএলও) হাতে ভোটার তালিকার হার্ড কপি পৌঁছে দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট এলাকার ভোটারেরা সরাসরি বিএলও-র সঙ্গে যোগাযোগ করে নিজেদের নাম যাচাই করতে পারবেন। প্রয়োজনে প্রয়োজনীয় তথ্যও জেনে নেওয়া যাবে। এছাড়া রাজ্যের রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের হাতে তালিকার সফট কপি তুলে দেবে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর।

দল মনে করলে শুভেন্দুদাই ভবানীপুর থেকে দাঁড়াবেন, স্পষ্ট জানালেন সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে খাস কলকাতায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিজয় রথ কি রুখে দিতে পারবে বিজেপি? আর সেই লড়াইয়ে সেনাপতি হিসেবে কি দেখা যাবে শুভেন্দু অধিকারীকে? রবিবার ভবানীপুরে বিজেপির 'গৃহ সম্পর্ক' অভিযানে গিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের একটি মন্তব্য ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে জল্পনা তুঙ্গে উঠেছে। সুকান্ত স্পষ্ট জানিয়েছেন, দল মনে করলে ভবানীপুর কেন্দ্রে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে লড়তে পারেন খোদ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এ দিন ভবানীপুরে দলের সমর্থনে দেওয়াল লিখন ও জনসংযোগে অংশ নেন সুকান্ত মজুমদার। পদ্মফুল এঁকে প্রচার শুরুর পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ''মুখ্যমন্ত্রী যদি এখান থেকে ভোটে দাঁড়ান, তবে দলই ঠিক করবে আমাদের প্রার্থী কে হবেন। দল যদি মনে করে শুভেন্দুদা এখানে যোগ্য মুখ, তবে তিনিই দাঁড়াবেন।'' আত্মবিশ্বাসের সুরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরও বলেন, ''শুভেন্দুদা লড়ুন বা অন্য কেউ, এমনকি আমাদের মণ্ডল সভাপতি দাঁড়ালেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরাজিত হবেন। আমরা ওঁকে রাজনৈতিক সন্ন্যাসে পাঠাব।'' বিজেপির এই রণকৌশল অবশ্য নতুন নয়। শুভেন্দু অধিকারী নিজেও একাধিকবার জনসভা থেকে হুঙ্কার দিয়েছেন, নন্দীগ্রামে হারিয়েছি, এবার ভবানীপুরেও হারাব। ২০ হাজার ভোটে হারিয়ে ওঁকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী করব। শুভেন্দুর দাবি, ভবানীপুরের আটটি ওয়ার্ডের মধ্যে পাঁচটিতেই বিজেপি এগিয়ে রয়েছে, তাই ফল বদলানো কেবল সময়ের অপেক্ষা। বিজেপির এই 'হেভিওয়েট' তত্ত্বকে অবশ্য আমল দিতে নারাজ তৃণমূল শিবির। দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ পাল্টা আক্রমণ শানিয়ে দাবি করেছেন, শুভেন্দু নিজেই নিজের মাটি হারাচ্ছেন। কুণালের কথায়, ''নন্দীগ্রাম থেকেই এবার শুভেন্দুর জেতা কঠিন। সেখানকার হাওয়া প্রতিকূল বুঝেই এখন অন্য নিরাপদ আসনের খোঁজে উনি এবং ওঁর দল এসব গল্প ফাঁদছেন।'' ২০১৫ ও ২০২০ সালের স্মৃতি উসকে দিয়ে শুভেন্দু বনাম মমতা লড়াইয়ের সম্ভাবনা ফের উসকে দিল গেরুয়া শিবির। রাজনৈতিক মহলের মতে, একদিকে যখন বিজেপি 'জোরদার' প্রার্থী দিয়ে খাস তালুকে মুখ্যমন্ত্রীকে বিঁধতে চাইছে, অন্যদিকে তৃণমূল আত্মবিশ্বাসী যে ঘরের মেয়েকে ভবানীপুর ফের দু'হাত ভরে আশীর্বাদ করবে। লড়াই শেষ পর্যন্ত কোন দিকে মোড় নেয় এবং শুভেন্দু সত্যিই ভবানীপুরের প্রার্থী হন কি না, এখন সেটাই দেখার। এদিকে বিধানসভা ভোটের দিনক্ষণ এখনও ঘোষিত হয়নি। তার আগেই কার্যত ভোটের দামামা বাজিয়ে দিল বিজেপি। কলকাতা হাইকোর্ট শর্তসাপেক্ষে 'পরিবর্তন যাত্রা'র অনুমতি দেওয়ার পরই সাংবাদিক বৈঠক করে কর্মসূচির বিস্তারিত ঘোষণা

করলেন শমীক ভট্টাচার্য, সুকান্ত মজুমদার ও শুভেন্দু অধিকারী। একইসঙ্গে প্রকাশ্যে আনা হয় যাত্রার টিজার। রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের দাবি, পশ্চিমবঙ্গে কার্যত কোনও সরকার নেই। তাঁর কথায়, বর্তমান প্রশাসন এক 'জীবন্ত জীবাশ্ম'-এর মতো। তৃণমূল সরকার রাজ্যের পরিবেশগত ভারসাম্য নষ্ট করেছে, সরকারি চাকরি বাজারে বিক্রি হয়েছে, এমন অভিযোগও তোলেন তিনি। দুর্নীতি এখন শাসকদলের সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে বলেও মন্তব্য করেন শমীক। এই কর্মসূচিকে তিনি সর্বস্তরের মানুষের আন্দোলন হিসেবে তুলে ধরেন। তাঁর আহ্বান, শুধু বিজেপি সমর্থক নয় - তৃণমূলের হতাশ কর্মী, এমনকি বাম ও কংগ্রেসের সমর্থকরাও এই যাত্রায় শামিল হোন। শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ''পশ্চিমবঙ্গের 'হৃত গৌরব' পুনরুদ্ধারের দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রী নিয়েছেন।'' তাঁর অভিযোগ, রাজ্য বহু ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছে। রাজনৈতিক সন্ত্রাসের পাশাপাশি ধর্মীয় ভারসাম্য বদলে দেওয়া হচ্ছে বলেও দাবি করেন তিনি। দেশজুড়ে ধরা পড়া জঙ্গিদের ভোটার কার্ড এই রাজ্যে তৈরি হয়েছে - এমন অভিযোগও তোলেন বিরোধী দলনেতা। তাঁর বক্তব্য, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির জয় না হলে দেশের রাজনৈতিক লড়াই সম্পূর্ণ হবে না। সুকান্ত মজুমদারও আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে শাসকদলকে নিশানা করেন। তাঁর কথায়, ''এই যাত্রা কেবল রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়, পরিবর্তনের দাবিতে মানুষের মনোভাবের প্রতিফলন।'' এমনকি ভবানীপুরের মতো এলাকাতেও পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। ভোট দিতে পারব কিনা, ভোট গণনা সঠিক হবে কিনা - এই সংশয় দূর করতেই যাত্রার উদ্দেশ্য বলে জানান সুকান্ত। বিজেপি সূত্রে জানা গেছে, যাত্রার সমাপ্তি উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে একটি বৃহ সমাবেশ আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে। রাজ্য বিজেপি সূত্রে খবর ব্রিগেডে মোদির সভার জন্য তিনটে দিন পাঠান হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর দফতরে। মার্চ মাসের ১৩, ১৪ অথবা ১৫ তারিখ এই সভা করতে চাইছে রাজ্য বিজেপি। এই তিনটে দিনের মধ্যে কোনও একটি দিন পিএমও থেকে জানিয়ে দেওয়া হবে বলেই মনে করছে বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব। অন্যথায় পিএমও থেকে আলাদা দিনও ঠিক করে দিতে পারে। তবে রাজ্য বিজেপি চাইছে এই পরিবর্তন যাত্রা শেষের (১০ মার্চ) এক সপ্তাহের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে ব্রিগেডে সভা করতে। মোট ৯টি পৃথক যাত্রা আয়োজন করা হয়েছে। ১ ও ২ মার্চ থেকে শুরু হবে এই কর্মসূচি। প্রথম দিনে কোচবিহার দক্ষিণ, কৃষ্ণনগর দক্ষিণ, কুলটি, গড়বেতা ও রায়দিঘি থেকে যাত্রার সূচনা হবে। ২ মার্চ ইসলামপুর, সন্দেশখালি, হাসান এবং আমতা থেকেও আরও চারটি যাত্রা বেরোবে। দোল উৎসবের কারণে ৩ ও ৪ মার্চ কোনও কর্মসূচি রাখা হয়নি। ৫ থেকে ১০ মার্চের মধ্যে প্রায় পাঁচ হাজার কিলোমিটার পথ অতিক্রম করার লক্ষ্য নিয়েছে দল। বিজেপির লক্ষ্য, প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে এই যাত্রাকে নিয়ে যাওয়া। কর্মসূচির আওতায় থাকবে ৬০টি বড় জনসভা এবং আনুমানিক ৩০০টি ছোট সভা। বৃহত্তর কলকাতার ২৯টি বিধানসভা এলাকায় আলাদা করে ট্যাবলো বের করার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। কলকাতা হাইকোর্ট শুক্রবারের নির্দেশে জানিয়েছে, যাত্রায় একসঙ্গে এক হাজারের বেশি মানুষের জমায়েত করা যাবে না। ১ মার্চ থেকে ৬ মার্চের মধ্যে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে হবে। শব্দবিধি সংক্রান্ত সমস্ত আইন কঠোরভাবে মানার কথাও জানানো হয়েছে। বক্তব্য নিয়েও সতর্কতা জারি করেছে আদালত। কোনও রকম কুরুচিকর বা উত্তেজনামূলক মন্তব্য করা যাবে না। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে পারে - এমন মন্তব্য বা কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ট্র্যাফিক ব্যবস্থাপনা নিয়েও স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। কর্মসূচির জেরে যানজট তৈরি করা যাবে না। প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে হবে। পাশাপাশি, অন্তত ২০ জন স্বেচ্ছাসেবকের নাম ও ফোন নম্বর আগে থেকেই পুলিশ প্রশাসনের কাছে জমা দিতে হবে, যাতে প্রয়োজন হলে দ্রুত যোগাযোগ করা যায়। সরকারি, বেসরকারি বা ব্যক্তিগত সম্পত্তির কোনও ক্ষতি করা চলবে না বলেও নির্দেশে উল্লেখ করা হয়েছে। যদি কোনওভাবে সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হয়, তার দায় সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলকেই নিতে হবে।

বহড়ু শান্তিপীঠ মন্দিরে হয়ে গেল ধূমধাম করে বাসরিক কালিকা পুজো ও যজ্ঞ

নিজস্ব প্রতিনিধিঃবহড়ুঃ শীতকে বিদায় জানিয়ে বসন্ত এসে পড়েছে। আর এই সময়েই জয়নগর থানার বহুতে জাগ্রত কালিকা পুজা হয়ে গেল।বহড়ু শান্তিপীঠ মন্দির কমিটি ও বহু গ্রামবাসীদের উদ্যোগে বহু শান্তিপীঠ মন্দিরে বাসরিক কালিকা পুজো হয়ে গেল গদত বৃহস্পতিবার। এদিন সকালে ছোঁ নাচ সহকারে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহকারে শান্তিপীঠ মন্দির থেকে মহিলারা মাথায় শান্তি ঘট নিয়ে বহড়ু এলাকা পরিভ্রমন করে বহরু বাজারের গঙ্গা থেকে গঙ্গাজল সংগ্রহ করে শান্তিপীঠ মন্দিরে নিয়ে যায় এবং সেই জল দিয়ে মন্দিরকে শুদ্ধিকরণ করা হয়।আর তারপরে পুজো ও যজ্ঞ শুরু হয় এবং সারাদিন ধরে চলে এই পুজো পাঠ।বস্ত্র বিতরণ ও করা হয়।এদিন রাতে সংগীত পরিবেশনায় অংশ নেন অঙ্কিতা ভট্টাচার্য।দুদিন ধরে এই উপলক্ষে স্বাস্থ্যশিবির, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, মিউজিক্যাল চেয়ার রূপসজ্জা সহ একাধিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।আর এই পুজোতে আশেপাশের এলাকা থেকে বহু ভক্ত সমাগম দেখা যায়।

চন্দ্রশেখর আজাদের প্রয়াণ দিবসে মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবের শ্রদ্ধার্ঘ্য

ভোপাল, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম মহান বিপ্লবী চন্দ্রশেখর আজাদ-এর প্রয়াণ (আত্মবলিদান) দিবস উপলক্ষে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ড. মোহন যাদব।এক বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য চন্দ্রশেখর আজাদের আত্মত্যাগ প্রতিটি দেশপ্রেমিকের কাছে প্রেরণা ও শক্তির উৎস। তাঁর সাহস, দৃঢ়তা ও আত্মবলিদান দেশের ইতিহাসে এক অনন্য ও গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। প্রসঙ্গত, ১৯৩১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে উত্তর প্রদেশের এলাহাবাদে আলফ্রেড পার্ক-এ ব্রিটিশ পুলিশের সঙ্গে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে আত্মবলিদান করেন চন্দ্রশেখর আজাদ। ' আজাদ নামেই তিনি আজও ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে সাহস, আত্মমর্যাদা ও আপসহীন দেশপ্রেমের প্রতীক হিসেবে স্মরণীয়।

খেলো ইন্ডিয়া ট্রাইবাল গেমসে বাংলার তৃতীয় জয়

রাঁচি, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ জয়ের হ্যাটট্রিক বাংলার। খেলো ইন্ডিয়া ট্রাইবাল গেমসে নিজেদের তৃতীয় ম্যাচেও জয়ী বাংলা। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার সকালে রাঁচিতে বাংলা ৪ - ০ গোলের ব্যবধানে বিহারকে হারাল তারা। এদিন বাংলার হয়ে জয়সূচক দুটি গোল করেছে - আকাশ ওঁরাও। অন্য দুটি গোল করেছে - সুজল মুন্ডা ও সৌগত হাঁসদা। জয়ের পরিপ্রেক্ষিতে এক প্রতিক্রিয়ায় দলের কোচ রঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, বাংলার খেলোয়া।রা পরিকল্পনা মাফিক এদিন খেলেছে। তিনি আরও বলেন, পরের ম্যাচ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর আশা - পরের ম্যাচেও জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে বাংলা দল নক আউট পর্বে পৌঁছবে। প্রসঙ্গতঃ আগামী শনিবার গ্রুপ লিগের শেষ ম্যাচের খেলা রয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে আয়োজক ঝাড়খণ্ডের মুখোমুখি হতে চলেছে বাংলা দল।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

'বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য করা হয়েছে মোদীকে', ভোপালে বিস্ফোরক অভিযোগ রাহুলের

ভোপাল(সংবাদ সংস্থা), ২৭ ফেব্রুয়ারিঃভারত-আমেরিকা বাণিজ্য সম্পর্ক ও সাম্প্রতিক কূটনৈতিক সমীকরণ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-কে তীব্র আক্রমণ শানালেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। গত মঙ্গলবার মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভোপাল-এ এক জনসভা থেকে তিনি দাবি করেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীকে বাধ্য করা হয়েছে। একই সঙ্গে সংসদে বিরোধী কণ্ঠ রুদ্ধ করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ তোলেন তিনি।জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাহুল বলেন, এই প্রথমবার, লোকসভায় বিরোধী দলনেতাকে বক্তৃতা করতে দেওয়া হয়নি। আমি বক্তব্য শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে বাধা দেওয়া হয়। তাঁর অভিযোগ, সংসদে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তোলার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। তিনি দাবি করেন, কিছু সংবেদনশীল আন্তর্জাতিক ও কর্পোরেট ইস্যু নিয়ে কথা বলতে চাইলেই সরকার অস্বস্তিতে পড়ে এবং আলোচনা এড়িয়ে যায়।ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তি প্রসঙ্গে রাহুলের বক্তব্য ছিল আরও তীক্ষ্ণ। তাঁর কথায়, লক্ষ লক্ষ এপস্টাইন ফাইল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আটকে আছে এমন ভিডিও এবং বার্তা রয়েছে যা প্রকাশ করা হয়নি। যদিও এই প্রসঙ্গে তিনি নির্দিষ্ট নথি বা সরকারি সূত্রের উল্লেখ করেননি, তবু ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষায় তিনি দাবি করেন, আন্তর্জাতিক মহলে কিছু চাপ তৈরি হয়েছিল। সেই চাপের জেরেই ভারতের পক্ষ থেকে বাণিজ্য চুক্তিতে সম্মতি দেওয়া হয়েছে বলে তাঁর অভিযোগ।রাহুল গান্ধী আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রীকে শিল্পপতি অনিল আম্বানির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক স্পষ্ট করতে হবে। পাশাপাশি তিনি গৌতম আদানির নাম উল্লেখ করে দাবি করেন, আদানি কোনও ছোট কোম্পানি নয় এটি বিজেপির আর্থিক কাঠামো। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, আদানির বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফৌজদারি অভিযোগ রয়েছে এবং সেই প্রেক্ষাপটেই আন্তর্জাতিক চাপ তৈরি হয়েছে। যদিও এই অভিযোগগুলির বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি। সভামঞ্চ থেকে রাহুলের আরেকটি দাবি ছিল, আমেরিকায় মামলার লক্ষ্য মোদী, আদানি নন। তাঁর কথায়, এই কারণেই প্রধানমন্ত্রী সংসদীয় বিতর্ক এড়িয়ে যান এবং বিষয়টি নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করতে চান না। এমনকি তিনি অভিযোগ করেন, পরিস্থিতি সামাল দিতেই প্রধানমন্ত্রী তকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ফোন করে বলেন, স্যার, আপনি যা বলবেন আমি তাই করতে প্রস্তুত। রাহুলের এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে তীব্র চর্চা শুরু হয়েছে।রাহুলের বক্তব্যে বারবার উঠে আসে ' বিক্রি করে দেওয়া' প্রসঙ্গ। তাঁর অভিযোগ, বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে দেশের স্বার্থ বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। তিনি দাবি করেন, কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও মাঝারি শিল্পের স্বার্থ রক্ষায় পর্যাপ্ত পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। তাঁর কথায়, এই চুক্তি কাদের স্বার্থে হয়েছে, তা দেশের মানুষ জানতে চান। যদিও চুক্তির নির্দিষ্ট শর্ত বা ধারাগুলি নিয়ে তিনি বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেননি। জনসভায় উপস্থিত কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে রাহুলের বক্তব্যে উচ্ছ্বাস দেখা যায়। তাঁরা স্লোগান তুলে কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, লোকসভা নির্বাচনের আগে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও কর্পোরেট যোগসাজশের ইস্যু সামনে এনে কংগ্রেস জনমত গঠনের চেষ্টা করছে। বিশেষ করে অর্থনৈতিক বৈষম্য, কর্মসংস্থান এবং শিল্পনীতির প্রশ্নে সরকারকে চাপে রাখাই বিরোধী শিবিরের কৌশল হতে পারে। অন্যদিকে বিজেপি শিবিরে রাহুলের এই মন্তব্যকে ভিত্তিহীন ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে বলে দলীয় সূত্রের ইঙ্গিত। তাদের দাবি, ভারত-আমেরিকা সম্পর্ক পারস্পরিক স্বার্থ ও কৌশলগত সহযোগিতার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে এবং কোনও ধরনের ব্যক্তিগত বা কর্পোরেট চাপের প্রশ্নই ওঠে না। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বক্তব্য, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যেই করা হয়।রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে, ভোপালের এই জনসভা থেকে রাহুল গান্ধী যে ভাষায় আক্রমণ শানিয়েছেন, তা আসন্ন নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক মেরুকরণ আরও বাড়াবে। সংসদে বক্তব্য রাখতে না দেওয়া নিয়ে তাঁর অভিযোগ যেমন সাংবিধানিক প্রশ্ন উত্থাপন করছে, তেমনই বাণিজ্য চুক্তি ও শিল্পপতিদের প্রসঙ্গ তুলে তিনি জাতীয় রাজনীতিতে নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছেন।সব মিলিয়ে মধ্যপ্রদেশের ভোপাল থেকে দেওয়া রাহুল গান্ধীর এই বিস্ফোরক মন্তব্যে রাজনৈতিক অঙ্গন সরগরম। কেন্দ্রীয় সরকার এ বিষয়ে কী প্রতিক্রিয়া জানায় এবং ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তির শর্তাবলি নিয়ে সংসদে আদৌ পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হয় কি না, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।

ভূমিকম্পে কাঁপলো কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ কলকাতায় অনুভূত ভূমিকম্প। শুক্রবার দুপুর ১টা বেজে ২০ মিনিট নাগাদ থেকে কয়েক মিনিটের মধ্যে অন্তত দুবার কেঁপে ওঠে কলকাতা। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ৫। হাওড়াতেও ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে।এ দিন দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। কলকাতা ও লাগোয়া এলাকার একাধিক সরকারি অফিস, ব্যাঙ্ক, হাসপাতালে ভূমিকম্প অনুভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্ক ছড়ায়। সবাইকে রাস্তায় নামিয়ে নিয়ে আসা হয়। ফাঁকা করে দেওয়া হয় একাধিক অফিস।জোর ঝটকায় শহরের বিভিন্ন বহুতল দোল খেয়ে ওঠে। দুপুর ১টা ২০ মিনিট নাগাদ প্রথম ঝটকা টের পান শহরবাসী। এর পর ১টা ২৩ মিনিট নাগাদ আবার পরপর কেঁপে ওঠে বিস্তীর্ণ অংশ।কলকাতার উত্তর থেকে দক্ষিণ-বেশির ভাগ এলাকাতেই কম্পন অনুভূত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আচমকা কাঁপুনিতে আতঙ্কে বহু মানুষ বাড়ি ও অফিস থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে আসেন। কেউ কেউ সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেন। শুধু কলকাতাই নয়, আশপাশের বেশ কিছু জেলাতেও ভূমিকম্প টের পাওয়া গেছে। হাওড়া জেলায় হালকা থেকে মাঝারি কম্পন অনুভূত হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

বিধানসভার কার্যক্রম প্রত্যক্ষ ১২০ জন প্রাক্তন মাওবাদীর

রায়পুর(সংবাদ সংস্থা), ২৭ ফেব্রুয়ারিঃছত্তিশগড় সরকারের পুনর্বাসন নীতির আওতায় আত্মসমর্পণ করে মূলস্রোতে ফিরে আসা ১২০ জন প্রাক্তন মাওবাদী শুক্রবার ছত্তিশগড় বিধানসভায় উপস্থিত হয়ে বিধানসভার কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করেন। এই উদ্যোগের লক্ষ্য ছিল তাঁদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও ভোটাধিকার সম্পর্কে অবহিত করা।এই দলে ৬৬ জন পুরুষ ও ৫৪ জন মহিলা ছিলেন। মাওবাদীদের সেন্ট্রাল কমিটির প্রাক্তন সদস্য রূপেশ, বাসভ, চৈতু, ললিতা এবং রাজুও উপস্থিত ছিলেন।সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে, ২০১৩ সালের ঝিরাম ঘাটি হামলার কথিত মাস্টারমাইন্ড চৈতু দীর্ঘ ৩৫ বছর জঙ্গলে আত্মগোপন করে থাকার পর ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসে আত্মসমর্পণ করেন।

দোল পূর্ণিমায় পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ, প্রত্যক্ষ করা যাবে দেশের বেশিরভাগ জায়গা থেকে

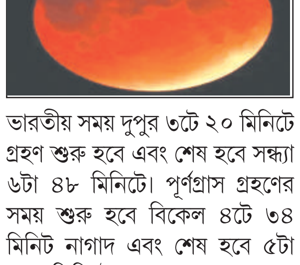

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ আগামী সপ্তাহের মঙ্গলবার (৩ মার্চ) পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ। এই গ্রহণ ভারতের বেশিরভাগ জায়গা থেকেই প্রত্যক্ষ করা যাবে। শুধুমাত্র দেশের একেবারে পশ্চিমাঞ্চলে এই চন্দ্রগ্রহণ দেখা যাবে না। এশিয়ার পূর্বাঞ্চল, অস্ট্রেলিয়া, প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকা এবং আমেরিকাতে এই চন্দ্রগ্রহণ দৃশ্যমান হবে।ভারতের বেশিরভাগ প্রান্তেই পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ দেখা যাবে। তবে, তা কেবল চন্দ্রোদয়ের সময়েই। তবে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কিছু অংশ এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে এই পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণের শেষ পর্বের দেখা মিলবে। ওইদিন ভারতীয় সময় দুপুর ৩টে ২০ মিনিটে গ্রহণ শুরু হবে এবং শেষ হবে সন্ধ্যা ৬টা ৪৮ মিনিটে। পূর্ণগ্রাস গ্রহণের সময় শুরু হবে বিকেল ৪টে ৩৪ মিনিট নাগাদ এবং শেষ হবে ৫টা ৩৩ মিনিটে।ভারতে এর আগে পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ হয়েছিল গত বছর ৭-৮ নভেম্বর। পরবর্তী চন্দ্রগ্রহণ ভারত থেকে দেখা যাবে ২০২৮ সালের ৬ জুলাই। তবে, তা হবে আংশিক চন্দ্রগ্রহণ দেখা যাবে বলেন।

ভারত সফরে কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৭ ফেব্রুয়ারিঃপ্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমন্ত্রণে কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি সফরে ভারতে এলেন। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কার্নির এই প্রথম সরকারিভাবে ভারত সফর। তিনি মুম্বই পৌঁছন। বিভিন্ন ব্যবসায়িক সম্মেলনে ভারত এবং কানাডার সিইও, শিল্প ও আর্থিক বিশেষজ্ঞ, উদ্ভাবক, শিক্ষাবিদ, এমনকি ভারতে অবস্থিত কানাডার পেনশন ফান্ড বিষয়েও তিনি আলোচনা করেন।প্রধানমন্ত্রী কার্নি ১ মার্চ নতুন দিল্লি পৌঁছবেন। ২ মার্চ হায়দরাবাদ হাউসে উভয় প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে প্রতিনিধি পর্যায়ের বৈঠক হবে।

মোদীর চিঠি হাতে ঘরে ঘরে বিজেপি, শ্রীরামপুরে জনসংযোগে তৎপর গেরুয়া শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি,হুগলি, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃআসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে রাজনৈতিক দলগুলির তপরতা যেমন বেড়েছে, তেমনই বো।ছে জনসংযোগের নতুন নতুন কৌশল। এই আবহেই হুগলির শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলায় ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়ে সরাসরি ভোটারদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র পক্ষ থেকে পাঠানো একটি বিশেষ চিঠিকে সামনে রেখে এই প্রচার কর্মসূচি সংগঠিত করা হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে।শ্রীরামপুর অঞ্চলে এই কর্মসূচির নেতৃত্ব দিচ্ছেন শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক তথা রিষ।। পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শশী সিং ঝা। তিনি নিজে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে এলাকার বিভিন্ন পাড়া ও মহল্লায় গিয়ে বাসিঃদাদের হাতে প্রধানমন্ত্রী-প্রেরিত চিঠিটি তুলে দিচ্ছেন। শুধু চিঠি পৌঁছে দেওয়াই নয়, পাশাপাশি সরাসরি মানুষের সঙ্গে কথা বলে কেন্দ্রীয় সরকারের নানা প্রকল্প, উন্নয়নমূলক কাজ এবং ভবিষ্য পরিকল্পনার কথা ব্যাখ্যা করা হচ্ছে।দলীয় সূত্রের দাবি, এই প্রচার কৌশলটি কেবল একটি রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়, বরং ভোটারদের সঙ্গে আবেগগত এবং মানসিক সংযোগ গড়ে তোলার প্রয়াস। প্রধানমন্ত্রী বাংলাভাষায় যে চিঠিটি পাঠিয়েছেন, তাতে রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, পরিকাঠামো গঠন, সামাজিক সুরক্ষা এবং সুশাসনের প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ রয়েছে। বিজেপি নেতৃত্বের মতে, চিঠির ভাষা ও বক্তব্য সাধারণ মানুষের কাছে সহজবোধ্য এবং সরাসরি পৌঁছনোর উপযোগী করে তৈরি করা হয়েছে।শ্রীরামপুরের বিভিন্ন এলাকায় দেখা যাচ্ছে, দলীয় পতাকা ও ব্যানার ছা।ই অনেক ক্ষেত্রে কর্মীরা সাধারণ পোশাকে মানুষের দরজায় কড়া নাড়ছেন। নিজেদের পরিচয় দিয়ে তাঁরা প্রথমে বাসিন্দাদের হাতে চিঠিটি তুলে দিচ্ছেন, তারপর শুরু হচ্ছে কথোপকথন। কেন্দ্রীয় সরকারের গরিব কল্যাণ সংক্রান্ত প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রী আবাসন যোজনা, স্বাস্থ্যসেবা প্রকল্প, বিনামূল্যে খাদ্যশস্য প্রদান, মহিলাদের আর্থিক সহায়তা ও স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন-এই সব বিষয়েই বিশদ আলোচনা করা হচ্ছে। একই সঙ্গে রাজ্যের বর্তমান প্রশাসনিক পরিস্থিতি, শিল্প ও কর্মসংস্থানের প্রশ্ন, আইনশৃঙ্খলা এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার প্রসঙ্গও সামনে আনা হচ্ছে।মঙ্গলবার এক কর্মসূচিতে শশী সিং ঝা বলেন, প্রধানমন্ত্রীর এই চিঠি পশ্চিমবঙ্গের মানুষের উদ্দেশে এক আন্তরিক বার্তা। তাঁর কথায়, উন্নয়ন, স্বচ্ছ প্রশাসন এবং নিরাপদ ভবিষ্যতের যে রূপরেখা এই চিঠিতে তুলে ধরা হয়েছে, তা রাজ্যের মানুষের মনে সাড়া ফেলছে। তিনি দাবি করেন, বহু বাসিন্দা ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন এবং পরিবর্তনের আহ্বানে সাড়া দিচ্ছেন। তাঁর মতে, সাধারণ মানুষ এখন উন্নয়নমুখী রাজনীতি চান এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুফল তাঁরা ইতিমধ্যেই অনুভব করেছেন।বিজেপির এই ' ডোর টু ডোর' অভিযানকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলেও আলোচনা শুরু হয়েছে। পর্যবেক্ষকদের মতে, সরাসরি ভোটারদের বাড়িতে গিয়ে চিঠি পৌঁছে দেওয়া একদিকে যেমন ব্যক্তিগত যোগাযোগের পরিবেশ তৈরি করছে, তেমনই দলের বার্তা নির্ভুলভাবে পৌঁছে দেওয়ার সুযোগও তৈরি করছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বা বড় জনসভায় যে বার্তা অনেক সময় আড়াল হয়ে যায়, সেখানে ব্যক্তিগত আলাপচারিতার মাধ্যমে তা স্পষ্টভাবে তুলে ধরা সম্ভব হচ্ছে।এলাকার কয়েকজন বাসিন্দার সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, রাজনৈতিক দলগুলির নেতাদের সরাসরি দরজায় উপস্থিতি তাঁদের কাছে নতুন অভিজ্ঞতা নয়, তবে প্রধানমন্ত্রী-স্বাক্ষরিত চিঠি হাতে পাওয়ায় অনেকে বিস্মিত হয়েছেন। কেউ কেউ জানিয়েছেন, তাঁরা চিঠিটি মন দিয়ে পড়বেন এবং বিষয়গুলি বিবেচনা করবেন। আবার কেউ বলেছেন, নির্বাচনের আগে সব দলই প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু বাস্তবায়নই শেষ কথা। ফলে ভোটের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তাঁরা সব দিক বিচার করে দেখবেন।শ্রীরামপুরে এই কর্মসূচি কেবল একটি দিনের নয়। দলীয় সূত্রে ইঙ্গিত মিলেছে, আগামী কয়েক সপ্তাহ ধরে এই প্রচার আরও জোরদার করা হবে। প্রতিটি বুথ এলাকায় নির্দিষ্ট সংখ্যক বাড়িতে পৌঁছনোর লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ছোট ছোট বৈঠক, মহিলাদের সঙ্গে আলাদা আলোচনা, যুব সমাজের সঙ্গে মতবিনিময়-এই সব কর্মসূচিও যুক্ত হতে পারে বলে জানা গিয়েছে।রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, পশ্চিমবঙ্গে সংগঠন শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে বিজেপি গত কয়েক বছরে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই জনসংযোগকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বার্তা সরাসরি মানুষের হাতে তুলে দেওয়ার এই প্রয়াস সেই বৃহত্তর কৌশলেরই অংশ। বাংলায় লেখা চিঠির মাধ্যমে ভাষাগত দূরত্ব কমিয়ে আনার চেষ্টাও স্পষ্ট।অন্যদিকে, বিরোধী শিবির এই কর্মসূচিকে নির্বাচনী প্রচারের অঙ্গ বলেই দেখছে। তাঁদের বক্তব্য, ভোটের আগে উন্নয়ন ও প্রতিশ্রুতির কথা বলা স্বাভাবিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। তবে বাস্তব পরিস্থিতিই শেষ পর্যন্ত মানুষের রায় নির্ধারণ করবে। যদিও বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, তাঁরা ইতিমধ্যেই মানুষের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন এবং এই চিঠি সেই আস্থাকে আরও সুদৃ। করবে।সব মিলিয়ে শ্রীরামপুরে প্রধানমন্ত্রী-প্রেরিত চিঠিকে কেন্দ্র করে যে ঘরে ঘরে প্রচার শুরু হয়েছে, তা আসন্ন নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক লড়াইকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় এই কর্মসূচি বিস্তৃত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নির্বাচনের দিন যত এগিয়ে আসবে, ততই এমন প্রত্যক্ষ জনসংযোগ কর্মসূচি বাড়বে বলেই রাজনৈতিক মহলের ধারণা। এখন দেখার, এই উদ্যোগ ভোটের বাক্সে কতটা প্রভাব ফেলতে পারে এবং শ্রীরামপুরের জনমনে কতটা সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়।

নানাজি দেশমুখের মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী ড. মোহন যাদব

ভোপাল, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ ভারতরত্ন প্রাপক বিশিষ্ট সমাজসেবী নানাজি দেশমুখ-এর মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ড. মোহন যাদব।শুক্রবার সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ দেওয়া এক বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গ্রামীণ উন্নয়ন, শিক্ষা ও দরিদ্র কল্যাণকে জাতীয় উন্নয়নের মূল ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে নানাজি দেশমুখের অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর চিন্তাভাবনা ও কর্মধারা দেশ গঠনের পথে চিরকাল প্রেরণা জোগাবে। উল্লেখ্য, নানাজি দেশমুখ-এর জন্ম মহারাষ্ট্রে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক হিসেবে তাঁর কর্মভূমি ছিল অবিভক্ত উত্তর প্রদেশ। গোরক্ষপুরকে কেন্দ্র করে তিনি সংঘের সাংগঠনিক কাজ সমগ্র উত্তর প্রদেশের পূর্বভাগে বিস্তৃত করেন। গ্রামীণ উন্নয়ন, শিক্ষা ও স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে তাঁর আজীবন অবদান ভারতীয় সমাজজীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে, তাঁর প্রয়াণের আট বছর পর বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার তাঁকে দেশের সর্বোচ্চ সম্মান 'ভারতরত্ন'প্রদান করেন খবর সূত্র থেকে জানা গেছে ।

২ মার্চ বাংলায় বিজেপির 'পরিবর্তনযাত্রা'র সূচনা করবেন অমিত শাহ

অরূপ নস্কর,কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) প্রস্তাবিত ' পরিবর্তন যাত্রা'য় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের অংশগ্রহণ একদিনের জন্য পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন তিনি ১ মার্চের পরিবর্তে ২ মার্চ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার রায়দিঘি থেকে এই যাত্রার সূচনা করবেন।পূর্ববর্তী কর্মসূচি অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ১ মার্চ রায়দিঘি থেকে ' পরিবর্তন যাত্রা'র সূচনার কথা ছিল। তবে দলীয় সূত্রে জানা গেছে, ১ মার্চ মুম্বইয়ে গুরু তেগ বাহাদুরকে শ্রদ্ধা জানানোর একটি কর্মসূচিতে তাঁর উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে। এই কারণেই রায়দিঘির কর্মসূচি একদিনের জন্য স্থগিত করা হয়েছে।পরিবর্তিত সূচি অনুযায়ী, অমিত শাহ ১ মার্চ রাত প্রায় ১০টা নাগাদ মুম্বই থেকে কলকাতায় পৌঁছাবেন। এরপর ২ মার্চ সকাল ১১.১৫ মিনিটে বিশেষ হেলিকপ্টারে রায়দিঘির উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন এবং দুপুর ১২টা নাগাদ ' পরিবর্তন যাত্রা'র অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছাবেন।বিজেপির রাজ্য স্তরের নেতাদের মতে, পশ্চিমবঙ্গে দলের মোট ১০টি সাংগঠনিক বিভাগ রয়েছে, যার মধ্যে ৯টিকে 'পরিবর্তন যাত্রা'র আওতায় আনা হবে। রাজ্যের রাজধানী কলকাতা থেকে কোনও যাত্রার সূচনা করা হবে না।অমিত শাহ ছাড়াও দলের একাধিক বরিষ্ঠ নেতা বিভিন্ন পর্যায়ে এই অভিযানে শামিল হবেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান, বিজেপির জাতীয় সভাপতি নিতিন নবীন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জে.পি. নাড্ডা, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গডকরি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি এবং মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ।

'ভোট করুক, বিজেপি ১০টি আসন পেলে রাজনীতি ছেড়ে দেব', 'ক্লিনচিট' পেয়ে মোদিকে চ্যালেঞ্জ কেজরির

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর বড় জয় পেয়েছেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। বহুল চর্চিত দিল্লি আবগারি নীতি মামলায় শুক্রবার দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত কেজরিওয়াল, মণীশ সিসৌদিয়া এবং বিআরএস নেত্রীকে কবিতা-সহ ২৩ জন অভিযুক্তকেই সসম্মানে মুক্তি দিয়েছে। আদালতের এই রায়ের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকার ও বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ শানালেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তিনি বলেন, ''সাহস থাকলে দিল্লিতে আবার নির্বাচন করিয়ে দেখুন। বিজেপি যদি ১০টির বেশি আসন পায়, তবে আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব।'' এ দিন প্রায় ৬০০ পাতার রায়ে আদালত কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই-এর পেশ করা তথ্যের তীব্র সমালোচনা করেছে। বিচারক জানান, বৃহত্তর ষড়যন্ত্র বা অপরাধমূলক অভিসন্ধির যে অভিযোগ সিবিআই এনেছিল, তার সপক্ষে ন্যূনতম কোনও বিশ্বাসযোগ্য তথ্য বা প্রমাণ দাখিল করতে পারেনি তারা। এমনকি মামলাটি বিচারের স্তরে নিয়ে যাওয়ার মতো পর্যাপ্ত উপাদানও মেলেনি। কেজরিওয়াল এই রায়কে 'সত্যের জয়' হিসেবে বর্ণনা করে বলেন, আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে এটি একটি অন্তঃসারশূন্য ও সাজানো মামলা ছিল। আদালত থেকে রেহাই পাওয়ার পর সাংবাদিক বৈঠকে কেজরিওয়াল অভিযোগ করেন, আপকে ধ্বংস করতে এবং তাঁকে গদিচ্যুত করতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এক গভীর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ফেঁপেছিলেন। তিনি বলেন, ''স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে এটিই ছিল বৃহত্তম রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। ক্ষমতার লালসায় গত এক বছরে দিল্লির ৩কোটি মানুষের জীবন ছারখার করে দেওয়া হয়েছে। গত ফেব্রুয়ারি মাসে দিল্লির বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি জয়লাভ করার পর থেকে শহরের পরিস্থিতি শোচনীয় হয়ে পড়েছে বলেও তিনি দাবি করেন। ২০১৫ ও ২০২০ সালে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় এলেও, গত বছরের (২০২৫) নির্বাচনে আপ মাত্র ২২টি আসনে থমকে যায় এবং ৪৮টি আসন নিয়ে বিজেপি ক্ষমতায় ফেরে। সেই হারের ক্ষত এবং আবগারি দুর্নীতির কলঙ্ক ঝেড়ে ফেলে কেজরিওয়াল এ দিন বলেন, ''দিল্লির মানুষ এখন আপনাদের ওপর বীতশ্রদ্ধ। ক্ষমতা থাকলে ফের ভোট হোক, ফলাফল হাতেনাতে দেখতে পাবেন।'' তদন্তকারী সংস্থাগুলির দাবি ছিল, ২০২১-২২ সালের আবগারি নীতিতে বিশেষ কিছু গোষ্ঠীকে সুবিধা পাইয়ে দিতে ১০০ কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে। এই অভিযোগেই ২০২৩ সালে মণীশ সিসৌদিয়া এবং ২০২৪-এ কেজরিওয়ালকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। দীর্ঘ কারাবাস ও জামিনের টানাপড়েন শেষে এ দিনের রায় আপ শিবিরে অক্সিজেনের জোগান দিল। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, আদালতের এই পর্যবেক্ষণ দিল্লির রাজনীতিতে নতুন করে হাওয়া বদলের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

হাওড়ায় দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্তের অভিযোগ পুরুলিয়ার দুই বাসিন্দার

নিজস্ব প্রতিনিধি,হাওড়া, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃদুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত হওয়ার অভিযোগ পুরুলিয়ার বাসিন্দা দুই পরিযায়ী শ্রমিকের। ঘটনাস্থল হাওড়া স্টেশন চত্বর। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পুরুলিয়ার ঝালদা থানা এলাকার জামলেহর গ্রামের বাসিন্দা আস্তিক মাহাতো ও বিবেক মাহাতো নামে দুই পরিযায়ী শ্রমিক গত বৃহস্পতিবার রাতে হাওড়া স্টেশন চত্বরে পুরুলিয়ার বাস ধরার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তখনই কয়েক জন দুষ্কৃতী তাঁদের উপরে চড়াও হয়। তাঁদের ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে টাকাপয়সা ও সমস্ত জিনিস কেড়ে নিয়ে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। গুরুতর আহত অবস্থায় দু'জনকে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে এলাকার লোকজন তাঁদের উদ্ধার করে হাওড়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসেন বলে জানা যায়।

সাগরদিঘিতে আমবাগানে ব্যাগ ভর্তি বোমা উদ্ধার

মুর্শিদাবাদ, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃমুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদিঘির আদিকান্তনগর গ্রামের একটি আমবাগানের মধ্যে থাকা শুকনো পাতার একটি ঝোপ থেকে দু'টি ব্যাগ ভর্তি তাজা বোমা উদ্ধার করল পুলিশ। শুক্রবার ভোররাত নাগাদ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ সেখানে গিয়ে দেখে বোমা ভর্তি

রাশিফল

মেষঃ আজকে আপনি হয়তো সমমনোভাবাপন্ন লোকজনদের সঙ্গে আপনার ধারণা ও মতামত ভাগ করে নেবেন। আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে শেষমেশ আপনার মন থেকে কথোপকথন হবে এবং আপনি আপনার গভীর অঙ্গীকারের কথা প্রকাশ করবেন। অনেকদিনের ভুলে যাওয়া বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সেই বন্ধুত্বকে আবার জাগিয়ে তোলার জন্য আজ ভালো দিন।
বৃষঃ আজকে আপনার কাঁধে প্রচুর আর্থিক দায়িত্বের বোঝা এসে প।বে। খরচ নিয়ে বিব্রত হবেন না। দিনের পরের দিকে অপ্রত্যাশিত উৎস থেকে আপনার কাছে টাকা আসবে।
মিথুনঃ আপনি সম্ভবত আপনার আর্থিক বিষয় নিয়ে অনিশ্চিত থাকবেন। আরও উপার্জনের জন্য কী করতে হবে তা আপনি ঠিক করতে পারবেন না। অর্থ সঞ্চয়ের উপায় নিয়েও আপনি বিভ্রান্ত থাকবেন। সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় আপনি সবকিছু গুলিয়ে ফেলতে পারেন। বিবাহের যোগ হতে পারে।
কর্কট রাশি ঃ পূর্বের বোকামিগুলি বোঝা আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে আপনার পুনর্মিলনে সহায়তা করবে। তারা হয়তো আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে পারে, যাতে আপনার প্রতি তাদের সত্যিকারের ভালোবাসা প্রমাণিত হয়। আর্থিক উন্নতি হবে।
সিংহঃ সঙ্গীর সঙ্গে দেখা করার জন্য আপনি তাড়াতাড়ি অফিস থেকে বেরোতে চাইবেন। আবেগঘন পুনর্মিলনের প্রতিশ্রুতি সর্বক্ষণই আপনার মনের গোপন কোণে ঘুরে বেড়াবে। সংসারে শান্তি ফিরবে।
কন্যা ঃচাকরির জায়গায় অনেক কিছু হওয়ার ফলে আপনাকে হয়তো প্রিয়তমের সঙ্গে সাক্ষা বাতিল করতে হবে। চিন্তা করবেন না, প্রেমে ধৈর্য একটি বড় ব্যাপার। শুভ দিন হবে
তুলাঃ আজ আপনার সঙ্গীকে খুশি করতে যা কিছু প্রয়োজন তা করতে প্রস্তুত। আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে একটি দুর্দান্ত সন্ধ্যা কাটাতে পেরে সন্তুষ্ট হবেন। কাজের সুযোগ আছে
বৃশ্চিকঃ আপনি হয়তো আপনার প্রিয় মানুষটির থেকে দূরে থাকবেন ও তার আকাঙ্খা সঠিকভাবে বোঝার জন্য ভিডিও চ্যাট করতে চাইবেন।
ধনুঃআপনার প্রিয়জনকে খুশি এবং সন্তুষ্ট করতে আপনি তর্কাতর্কি থেকে দূরে থাকতে পারেন। একটি নতুন রান্না খোঁজা একটা রোম্যান্টিক সন্ধ্যা উপভোগ করার জন্য ভালো পরিকল্পনা হতে পারে।
মকরঃআপনার প্রেমের জীবনে চাপ সামলানোর মূল উপায় হতে পারে উপলব্ধি করা। নিশ্চিত হোন যে আপনি আপনার প্রিয়জনকে খুশি করার জন্য স্বাস্থ্যকর বিকল্পগুলি পছন্দ করেছেন যেমন হাসি, ভালোবাসা এবং বাঁচা। শুভদিন।
কুম্ভঃদিনটি একটি ইতিবাচক ভাবে শুরু নাও হতে পারে, তবে, আপনি আপনার সঙ্গীর সঙ্গে দেখা করতে এবং একসঙ্গে শান্ত সন্ধ্যা করার পরিকল্পনা করতে পারলে পরিস্থিতি পরিবর্তন হতে পারে। শুভ রং লাল
মীনঃ পরিবারের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ সময় কাটাতে আপনি কাজের পরে ছুটে ছুটে বাড়ি ফিরবেন। আপনি হাসি মজায় বা একটি দুর্দান্ত খাবার রান্না করে আপনার প্রিয়জনকে খুশি করতে পারেন। অর্থের ব্যয় হবে।

আবহাওয়া

ফেব্রুয়ারির শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে রাজ্যজুড়ে বাড়ছে গ্রীষ্মের দাপট। সপ্তাহের শুরুতে কয়েক ঘণ্টার হালকা বৃষ্টি যদিও কিছুটা স্বস্তি এনে দিয়েছিল, কিন্তু তার প্রভাব বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। ভ্যাপসা গরম ও আর্দ্রতার জেরে ফের নাজেহাল উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গ। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, আগামী কয়েকদিন কোনও ব। পরিবর্তন নেই রাজ্যের আকাশে। শুক্রবারে দক্ষিণবঙ্গে শুষ্ক আবহাওয়ার পূর্বাভাস। শনিবার পর্যন্ত আবহাওয়ার তেমন কোনও পরিবর্তন হবে না। কিন্তু রবিবার থেকেই রাজ্যের বেশিরভাগ জায়গায় পারদ বাড়বে প্রায় ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সর্বোচ্চ তাপমাত্রায় এই বৃদ্ধি সবচেয়ে বেশি অনুভূত হবে। উত্তরবঙ্গেও শুক্রবার শুষ্ক আবহাওয়া। উত্তরবঙ্গে আগামী দুই-তিন দিনে আবহাওয়ার তেমন পরিবর্তন দেখা যাবে না। তবে পরবর্তী সময়ে সেখানেও তাপমাত্রা বাড়তে পারে ২-৩ ডিগ্রি। দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের পার্বত্য অঞ্চলে হালকা তুষারপাতের সম্ভাবনার কথাও জানিয়েছেন আবহবিদরা। ফলে পাহাড়ে শীতের ছোঁয়া সামান্য বজায় থাকলেও সমতলে বাড়বে গরম। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৮৫শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৩৬ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হয়নি।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৭টা ৫৫মিনিট এবং ০৯ রাত ৫৫টা। **ভাটা**-দুপুর ০১টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১০টা ৫৫মিনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ০৮মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৩৫মনিটে হতে পারে।

কলকাতা

জাতীয় বিজ্ঞান দিবসে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

বিজ্ঞান এগিয়েছে, মনন কি এগোল? ৪০ বছরের আত্মসমীক্ষা,এবার সময় বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ গড়ার

নবীনা রায় মজুমদার (বিজ্ঞান লেখিকা)।): জাতীয় বিজ্ঞান দিবসের চার দশক-একটি সময়ের হিসাব নয়, এটি আসলে আমাদের সমাজের বিজ্ঞানচেতনার আয়না। ১৯৮৭ সালে জাতীয় বিজ্ঞান দিবসের সূচনা হয়েছিল বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে। আজ ৪০ বছর পর দাঁড়িয়ে প্রশ্নটা আরও গভীর-আমরা ঠিক কোথায় পৌঁছালাম? একদিকে তাকালে অগ্রগতির ছবিটা চোখ ধাঁধানো। ভারত আজ মহাকাশ গবেষণায় বিশ্বমানচিত্রে নিজের জায়গা তৈরি করেছে। চন্দ্রযান, মঙ্গলযান, গগনযানের মতো প্রকল্প শুধু প্রযুক্তিগত সাফল্য নয়, আত্মবিশ্বাসের প্রতীক। চিকিৎসাবিজ্ঞানে ভ্যাকসিন গবেষণা, ডিজিটাল হেলথ, টেলিমেডিসিন-সব মিলিয়ে বিজ্ঞান আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে আগের চেয়ে অনেক সহজ, দ্রুত ও কার্যকর করেছে। স্মার্টফোন, ইন্টারনেট, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-বিজ্ঞান এখন হাতের মুঠোয়। গত চার দশকে ভারতের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি নিঃসন্দেহে চোখে পড়ার মতো। মহাকাশ গবেষণা থেকে প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি-সব ক্ষেত্রেই বিজ্ঞান জাতীয় নিরাপত্তা ও আত্মনির্ভরতার মূল চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে। সাম্প্রতিক সময়ে অপারেশন সিন্দুর আমাদের সামনে সেই বাস্তবতারই এক স্পষ্ট উদাহরণ। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, নিখুঁত পরিকল্পনা ও বৈজ্ঞানিক দক্ষতার সমন্বয়ে এই অপারেশন দেখিয়ে দিয়েছে-বিজ্ঞান শুধু গবেষণাগারের বিষয় নয়, এটি দেশের নিরাপত্তা ও মানবজীবন রক্ষার শক্ত ভিত। একই সঙ্গে চিকিৎসা, কৃষি, যোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তিতে বিজ্ঞান মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে বদলে দিয়েছে। বিশেষ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) আজ নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। রোগ নির্ণয়, আবহাওয়ার পূর্বাভাস, শিক্ষা, সংবাদ

বিশ্লেষণ-এআই আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতিকে আরও দ্রুত ও তথ্যভিত্তিক করেছে। তবে এখানেও প্রশ্ন থাকে-এই উন্নত প্রযুক্তির সঙ্গে সঙ্গে কি আমাদের যুক্তিবোধ, মানবিকতা ও নৈতিক চেতনাও সমানভাবে বিকশিত হচ্ছে? বিজ্ঞানচর্চার এই দীর্ঘ পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হলো মহিলাদের অংশগ্রহণ। একসময় যে বিজ্ঞানজগৎ ছিল পুরুষপ্রধান, আজ সেখানে নারী বিজ্ঞানীরা নেতৃত্ব দিচ্ছেন। মহাকাশ গবেষণা থেকে পরমাণু বিজ্ঞান, চিকিৎসা গবেষণা থেকে ডেটা সায়েন্স-নারীরা আজ কেবল অংশগ্রহণকারী নন, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীও। এই পরিবর্তন প্রমাণ করে, বিজ্ঞান কেবল প্রযুক্তিগত উন্নয়ন নয়, সামাজিক সাম্যের পথও খুলে দেয়। কিন্তু এই উজ্জ্বল ছবির পাশেই আরেকটি বাস্তবতা দাঁড়িয়ে আছে-কুসংস্কার। বিজ্ঞান যত এগিয়েছে, সমাজ কি ততটাই কুসংস্কারমুক্ত হয়েছে? আজও বহু ক্ষেত্রে অসুখের চিকিৎসার বদলে তাবিজ-কবচে ভরসা রাখা হয়। আজও গুজব ছড়িয়ে পড়ে মুহূর্তে, আর যুক্তি পৌঁছতে পৌঁছতে দেরি হয়ে যায়। বিজ্ঞান পড়ুয়া বাড়লেও বিজ্ঞানমনস্কতা কি সমানতালে বেড়েছে? এই প্রশ্নের উত্তর সহজ নয়। এখানেই বোঝা যায়, বিজ্ঞান আর বিজ্ঞানচেতনা এক জিনিস নয়। বিজ্ঞান শুধু গবেষণাগারে সীমাবদ্ধ থাকলে সমাজ বদলায় না। বিজ্ঞান আসলে একটি মননের পদ্ধতি-প্রশ্ন করা, সন্দেহ করা, প্রমাণ খোঁজা, যুক্তির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া। এই মানসিকতাই যদি সমাজের সর্বস্তরে না পৌঁছায়, তাহলে আধুনিক প্রযুক্তির মাঝেও কুসংস্কার টিকে যায়। তাহলে কি বিজ্ঞান কুসংস্কার মুক্ত করতে পারেনি সমাজকে? আসলে বিজ্ঞান তার কাজ করেছে। ব্যর্থতা হয়েছে আমাদের প্রসারে ও প্রয়োগে। শিক্ষা ব্যবস্থায় বিজ্ঞান পড়ানো হয়েছে, কিন্তু অনেক সময় বিজ্ঞান ভাবতে শেখানো হয়নি। মুখস্থ বিদ্যার ভিড়ে প্রশ্ন করার সাহস হারিয়ে গেছে। ফলে বিজ্ঞান পরীক্ষার খাতায়য় থেকে গেছে, জীবনের সিদ্ধান্তে ঢুকতে পারেনি। আজও গুজব চিকিৎসার সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে, অলৌকিক বিশ্বাস যুক্তির জায়গা দখল করে নেয়। এখানেই বোঝা যায়, বিজ্ঞান আর বিজ্ঞানমনস্কতা এক বিষয় .নয়। বিজ্ঞান মানে শুধু আবিষ্কার নয়, বিজ্ঞান মানে প্রশ্ন করা, প্রমাণ চাওয়া, যুক্তির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া। জাতীয় বিজ্ঞান দিবসের ৪০ বছর আমাদের সেই আত্মসমালোচনার সুযোগ এনে দেয়। আমরা কি শিশুদের শুধু তথ্য দিচ্ছি, না ভাবতে শেখাচ্ছি? আমরা কি প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াচ্ছি, নাকি যুক্তিবোধের চর্চাও বাড়াচ্ছি? আজ বিজ্ঞান দিবস তাই কেবল অতীতের সাফল্য উদ্যাপনের দিন নয়। এটি ভবিষ্যতের জন্য প্রতিশ্রুতি-যেখানে বিজ্ঞান হবে কুসংস্কারমুক্ত সমাজ গড়ার হাতিয়ার, যেখানে নারী-পুরুষ সমানভাবে নেতৃত্ব দেবে, আর যেখানে এআই ও আধুনিক প্রযুক্তি মানবকল্যাণের সেবায় নিয়েজিত হবে। এআই-এর যুগে দাঁড়িয়ে বিজ্ঞান আমাদের আরও দ্রুত করেছে, কিন্তু প্রশ্ন করার দায়িত্ব এখনও আমাদেরই। বিজ্ঞান দিবসের ৪০ বছরে এই বার্তাই জরুরি-কুসংস্কার নয়, যুক্তিই হোক আগামী দিনের সবচেয়ে বড় শক্তি।

ভারতীয় বিজ্ঞানীদের অবদান

সঞ্জীব ভট্টাচার্য, শিক্ষাকর্মী , বিবেকানন্দ কলেজ , ঠাকুর পুকুর।

ভারতীয়. বিজ্ঞানীরা যুগে যুগে তাঁদের মেধা, অধ্যবসায় ও সৃজনশীলতার মাধ্যমে বিশ্ববিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তাঁদের গবেষণা ও আবিষ্কার শুধু দেশের গৌরব বাড়ায়নি, মানবসভ্যতার অগ্রগতিতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। সি.ভি রমন , আলোর বিচ্ছুরণ নিয়ে গবেষণা করে রামন প্রভাব আবিষ্কার করেন এবং নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, উদ্ভিদের সংবেদনশীলতা ও বেতার যোগাযোগ নিয়ে. গবেষণা করে বিশ্বকে নতুন ধারণা দেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কোয়ান্টাম পরিসংখ্যানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন, যার ফলে বোস-আইনস্টাইন পরিসংখ্যান তত্ত্বের উদ্ভব হয়। আধুনিক যুগে ড. এ. পি. জে. আব্দুল কালাম , ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র ও মহাকাশ কর্মসূচিকে শক্তিশালী করে দেশের প্রতিরক্ষা ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধি করেন। মহাকাশ গবেষণায় , ' ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশনের ' এর সাফল্য ভারতীয় বিজ্ঞানীদের দক্ষতার উজ্জ্বল উদাহরণ। চঃদ্রযান ও মঙ্গলযানের মতো প্রকল্প ভারতের বিজ্ঞানচর্চাকে বিশ্বমঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করেছে। চিকিৎসাবিজ্ঞান, কৃষি, তথ্যপ্রযুক্তি, পরিবেশ বিজ্ঞানসহ নানা ক্ষেত্রে ভারতীয় গবেষকরা নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন। সবুজ বিপ্লব থেকে ডিজিটাল প্রযুক্তির উন্নয়ন-সবক্ষেত্রেই তাঁদের অবদান সুস্পষ্ট। সর্বোপরি, ভারতীয় বিজ্ঞানীদের অবদান একটি জাতির অগ্রগতির ভিত্তি। তাঁদের সাফল্য আমাদের নতুন প্রজন্মকে বিজ্ঞানমনস্ক হতে অনুপ্রাণিত করে এবং দেশকে আরও উন্নত ও আত্মনির্ভর করে তুলতে সাহায্য করে।

জাতীয় বিজ্ঞান দিবস

রাজ্যেশ্বর সাহাঃ প্রতিবছর ২৮ শে ফেব্রূয়ারি দিনটি এক আলোকিত মুহূর্তের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। এই দিনে বিশিষ্ট ভারতীয় বিজ্ঞানী সি.ভি রমন আলোক বিচ্ছুরণ সংক্রান্ত এক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেন যা 'রমন এফেক্ট ' আবিষ্কার নামে পরিচিত । এই 'রমন এফেক্ট' আবিষ্কার ১৯৩০ সালে পদার্থবিদ্যায় প্রথম নোবেল পুরস্কার এনে দিয়েছিল। বিজ্ঞানের সি.ভি. রমন ছিলেন, প্রথম ভারতীয় বিজ্ঞানী যিনি এই সম্মান অর্জন করেছিলেন। এই আবিষ্কার আলো এবং পদার্থ সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে বদলে দিয়েছিল। তাই প্রতিবছর ২৮ শে ফেব্রূয়ারি দিনটি জাতীয় বিজ্ঞান দিবস হিসাবে পালন করা হয় । এই দিবস পালনের উদ্দেশ্য হলো , সমাজে সাধারণ জনগণের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে তোলা। কুসংস্কার দূর করা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গুরুত্ব সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা। বর্তমান আধুনিক সমাজে সভ্যতার প্রতিটি ক্ষেত্রে চিকিৎসা,কৃষি,যোগাযোগ ,পরিবহন, শিক্ষা থেকে শুরু করে মহাকাশ গবেষণা সবখানেই বিজ্ঞানের অবদান অপরিসীম। এই 'রমন এফেক্ট' আবিষ্কার হলো এমন এক আবিষ্কার যা পদার্থ বিজ্ঞানের স্মরণীয় ঘটনা। এই আবিষ্কার বর্ণালী বিদ্যার কেন্দ্রবিনন্দু তে, ন্যানো প্রযুক্তি থেকে শুরু করে ওষুধ, পরিবেশগত পর্যবেক্ষণ ফরেনসিক বিশ্লেষণ এবং জৈব চিকিৎসা নির্ণয়ের জন্য অপরিহার্য একটি কৌশল। এ বছর ২০২৬ এ জাতীয় বিজ্ঞান দিবস এর মূল ভাবনা হলো ' বিজ্ঞানে নারী বিকশিত ভারত গঠনের অনুঘটক '।

জাতীয় বিজ্ঞান দিবসে বাঙালি মহিলা বিজ্ঞানীদের অবদান গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। তাঁরা প্রতিকূলতা অতিক্রম করে গবেষণা ও আবিষ্কারের মাধ্যমে সমাজে গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। অসীমা চ্যাটার্জী, জৈব রসায়নে অসামান্য অবদান রাখেন। ম্যালেরিয়া ও ক্যান্সার প্রতিরোধে তাঁর গবেষণা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে।

বিভা চৌধুরী , ' কসমিক রে ' নিয়ে গবেষণার জন্য পরিচিত এবং তিনি ভারতের প্রথম দিকের মহিলা পদার্থবিজ্ঞানীদের একজন। সাবিত্রী মিত্র , পদার্থবিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন এবং শিক্ষাক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তাঁদের অধ্যবসায়. প্রমাণ করে যে বিজ্ঞানচর্চায় নারীরা সমান দক্ষ ও সক্ষম। বিজ্ঞান দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে , বিজ্ঞান ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ দেশের অগ্রগতির জন্য অত্যন্ত জরুরি। বাঙালি মহিলা বিজ্ঞানীদের সাফল্য নতুন প্রজন্মের মেয়েদের স্বপ্ন দেখতে ও গবেষণায়. এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করে। জনগণের আস্থা বৃদ্ধি করা, আর এই জাতীয় বিজ্ঞান দিবস ভারতের বৈজ্ঞানিক চেতনা ,গবেষণা ও যুক্তিবাদী মননের গুরুত্ব কে তুলে ধরে। এই প্রেক্ষাপটে ডঃ নরেন্দ্র কুমার সেহগালের ভূমিকা বিজ্ঞান চর্চা ও বিজ্ঞানমনস্কতা বিস্তারের ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । তিনি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের (ডি.এস.টি.) একজন বিশিষ্ট পদার্থবিদ থেকে বৈজ্ঞানিক প্রশাসকে পরিণত হয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন বিজ্ঞান শুধুমাত্র গবেষণাগার বা পাঠ্য বইয়ের বিষয় নয় , দৈনন্দিন জীবনেও বিজ্ঞান গভীরভাবে যুক্ত। জাতীয় বিজ্ঞান দিবসের আদর্শ অনুযায়ী তিনি বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তি, প্রশ্ন করার মানসিকতা এবং কুসংস্কার মুক্ত চিন্তা ধারার উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেন। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের মনে বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে হাতে কলমে শিক্ষা , বিজ্ঞান প্রদর্শনী, আলোচনা সভা ও পরীক্ষা নির্ভর বিজ্ঞানের কার্যকারিতা সহ বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এবং বিজ্ঞান বক্তৃতার আয়োজনের পক্ষে ছিলেন। ড. সেহগাল জাতীয় বিজ্ঞান দিবসের ভাবনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিজ্ঞান ও সমাজের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল , সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞানকে সহজ বোধগম্য ও আকর্ষণীয় .করে তোলা। তিনি তার লেখনি ও বক্তৃতার মাধ্যমে স্বাস্থ্য ,পরিবেশ, প্রযুক্তি ও দৈনন্দিন সমস্যার সমাধানে বিজ্ঞান কিভাবে মানুষের জীবনকে উন্নত করতে পারে তা তুলে ধরেন। তিনি ১৯৯১ সালে বিজ্ঞানের জনপ্রিয়. করনের জন্য ইউনেস্কো কলিঙ্গ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন। তেমনি , অতীতে ঠিক একই ভাবে ফিরে তাকালে দেখা যাবে ১৯২৮ সালে কলকাতার একটি পরীক্ষাগারে প্রথম ছড়িয়ে পড়েছিল রমনের আলোক বিচ্ছুরণ । এই আলো যাতে বিভিন্ন জার্নাল, গবেষণা পত্রের বাইরে সম্প্রদায়ের মধ্যে , শ্রেণীকক্ষ ও দৈনন্দিন কথোপকথনে ছড়িয়ে পড়ে তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সি.ভি রমন ও নরেন্দ্র কুমার সেহগালের মতো বিজ্ঞানের অগ্রগামীদের জাতীয় বিজ্ঞান দিবসে বিশ্বের সমগ্র মানব সমাজের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি। সমাজে যাদের অবদান ছাড়া বিজ্ঞানের উন্নতি কখনোই সম্ভব ছিল না। প্রতি বছর ২৮শে ফেব্রূয়ারি জাতীয় বিজ্ঞান দিবস উদযাপনের মাধ্যমে আমরা ভারতীয় বিজ্ঞানীদের অসামান্য অবদান স্মরণ করি। এই দিনটি বিশেষভাবে উৎসর্গিত, সি.ভি.রমনের আবিষ্কৃত রামন প্রভাবের স্মৃতিতে। তাঁর গবেষণা বিশ্ববিজ্ঞানে ভারতের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। ১৯৩০ সালে তিনি নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। ভারতীয় বিজ্ঞানীদের অবদান বহুমুখী ও গভীর। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু , উদ্ভিদের সংবেদনশীলতা নিয়ে গবেষণা করে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেন। সত্যেন্দ্রনাথ বসু কোয়ানন্টাম তত্ত্বে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন, যা পরবর্তীকালে বোস-আইনস্টাইন পরিসংখ্যান নামে পরিচিত হয়। ড. এ. পি. জে. আব্দুল কালাম ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তি ও মহাকাশ গবেষণায় ভারতের অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং তরুণদের বিজ্ঞানমনস্ক হতে অনুপ্রাণিত করেন। মহাকাশ গবেষণায় , ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশনের সাফল্যও ভারতীয় বিজ্ঞানীদের দক্ষতার উজ্জ্বল প্রমাণ। চন্দ্রযান ও মঙ্গলযানের মতো প্রকল্প বিশ্বে ভারতের প্রযুক্তিগত সক্ষমতাকে তুলে ধরেছে। চিকিৎসাবিজ্ঞান, কৃষি, তথ্যপ্রযুক্তি ও পরিবেশ গবেষণাতেও ভারতীয় বিজ্ঞানীরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন। জাতীয় বিজ্ঞান দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে , বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ও গবেষণা একটি জাতির অগ্রগতির মূল ভিত্তি। ভারতীয় বিজ্ঞানীদের অধ্যবসায় , সৃজনশীলতা ও দেশপ্রেম আমাদের নতুন প্রজন্মকে স্বপ্ন দেখতে শেখায়। তাদের অবদান শুধু ভারতের নয়, সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে নিবেদিত।

কুলতলির নলগোড়ায় দেওয়াল লিখন শুরু তৃনমূল কংগ্রেসের

নিজস্ব সংবাদদাতা,জয়নগর, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ সামনে বিধানসভার নির্বাচন।নির্বাচনের নির্ঘন্ট এখনো পর্যন্ত ঘোষণা হয়নি।প্রার্থী তালিকাও প্রকাশ হয়নি। আর তার আগেই ভোটের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল কুলতলিতে।আর এই বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কুলতলি বিধানসভার বিধায়ক গণেশ চন্দ্র মন্ডলের নির্দেশে এবং নলগোড়া অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা জয়নগর দু'নম্বর পঞ্চায়েত় সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ প্রদ্যু অধিকারীর নেতৃত্বে নলগোড়া অঞ্চলের ২৩২ নং বুথে শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে দেওয়াল লিখনের কাজ।এদিন এই দেওয়াল লিখনে উপস্থিত ছিলেন নলগোড়া অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের আঞ্চলিক সদস্য লক্ষীধর হালদার, নলগোড়া গ্রাম পঞ্চায়েত় সদস্য গোপাল হালদার ,২৩২ নং বুথের সভাপতি রাযহান মীর, সম্পাদক সিরাজ মোল্লা সহ আরো অনেকে। ইতিমধ্যেই বুথ স্তরের কর্মী ও সমর্থকরাসংগঠিতভাবে এলাকাজুড়ে প্রচার কার্যক্রম শুরু করেছেন।দলীয় বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে এবং আসন্ন নির্বাচনে তৃনমূল কংগ্রেসের সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতে এই কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে মনে করছেন ওই বুথের নেতৃত্বরা।এ ব্যাপারে তৃনমূল কংগ্রেসের স্থানীয় কর্মীরা জানান ২০২৬-এ উন্নযনের ধারাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে এখন থেকেই মানুষের কাছে পৌঁছানো দরকার।সেই লক্ষ্যেই বুথভিত্তিক প্রস্তুতি শুরু হযেছে।তাই এলাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড়, গ্রামীণ রাস্তা ও জনবহুল স্থানে দেওযাল লিখনের মাধ্যমে নির্বাচনী বার্তা তুলে ধরা হচ্ছে।রাজনৈতিক মহলের মতে, নির্বাচন এখনও সময়. থাকলেও বুথভিত্তিক এই প্রাথমিক প্রস্তুতি আগামী দিনের সংগঠন মজবুত করার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

বহড়ু পঞ্চায়েতে শৌচালয়ের উদ্বোধন

নিজস্ব সংবাদদাতা,বহড়ু ঃ রাজ্যে সরকারের গ্রামীন পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রামের একাধিক উন্নয়ন মূলক কাজ চলছে।আর শুক্রবার জয়নগর এক নং ব্লকের বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের হাসিমপুর এফ পি স্কুল চত্বরে এস বি এম এন্ড ১৫ এফ সির অর্থ আনুকুল্যে স্কুল প্যুয়াদের জন্য একটি শৌচালয় ও সাধারণ মানুষের জন্য পে এন্ড ইউজ সুলভ শৌচালয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়ে গেল।এদিন এই উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর এক নং বিডিও শুভদীপ দাস,জয়নগর এক নং পঞ্চায়েত সমিতির জনস্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ হাজি সাইফুল লস্কর,জয়নগর এক নংপঞ্চায়েত সমিতির সদস্য অতিয়ার রহমান লস্কর,বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মতিবুর রহমান লস্কর।

ক্যানিং এ এক যুবকের মৃতদেহকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়

নিজস্ব সংবাদদাতা,জয়নগর, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ ক্যানিং এ এক যুবকের মৃতদেহকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছ।ালো এলাকায়। তিন বছর আগে মিলেছিল মহিলার দেহ, এবার একই জায়গায় এক যুবকের গলাকাটা দেহ উদ্ধার হলো শুক্রবার।চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ে। ওই যুবকের পরিচয় জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে ঘটনাটিকে ' বলেই মনে করা হচ্ছে। মৃতদেহ উদ্ধারের পর তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার অন্তর্গত সাতমুখী সংলগ্ন বাবলাতলা-গাজীপাড়া রাস্তার মধ্যবর্তী এলাকায়। এদিন ভোরে স্থানীয় বাসিনন্দারা রাস্তার উপর ওই রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন। তাঁরাই স্থানীয় সাতমুখী পুলিশ ফাঁড়িতে খবর দেয়। সেখান থেকে খবর যায় ক্যানিং থানায়। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ক্যানিং থানার পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ডাক্তাররা জানিয়ে দেন, অনেক আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।তবে এই ঘটনাটি খুন বলেই মনে করছে পুলিশ। ওই যুবকের বয়স আনুমানিক ৪০ বছর। ওই যুবক কীভাবে ওখানে এলেন, নাকি অন্য কোথাও খুন করে দেহ সেখানে ফেলে যাওয়া হয়েছে, সেসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে তদন্তকারী পুলিশ। ওই যুবকের পরিচয় জানার জন্য বিভিন্ন থানায় তথ্য ইতিমধ্যেই পাঠানো হয়েছে। আরএই মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে। বছর তিনেক আগে ওই এলাকাতেই এক জায়গা থেকে এক অজ্ঞাতপরিচয় মহিলার ক্ষত বিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল। সেই ঘটনার সঙ্গে কি এর কোনও সম্পর্ক আছে? সেই প্রশ্ন উঠছে। ওই এলাকায় মাটির রাস্তা।স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, দিনের বেলা লোকজন ওই রাস্তা দিয়ে চলাচল করে। কিন্তু অন্ধকার হওয়ার পর থেকে কেউ আর ওই পথে যায় না। রাতে ওই এলাকায় দুষ্কৃতীদের আড্ডা বসে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। পুলিশ সব অভিযোগ খতিয়ে দেখছে।এদিনই দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্তের কাজ শুরু করেছে পুলিশ।

ধারালো অস্ত্রে আঘাত করে ছিনতাইয়ের অভিযোগ হাওড়ায়, আক্রান্ত পুরুলিয়ার বাসিন্দা দুই 'পরিযায়ী' শ্রমিক

নিজস্ব সংবাদদাতা,হাওড়া, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ ধারালো অস্ত্রে আঘাত করে ছিনতাইয়ের অভিযোগ হাওড়ায়, আক্রান্ত পুরুলিয়ার বাসিন্দা দুই 'পরিযায়ী' শ্রমিক। অভিযোগ, বৃহস্পতিবার রাতে যখন এরা হাওড়া থেকে বাস ধরবেন বলে আসেন তখন এদের কাছে টাকাপয়সা সহ অন্যান্য জিনিসপত্র দাবি করে দুই দুস্কৃতি। এরা বাধা দিলে 'ক্ষুর' জাতীয় ধারালো কিছু দিয়ে আঘাত করে টাকাপয়সা সহ জিনিসপত্র ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায় দুস্কৃতিরা। আহত অবস্থায় দু'জনকে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে এলাকার লোকজন পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ এদের উদ্ধার করে হাও।া জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে। জানা গেছে, আস্তিক মাহাতো এবং বিবেক মাহাতো নামের ওই দুই আহত যুবক হাওড়া জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এদের বাড়ি পুরুলিয়ার ঝালদার জামলোহার গ্রামে। শুক্রবার সকালে আহতদের দেখতে হাওড়া জেলা হাসপাতালে যান বিজেপি'র হাওড়া সদর জেলা নেতৃবৃন্দ। বিজেপির তরফ থেকে দুস্কৃতিদের গ্রেফতারের দাবি তোলা হয়েছে। বিজেপির হাও।া সদর জেলার সম্পাদক ও আইনজীবী ওমপ্রকাশ সিং বলেন, 'এরা পরিযায়ী শ্রমিক। পুরুলিয়ায় আমাদের দলের সাংসদ জ্যোতিময় সিং মাহাতোর কাছ থেকে এই খবর জানতে পেরে আমরা হাসপাতালে এসেছি।'

রুজিরার বিরুদ্ধে কোনো রকম মানহানিকর কথা বলা যাবে না-হাইকোর্ট

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী রুজিরা কোনো

রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নয়, অথচ বিরোধী দলের মানুষেরা কাছে মাঝেই বক্তব্য রাখতে উঠে রুজিরাকে টেনে আনেন এবং খুবই মানহানিকর মন্তব্য করেন। আর তা সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ পায়। ফলে দ্রুত ছড়িয়ে পরে সেই কথাগুলো। এবার থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কোনওরকম মানহানিকর বা অবমাননাকর মন্তব্য করা যাবে না। শুধু তাই নয়, অকারণে তাঁর নাম জড়িয়ে সংবাদমাধ্যমে কোনও প্রচার করা যাবে না বলেও নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাই কোর্ট। তিনি একটি রাজনৈতিক পরিবারের সদস্য হওয়ার জন্য তাঁর নাম জড়িয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তি সংবাদমাধ্যম ইচ্ছামতো প্রচার করছে। এই অভিযোগে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি। সেই মামলায় বৃহস্পতিবার বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের স্পষ্ট নির্দেশ, রুজিরার বিরুদ্ধে কোনওরকম মানহানিকর বা অকারণে তাঁর নাম জড়িয়ে সংবাদমাধ্যমে প্রচার করা চলবে না। আগামী ২৪ এপ্রিল পর্যন্ত এই অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি থাকবে বলে জানিয়েছে আদালত। ওই দিনই এই মামলার বিস্তারিত শুনানি হবে। রুজিরা যেহেতু কোনো রাজনৈতিক চরিত্র নয়, তাই তাকে রাজনীতির ময়দানে টেনে নামানো ও তা সংবাদ মাধ্যমে প্রচারের বিষয়ে তীব্র আপত্তি জানিয়েছে হাইকোর্ট। প্রসঙ্গত, এই সংক্রান্ত মামলায .আগেই বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডিকে তাদের তদন্তের বিষয়ে আগে থেকে সংবাদমাধ্যমে প্রচার না-করা বা ইনফর্ম না-করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। পাশাপাশি সংবাদমাধ্যমও যাতে অকারণে রুজিরার নাম ব্যবহার করে প্রচার না-করে সে বিষয়ে সতর্ক করেছিল আদালত। প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি তদন্তের জন্য অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী রুজিরাকে ডেকে পাঠিয়েছিল। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তাকের তলব করা হয়েছিল। তিনি সিজিও কমপ্লেক্সে গিয়েওছিলেন। সেই নিয়ে বিরোধীরা ক্রমাগত মন্তব্য শুরু করেছিল। মানহানির জন্য তিনি আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। এখন কিছুদিনের জন্য হলেও স্বস্তি পেলেন রুজিরা।

জমি নিয়ে মারপিঠ,গ্রেপ্তার ১

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ জমি জমা নিয়ে প্রতিবেশীর সাথে গন্ডগোল ও মারপিঠের অভিযোগে গ্রেপ্তার এক প্রতিবেশী জয়নগরে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়,জয়নগর থানার চালতাবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উলেরদাঁড়ি এলাকায় জমি জমা নিয়ে প্রতিবেশীর সাথে গন্ডগোলের অভিযোগের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার রাতে উলেরদাঁড়ি এলাকার বাড়ি থেকে রাজারাম হালদারকে,বয়স ৪২,গ্রেপ্তার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে জয়নগর থানার পুলিশ। ধৃতকে শুক্রবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গ অনুপ্রবেশকারীদের বের করে দেবো-বিহার থেকে অমিত শাহ

পাটনা,২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ স্বরাষ্ট্রেমন্ত্রী অমিত শাহ আবার বাংলার শাসকদলের বিরুদ্ধে চরম হুঙ্কার দিলেন। যদিও তাঁত এই হুঙ্কারকে ফুকারে উড়িয়ে দিয়েছে তৃণমূল। বৃহস্পতিবার বিহারের আরারিয়া জেলার সীমাঞ্চল এলাকায় এক জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেঃদ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন, পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন দরজায় ক।। না।ছে। আমি নিশ্চিত বিজেপি সরকার গ।বে। নতুন সরকার গঠনের পর প্রতিটি অনুপ্রবেশ কারীকে খুঁজে বের করে দেশছাড়া করা হবে। শাহর বাংলা জয়ের দাবিকে তুলোধোনা করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। তিনি বলেছেন, অমিত শাহ কতদিন ফাটা রেকর্ড বাজাবেন। বারবার বলেন সরকার গ।বেন। বাংলা থেকে ওঁদের সাংসদ কমে গিয়েছে। উনি একজন ব্যর্থ জ্যোতিষী। অনুপ্রবেশ ইস্যুও যে আদতে শাহর ব্যর্থতা, তা তুলে ধরে যুক্তিও দিয়েছেন কুণাল। তিনি বলেছেন, অনুপ্রবেশ নিয়ে অমিত শাহ যতবার বলবেন, ততবার আত্মঘাতী গোল হবে। অনুপ্রবেশ রোখার সঙ্গে কারও সরকারে আসার সম্পর্ক নেই। আন্তর্জাতিক সীমানা পেরিয়ে কারা ঢুকছে, সেটা দেখার দায়িত্ব কেঃদ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের। বিএসএফ-এর দেখার দায়িত্ব নিজেরাই বা।য়ে নিয়েছেন। ফলে অনুপ্রবেশ রোখার কাজ রাজ্যের পুলিশের নয়। আপনার ব্যর্থতা যে, আপনার বাহিনী রুখতে পারছে না। ত্রিপুরায় আপনাদের সরকার আছে।

ভোটারদের মনোবল বাড়াতে সিঙ্গুরের গ্রামে গ্রামে টহল দিচ্ছে বিশাল পুলিশ বাহনী

প্রীতম সাধুখাঁ, সিঙ্গুর রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট এখনো প্রকাশ হয়নি।অবশ্য তার আগেই কেঃদ্রীয. বাহিনী চলে আসছে রাজ্যে।দুধ দু দফায় মোট ৪৮০ কোম্পানি বাহিনী আসবে বলে নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর।১লা মার্চ থেকে বাহিনী টহল দিতে শুরু করবে।তার আগেই দেখা যাচ্ছে পুলিশি টহল শুরু হয়েছে।হুগলি গ্রামীন পুলিশের অন্তর্গত সিঙ্গুর থানা।সেই থানার আইসি প্রদীপ দাঁ'র নেতৃত্বে সিঙ্গুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অপূর্বপুর টহল দেয় পুলিশ।গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলে নির্ভয়ে ভোট দেওয়ার আহ্বান করা হয়।গ্রামে নির্বাচনের দিন কোনো অশান্তি হয় কিনা,নির্বিঘ্নে তারা ভোট দিতে পারেন কিনা,এসব জিজ্ঞাসাবাদের পাশাপাশি পুলিশ অভয় দেয় ভয় পাওয়ার দরকার নেই।গ্রামবাসীরা জানান,পুলিশ বলে গেছে কেউ ভয় দেখালে ফোন করে জানাতে।ফোন নম্বরও দিয়ে গেছে পুলিশ।

UNITY Small Finance Bank

Unity Small Finance Bank Limited

কর্পোরেট অফিসঃ সেন্ট্রাম হাউস, বিদ্যানগরী মার্গ, কালিনা, সান্তাক্রুজ (ই) মুম্বাই - ৪০০ ০৯৮

সুরক্ষিত সম্পদের ই-নিলাম বিক্রয়ের জন্য পাবলিক নোটিশ

ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড হল সেন্ট্রাম ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেডের সাথে সম্পাদিত ২৬.১০.২০২১ তারিখের ব্যবসায়িক স্থানান্তর চুক্তির ভিত্তিতে নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতার একজন অ্যাসাইনি এবং সুরক্ষিত পাওনাদার। আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০02 এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০02 এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিম্নস্বাক্ষরকারী এতদ্বারা জনসাধারণকে বিজ্ঞপ্তি দিচ্ছেন যে, নিম্নোক্ত সম্পত্তিটি অনলাইন ই-নিলাম এর মাধ্যমে পাওনা আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে। সম্পত্তিটি কঠোরভাবে যেমন আছে যেখানে আছে, যেমন আছে যা আছে এবং কোনও রিকোর্স নেই ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে, যা নীচে উল্লেখিত অন্যান্য শর্তাবলীর বাইরে।

ঋণগ্রহীতার নাম	বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	সংরক্ষিত মূল্য (টাকায়)
১. নির্মান নির্মাণ ২. দিলীপ কুমার সিং ৩. সুমন সিং ৪. অভিষেক কুমার সিং ৫. অশ্বিনী কুমার সিং ৬. শ্রী নির্মান লোন অ্যাকাউঃট নম্বরঃ USFBKOLLOAN000005011939	১৯.০৩.২০২৬ বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত	টাকা ১,১০,০০,০০০ /-
	সম্পত্তির ই-নিলামের তারিখ ও সময় ২০.০৩.২০২৬ তারিখে সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ১২.৩০ টা পর্যন্ত।	বকেয়া টাকা জমা (টাকায়)১১,০০,০০০ /- টাকা

পরিদর্শনের তারিখ ও সময় ০৬.০৩.২০২৬ (দুপুর ১২.০০ টা থেকে ০২.০০ টা)/-

ডিমান্ড নোটিশ অনুসারে সুরক্ষিত ঋণের পরিমাণ (টাকায়)ঃ ০৬১১২০২৪ তারিখের হিসাবে ৭২,০৮,৭৪৩.৯৩- টাকা (বাহাত্তর লক্ষ আট টাকাহাজার সাতশ তেতাল্লিশ টাকা এবং মাত্র তিরানব্বই পয়সা)

সম্পত্তির বর্ণনাঃ ৫টি কটেজ ৯টি ছিটমহল ০০ বর্গফুট জমি পরিমাপের স্থাবর সম্পত্তির সমস্ত টুকরো এবং পার্সেল, কম-বেশি একই রকম হোক, পুরাতন জীর্ণ টাইল শেড কাঠামো পরিমাপের সাথে প্রায় ২০০ বর্গফুট। ১ শপরুম (বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত) সহ, চিত কালিকাপুরে অবস্থিত এবং পূর্বে চিত কালিকাপুর রোড নামে পরিচিত, বর্তমানে হেদার হাট নামে পরিচিত, কলকাতা - ৭০০০৭৮, ওয়ার্ড নং ১০৯, বরো দ্বাদশ মৌজা- কালিকাপুর, জে.এল নং ২০, প্লট নং পি-১, ৩৭৫ (পি) নম্বরে গঠিত, কলকাতা পৌর কর্পোরেশনের সীমানার মধ্যে। যাদবপুর কলকাতা ৭০০০৭৮। সীমানা (বন্ধকী নথি অনুসারে) উত্তরেঃ সবুজ সংঘ ক্লাব, পূর্বেঃ চিত কালিকাপুর রোডের একটি অংশ, আরটি শেড, পশ্চিমেঃ ৩০ ফুট প্রশস্ত প্রধান রাস্তা, দক্ষিণেঃ চিত কালিকাপুর, নেতাই নগরে অ্যাসবেস্টর শেড

ই-নিলাম বিক্রয়ের শর্তাবলীঃ১. সম্পত্তিটি সংরক্ষিত মূল্যের নিচে বিক্রি করা হবে না এবং ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক সুরক্ষিত পাওনাদার হিসেবে নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বিক্রয় করা হবে। সম্পত্তিটি যেমন আছে যেখানে আছে এবং যেমন আছে যা আছে এবং কোনও রিকোর্স ভিত্তিতে কঠোরভাবে বিক্রি করা হবে। ২. ই-নিলাম ব্যাংকের অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকারী মেসার্স আরকা এমার্ট প্রাইভেট লিমিটেডের মাধ্যমে অনলাইনে পরিচালিত হবে ওয়েব পোর্টাল - **www.auctionbazaar.com-**এ। ৩. ই-নিলাম দরপত্রের নথিপত্রে অনলাইন ই-নিলাম বিড ফর্ম, ঘোষণাপত্র এবং অনলাইন নিলাম বিক্রয়ের সাধারণ শর্তাবলী **www.auctionbazaar.com-**এ পাওয়া যাবে। ৪. দরদাতাদের একটি বৈধ ইমেল আইডি থাকতে হবে। ইচ্ছুক দরদাতার জন্য ই-মেইল আইডি প্রয়োজনীয় কারণ মেসার্স আরকা এমার্ট প্রাইভেট লিমিটেড (অকশনবাজার.কম) কর্তৃক সমস্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য এবং আইডি এবং পাসওয়ার্ড বরাদ্দ ই-মেইলের মাধ্যমে প্রেরণ করা যেতে পারে। ৫. সম্ভাব্য যোগ্য দরদাতারা মেসার্স এআরসিএ ইমার্ট প্রাইভেট লিমিটেড, ফ্ল্যাট ১৪০৫, সি ব্লক, এমপিএম সাম্থা শ্রীরাম পিনাকল, ইয়েলো রেড্ডি গুডা, আমিপেট, হায়দ্রাবাদ - ৫০০০৭৩ আইএন-এর কাছ থেকে ই-নিলামের উপর অনলাইন প্রশিক্ষণ নিতে পারেন। ওয়েবসাইট **www.auctionbazaar.com** হেল্পলাইন নম্বর ৯১-৮৩৭০ ৯৬৯৬৯৬, ৯১- ৭২০৭৯৪১০১০ ই-নিলামের তারিখ পর্যন্ত ই-নিলামের উপর ই-নিলামের উপর অনলাইন প্রশিক্ষণের সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন। অনুমোদিত কর্মকর্তাব্যাংক বা মেসার্স এ. যেকোনো ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক সমস্যাবিদ্যুৎ বিভ্রাটঅন্য কোনো প্রযুক্তিগত ত্রুটিব্যর্থতা ইত্যাদির জন্য **ARCA EMART PRIVATE LIMITED (Auctionbazaar.com)** দায়ী.থাকবে যাতে এই ধরনের সম্ভাব্য পরিস্থিতি এড়ানো যায়। আগ্রহী দরদাতাদের ই-নিলাম ইভেন্টে সফলভাবে অংশগ্রহণের জন্য পর্যাপ্ত পাওয়ার ব্যাক-আপ ইত্যাদি প্রযুক্তিগতভাবে সুসজ্জিত থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। ৬. অর্থ জমা **(EMD) RTGSDDNEFT** তহবিল স্থানান্তরের মাধ্যমে চলতি অ্যাকাউন্ট নং ০২৬৮৮১৩০০০২১২২, ব্যাংকের নামঃ ইয়েস ব্যাংক লিমিটেড, শাখাঃকলানগর, গ্রেটার মুম্বাই, সুবিধাভোগীর নামঃ ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড, **IFSC** কোড **YESB0000268-**এ জমা করতে হবে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে চেকডিমান্ড ড্রাফ্ট **EMD-**এর জন্য গ্রহণ করা হবে না। ৭. সংরক্ষিত মূল্যের নিচে এবং অথবা **EMD** পরিমাণ ছাড়া দর গ্রহণ করা হবে না। দরদাতারা তাদের দরপত্রের পরিমাণ ৫০,০০০- (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) এর গুণিতকে বৃদ্ধি করতে পারবেন। ৮. সফল দরদাতাকে সফল দরদাতার ঘোষণার পরপরই দরপত্রের পরিমাণ বিক্রয় মূল্যের ২৫ (ইতিমধ্যে প্রদত্ত জামানত সহ) পরিশোধ করতে হবে। সফল দরদাতাকে সফল দরপত্রের ঘোষণার ১৫ দিনের মধ্যে দরপত্রের পরিমাণ বিক্রয় মূল্যের ৭৫ জমা দিতে হবে, যা প্রযোজ্য হতে পারে টিডিএস সাপেক্ষে। ৯. যদি সফল দরদাতা উপরে উল্লিখিত বিক্রয়মূল্য জমা দিতে ব্যর্থ হন, তাহলে ইএমডি সহ সমস্ত জমা কোনও নোটিশ ছাড়াই বাজেয়াপ্ত বলে গণ্য হবে। তবে ৭৫ অবশিষ্ট অর্থ পরিশোধের জন্য আরও যুক্তিসঙ্গত সময়সীমা বৃদ্ধি করা যেতে পারে এবং এটি অনুমোদিত কর্মকর্তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে হবে। ১০. ই-নিলাম শেষ হওয়ার পরে, প্রক্রিয়া অনুসারে ব্যর্থ দরদাতাদের ইএমডি পরিমাণ সুদ ছাড়াই ফেরত দেওয়া হবে। ১১. অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত বিবরণ তার জ্ঞান, বিশ্বাস এবং রেকর্ড অনুসারে উল্লেখ করা হয়েছে। কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা বাদ পড়া ইত্যাদির জন্য অনুমোদিত কর্মকর্তা দায়ী থাকবেন না। ১২. নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত কর্মকর্তার কোনও পূর্ব নোটিশ বা কোনও কারণ ছাড়াই যে কোনও দরপত্র গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার, বিক্রয় স্থগিত স্থগিতবাতিল করার অথবা বিক্রয়ের যে কোনও শর্তাবলী পরিবর্তন করার সম্পূর্ণ অধিকার এবং বিচক্ষণতা রয়েছে। ১৩. দরদাতাদের সম্পত্তির উপর চার্জদায় সম্পর্কে বিচক্ষণতার সাথে অনুসন্ধান করা উচিত এবং তাদের দরপত্র জমা দেওয়ার আগে সম্পত্তির মালিকানা, পরিমাণ, গুণমান সম্পর্কে নিজেদের সন্তুষ্ট করতে হবে। অনলাইন দরপত্র জমা দেওয়ার পরে সম্পত্তির উপর চার্জ, দায় এবং অন্য কোনও বিষয় ইত্যাদি সম্পর্কে কোনও ধরণের দাবি গ্রহণ করা হবে না। ১৪. সম্পত্তি বিক্রয়ের উপর স্ট্যাম্প শুল্করেজিস্ট্রেশন ফি সহ আইনগত বা অন্য কোনও চার্জ, বকেয়া, কর, চার্জ কেবল ক্রেতা বহন করবেন। ১৫. আরও তথ্যের জন্য, ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেডের অনুমোদিত কর্মকর্তা শ্রী বিক্রম মানহাস মোবাইল নং ৯৮১০৩৯৪২৪৩, শ্রী মিঠুন বসু মোবাইল নং ৯৮৩০৫৬৩৫০৩ এবং শ্রী শুভজি নস্কর মোবাইল নং ৯৮৮৩৫৪৩৮৫৪, শ্রী সোমনাথ সিল মোবাইল নং ৯০৩৮১৪১৭০৪ স্থানীয় কর্মকর্তা (কলকাতা) এর সাথে উপরে উল্লিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন। ১৬. বিক্রয় সার্টিফিকেট সম্পূর্ণ বিক্রয় অর্থ আদায়ের পরে জারি করা হবে এবং স্থাবর সম্পত্তির মালিকানা ১৫ দিনের মধ্যে পূর্বের অ্যাপয়েন্টমেন্ট এবং অনুমোদিত কর্মকর্তার নিশ্চিতকরণের পরে বিক্রয় সার্টিফিকেট (যদি প্রয়োজন হয়) নিবন্ধনের সাথে প্রদান করা হবে। অধিকন্তু, বিক্রয় সার্টিফিকেট কেবল ক্রেতার নামে এবং অন্য কোনও নামে জারি করা হবে না। ১৭. ঋণগ্রহীতা / জামিনদারদের SARFAESI বিধিমালা, ২০02 এর নিয়ম ৮ এবং ৯ এর অধীনে সংবিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে এবং বিক্রয়টি আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন এবং পুনর্গঠন এবং সুরক্ষা স্বার্থ প্রয়োগ আইন, ২০০২ এর অধীনে নির্ধারিত নিয়মশর্ত সাপেক্ষে হবে। ১৮. নিলাম বিজ্ঞপ্তিটি ব্যাংকের ওয়েবসাইটে দেখা যাবে- **https://theunitybank.com/regulatory-disclo-sures.html**

এই নোটিশটি সরফেইসি আইন এবং তৎকালীন প্রণীত বিধিমালার অধীনে ঋণগ্রহীতাজামিনদারবন্ধকদারের জন্য ৩০ দিনের বিধিবদ্ধ নোটিশ হিসেবেও কাজ করবে।

স্থানঃ কলকাতা তারিখঃ ২৮.০২.২০২৬। অনুমোদিত কর্মকর্তা- ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেডের জন্য

স্থানঃ কলকাতা তারিখঃ ২৮.০২.২০২৬। অনুমোদিত কর্মকর্তা- ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেডের জন্য

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ৮৯ সংখ্যা, শনিবার, ১৫ ফাল্গুন ১৪৩২

২৭৪ জন তালিবান যোদ্ধা নিহত

ইসলামাবাদ স্বীকার করেছে তাদের ১২ জন সেনা নিহত হয়েছেন। তবে তালিবান প্রশাসনের দাবি, পাকিস্তানের নিহত সেনার সংখ্যা ১২ নয়, ৫৫। পরিস্থিতি ক্রমশ সরাসরি যুদ্ধের দিকে এগোচ্ছে বলেই আশঙ্কা বিশ্লেষকদের। পাক সেনাবাহিনীর মুখপাত্র মেজর জেনারেল Ahmed Sharif Chaudhry সংবাদমাধ্যমে জানান, প্রধানমন্ত্রী Shehbaz Sharif-এর নির্দেশে শুক্রবার আফগানিস্তানের একাধিক ঘাঁটিতে এই অভিযান চালানো হয়। তাঁর দাবি, এই অভিযানে ২৭৪ জন তালিবান যোদ্ধা নিহত হয়েছে এবং বহু ঘাঁটি ধ্বংস করা হয়েছে। একইসঙ্গে তিনি স্বীকার করেন, সংঘর্ষে পাকিস্তানের ১২ জন সেনা প্রাণ হারিয়েছেন। চৌধুরী কড়া ভাষায় হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, তালিবানকে দুই বিকল্পের একটিকে বেছে নিতে হবে-তারা কি পাকিস্তানের পাশে থাকবে, নাকি তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি), বিএলএ, দায়েশ ও আল-কায়েদার মতো জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলবে। পাকিস্তানের অভিযোগ, আফগান মাটিতে সক্রিয় এই জঙ্গি সংগঠনগুলো সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তানের ভেতরে হামলা চালাচ্ছে এবং তালিবান প্রশাসন তাদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিচ্ছে না। অন্যদিকে আফগানিস্তানের শাসকগোষ্ঠী তালিবান এই দাবিকে অতিরঞ্জিত ও বিভ্রান্তিকর বলে উ।িয়ে দিয়েছে। তালিবান প্রশাসনের মুখপাত্র চজ্জট্রঞ্চগ্ধড্ডজ্ঞ গ্বত্থ-ট্রজ্ঞঞ্চএ দাবি করেছেন, পাকিস্তান কাবুল, কাঃদাহার এবং পাকতিয়া প্রদেশে বিমান হামলা চালিয়েছে। তাঁর অভিযোগ, এসব হামলায় সামরিক স্থাপনার পাশাপাশি বেসামরিক এলাকাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

তালিবানের তরফে আরও দাবি করা হয়েছে, পাকিস্তানের সাম্প্রতিক হামলার জবাব দিতে বৃহস্পতিবার রাতে আফগান বাহিনী সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তানের অন্তত ১২টি সামরিক পোস্ট দখল করেছে। তাদের বক্তব্য অনুযায়ী, ওই অভিযানে পাকিস্তানের ৫৫ জন সেনা নিহত হয়েছে। যদিও ইসলামাবাদ এই সংখ্যাকে অস্বীকার করে বলেছে, হতাহতের সংখ্যা ১২।

সংঘাতের সূত্রপাত নিয়ে দুই দেশের বক্তব্যে স্পষ্ট ফারাক রয়েছে। পাকিস্তানের দাবি, আফগানিস্তান থেকে সন্ত্রাসীরা সীমান্ত অতিক্রম করে অ্যাবোটাবাদে ড্রোন হামলার চেষ্টা চালায়। যদিও সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয় বলে জানানো হয়েছে। এর পরই পালটা হিসেবে আফগানিস্তানের বিভিন্ন স্থানে লক্ষ্যভিত্তিক হামলা চালানো হয়। পাকিস্তান জানিয়েছে, তাদের বিমানবাহিনীর যুদ্ধবিমান কাঃদাহারের আকাশে টহল জোরদার করেছে।

পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী গঞ্চজ্বত্বজট্রজ্ব ক্গঠ্ঞ ঘোষণা করেছেন, ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে। প্রয়োজন হলে সরাসরি যুদ্ধেও যেতে প্রস্তুত পাকিস্তান। তাঁর এই মন্তব্যে পরিস্থিতির গুরুত্ব আরও বে।েছে। বিশ্লেষকদের মতে, দুই দেশের সম্পর্ক আগে থেকেই টানাপো।েনের মধ্যে ছিল, বিশেষ করে সীমান্ত সন্ত্রাস ও টিটিপি-র কর্মকাণ্ডকে ঘিরে। সাম্প্রতিক হামলা-পালটা হামলা সেই উত্তেজনাকে বিপজ্জনক মাত্রায় নিয়ে গেছে।

তালিবান প্রশাসন জানিয়েছে, তারা নিজেদের ' স্কোয়াড' সক্রিয় করেছে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য ব।স। প্রতিরোধ গ।ে তোলার লক্ষ্যে। এই ঘোষণা আন্তর্জাতিক মহলেও উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। কারণ, দুই দেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চল বহুদিন ধরেই জঙ্গি কার্যকলাপের উর্বর ক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত। পূর্ণাঙ্গ সংঘাত শুরু হলে তা শুধু দুই দেশেই নয়, গোটা অঞ্চলের নিরাপত্তা পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করতে পারে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হলো হতাহতের প্রকৃত সংখ্যা নিয়ে বিভ্রান্তি এবং তথ্যযুদ্ধ। পাকিস্তান ২৭৪ তালিবান যোদ্ধা নিহতের দাবি করলেও তালিবান সেই সংখ্যা স্বীকার করেনি। একইভাবে পাকিস্তান ১২ জন সেনার মৃত্যুর কথা বললেও তালিবান বলছে, নিহতের সংখ্যা ৫৫। নিরপেক্ষ সূত্র থেকে এখনও কোনও পরিসংখ্যান নিশ্চিত করা যায়নি। কূটনৈতিক মহলের মতে, এই সংঘাত দ্রুত নিয়ন্ত্রণে না আনলে তা সীমান্তযুদ্ধের রূপ নিতে পারে। পাকিস্তান দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ করে আসছে যে আফগানিস্তানের মাটিতে টিটিপি ঘাঁটি গে।ে পাকিস্তানে হামলা চালাচ্ছে। তালিবান বরাবরই বলেছে, তারা অন্য দেশের বিরুদ্ধে নিজেদের ভূখণ্ড ব্যবহার করতে দেয় না। কিন্তু পারস্পরিক অবিশ্বাস দিন দিন বাড়ছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিক্রিয়া জানায়নি, তবে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার প্রশ্নে উদ্বেগ বাড়ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, দুই দেশের মধ্যে সরাসরি সামরিক সংঘাত শুরু হলে শরণার্থী সঙ্কট, জঙ্গি তপরতা বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক অস্থিরতা-সবকিছুর ঝুঁকি একসঙ্গে বাড়বে। সব মিলিয়ে পাকিস্তান-আফগানিস্তান সম্পর্ক এক বিপজ্জনক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। সীমান্তে গুলির লড়াই থেকে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ-পরিস্থিতি কোন দিকে মো। নেবে, তা নির্ভর করছে আগামী কয়েক দিনের কূটনৈতিক ও সামরিক পদক্ষেপের উপর। তবে আপাতত যা স্পষ্ট, তা হলো এই সংঘাত কেবল দুই দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই এর প্রভাব গোটা দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার উপর প।তে পারে।

ঠাকুর অনুকুলচন্দ্রের বাণী

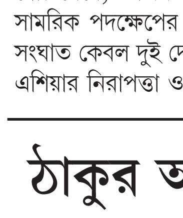

৩. কেউ যদি তোমার নিন্দা করে করুক, কিন্তু খেয়াল রেখো, তোমার চলন চরিত্রে নিঃদনীয় কিছু যেন কোনও ক্রমেই স্থিতিলাভ করতে না-পারে। নিঃদা ব্যর্থ হয়ে উঠবে।

৪. যদি সাধনায় উন্নতি লাভ করতে চাও, তবে কপটতা ত্যাগ করুন।

৫. কপট ব্যক্তি অন্যের কাছে সুখ্যাতির আশায় নিজেকে নিজেই প্রবঞ্চনা করে। অল্প বিশ্বাসের দরুণ অন্যের দান হতেও প্রবঞ্চিত হয়।

৬. অশিক্ষিতকে শিক্ষা দেওয়া বরং অনেক সোজা। কুশিক্ষিতের শিক্ষক হওয়া কঠিন।৭. সরল ব্যক্তি ঊর্ধ্বদৃষ্টি সম্পন্ন চাতকের মতো। কপটী নিম্নদৃষ্টি সম্পন্ন শকুনের মতো। ছোট হও, কিন্তু লক্ষ্য উচ্চ হোক। বড় ও উচ্চ হয়ে নিম্ন দৃষ্টিসম্পন্ন শকুনের মতো হওয়ায় লাভ কি?

৮. তুমি লাখ গল্প কর, কিন্তু প্রকৃত উন্নতি না-হলে তুমি প্রকৃত আনঃদ কখনও লাভ করতে পারবে না। কপটাশয়ের মুখের কথার সঙ্গে অন্তরের ভাব বিকশিত হয় না। তাই আনন্দের কথাতেও মুখে নীরসতার চিহ্ন দৃষ্ট হয়। মুখ খুললে কী হয়, হৃদয়ে ভাবের স্ফূর্তি হয় না।

৯. যে খেয়াল বিবেকের অনুচর, তারই অনুসরণ করো। মঙ্গলের অধিকারী হবে।

১০. সংযত হও, কিন্তু নির্ভীক হও। সরল হও, কিন্তু বেকুব হয়ো না। তাই বলে দুর্বল হৃদয়ে হয়ো না।

শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসের অমৃত বাণী

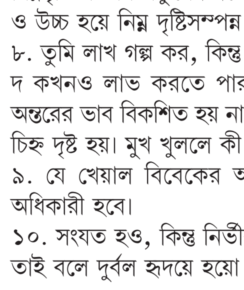

তোমার ধর্ম আমার ধর্ম বলে লড়াই করে কী লাভ? যখন তোমার আমার সবার গন্তব্য সেই এক জনেরই কাছে। একটা কথা সর্বদা মাথায় রাখবে জীবনে গুরু সবাই হতে চায়, তবে শিষ্য হবে কজন? যদি তুমি শিষ্য না হতে পারলে শিখবে কিভাবে জগতের নিয়ম কানুন।

তুমি জীবনে যতই সু ঃদর হও আর যতই কুসিত তোমার মধ্যে যদি ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিই না থাকে তবে সবই নিরর্থক, যত্র জীব তত্র শিব অর্থাৎ প্রতিটিই জীবের মধ্যেই ভগবানের বাস, তাই জীব সেবাই হল শিব সেবা যদি ইশ্বর কে পেতে চাও তবে ঈশ্বর কে প্রেম ও ভক্তির বাধনে বাধতে শেখ, তবেই তাকে পাবে।.তোমার মধ্যে যদি ঈশ্বরে প্রতি বিশ্বাস ও নিসার্থ প্রেম থাকে তবে জানবে তুমি সার্থক জীবনের অধিকারি। লজ্জা ঘৃণা ভয় তিন থাকতে নয়। তোমার মনের মধ্যে কখনো লোভ খোব হিংসা পুষে রেখো না, কারণ মন হল মন্দির সেখানে শুধুই থাকবে ইশ্বরেই নাম, ভক্তি, প্রেম।

বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলন ও তৎকালীন সমাজ

বিবাহের পূর্বদিনে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের বিস্তর চলিতপত্র বিতরণ হইয়াছিল উপস্থিত পণ্ডিতগণকে পত্র দিতে অবকাশ হয় নাই। অনেকে উপস্থিত হইয়াছিলেন অধ্যক্ষ মহাশয়েরা তাঁহারদিগের নাম লিখিয়া লইয়াছিলেন, বরযাত্র, কন্যাযাত্র, প্রায় দুই সহস্র লোকের সমাগম হইয়াছিল বিবাহকালে স্ত্রী আচারাদি যে সকল হইয়া থাকে এ বিবাহে সে সকলের কোন অংশে ক্রটি হয় নাই। যথাশাস্ত্র মন্ত্রপাঠ পূর্বক কন্যা সম্প্রদান হইয়াছে। (সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৩য় খণ্ড, ১ম সংস্করণ, বিনয় ঘোষ সম্পাদিত, পৃ. ৩৪৪-৪৫)

কিন্তু সংবাদ প্রভাকর পত্রিকা আবার এই বিবাহের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছিল-

পাঠকগণ! আমরা পূর্বেই লিখিয়াছি এবং এইক্ষণেও লিখিতেছি যে হিঃদুবিধবার এই প্রথম বিবাহ কোন ক্রমেই সর্বাঙ্গসুন্দররূপে বাচ্য হইতে পারে না, যেহেতু বিবাহস্থলে দম্পতির পরিবার বা জ্ঞাতিকুটুম্ব কেহই উপস্থিত হয় নাই, এবং কন্যার খুড়া কিম্বা ভ্রাতা ইত্যাদি কেহই তাঁহাকে পাত্রস্থ করেন নাই, তাঁহার জননী চক্রাকার রূপচাঁদের মোহনমন্ত্রে মুগ্ধা হইয়া তাঁহাকে সম্প্রদান করিয়াছেন, বর-পাত্রও কেবলমাত্র রাজদ্বারে প্রিয়পাত্র হইবার প্রত্যাশায় এতদ্রূপে ত্রিকুল পবিত্র করিলেন, পরিশেষে কি হয় তাহা অনির্বচনীয়, যাহা হউক তিনি প্রধানতঃ সাহসিকরূপে বুক বাঃিদয়া ততদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়াতে বিধবারবিবাহ পক্ষগণ অবশ্য তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিবেন। (বিদ্যাসাগর, বিহারীলাল সরকার, ১৩০২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৪৮-৩৪৯)

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে পরিস্কার বোঝা যায় যে, সংবাদ প্রভাকর নিঃসংঃদহে উদ্দেশ্যমূলকভাবে এই মন্তব্যটি করেছিল। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে, তখন যিনি সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদক ছিলেন, তিনি বিধবাবিবাহের ব্যাপারে একেবারে অনুদার না হলেও যেভাবে বিধবাবিবাহ আইন বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল, সেটা তাঁর মনঃপূত হয়নি। আর খুব সম্ভবতঃ একারণেই, সংবাদ প্রভাকর এমন উদ্দেশ্যমূলক সংবাদ পরিবেশনা করেছিল। তবে বিধবাবিবাহের এই ঘটনায় সেকালের অনেকে উসাহিত হয়ে এবিষয়ে সমর্থন জানানোর জন্য এগিয়েও এসেছিলেন। এমনকি যে বর্ধমানের মহারাজা এর আগে কোন একসময়ে বিধবাবিবাহের বিরোধিতা করেছিলেন, তিনিও কিন্তু এই ঘটনার পরে বিধবাবিবাহকে সমর্থন করবার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। (সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৩য় খণ্ড, ১ম সংস্করণ, বিনয় ঘোষ সম্পাদিত, পৃ. ৩৫৫-৩৫৬) বস্তুতঃ শ্রীশচন্দ্রের বিবাহের পরে বহু মানুষের ধারণা হয়েছিল যে, বিধবাবিবাহ বুঝি শেষপর্যন্ত সত্যিই চালু হয়ে গিয়েছে। এমনকি এই বিবাহের পরে অল্পদিনের মধ্যে আরও তিনজন বিধবানারীর বিবাহ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু চতুর্থটির পরে পঞ্চম বিবাহটির ব্যবধান একটু বেশি সময়ের হওয়ার ফলে বিধবাবিবাহ নিয়ে সেযুগের গোঁড়া মনোভাবসম্পন্ন মানুষেরা পুনরায় সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। সেযুগের রক্ষণশীল মানুষের এমনতর চিন্তা সম্পর্কে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় লেখা হয়েছিল-

কয়েকমাস আর বিবাহ হয় নাই। ইহাতে অনেকেই সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন, এবং সর্বত্র প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, যে বিধবাবিবাহের আইন রহিত হইয়া গিয়াছে আর বিধবার বিবাহ হইবেক না। (সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ২য় খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃ- ২০৩)

অবশেষে ১২৬৪ বঙ্গাব্দের ২৮শে অগ্রহায়ণ তারিখে পঞ্চম বিধবাবিবাহটি ঘটেছিল কিন্তু এরপরে ষষ্ঠ বিধবাবিবাহটি ১২৬৫ বঙ্গাব্দের আষা। মাসে সম্পন্ন হয়েছিল। এই দুই বিবাহের মধ্যে যে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান ছিল, সেটার কারণ হল-সিপাহীবিদ্রোহ। বাস্তবে রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়ের চাপেই তখন বিধবাবিবাহের ব্যবস্থা চাপা পড়ে গিয়েছিল।

সেযুগের রক্ষণশীল হিন্দুরা কিভাবে এই রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়কে নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের কাজে ব্যবহার করেছিলেন-প্রসঙ্গক্রমে এখানে সেকথারও উল্লেখ করবার প্রয়োজন রয়েছে। তখন তাঁরা প্রচার করেছিলেন যে, ইংরেজরা বিধবাবিবাহ আইন প্রবর্তনের মধ্যে দিয়ে হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করেছিলেন বলেই দেশীয় সিপাহীরা তাঁদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন! অবশ্য সমকালীন কোন কোন বিদেশীও বিধবাবিবাহকে সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম কারণ হিসেবে অনুমান করেছিলেন বলে দেখা যায়। কিন্তু এখানে একইসঙ্গে একথাও মনে রাখবার দরকার রয়েছে যে, বিধবাবিবাহ তখন যেভাবে প্রচলিত হওয়া উচিত ছিল কিংবা যেভাবে এই বিবাহ প্রচলিত হবে বলে আশা করা হয়েছিল, সেটা কিন্তু সেযুগে সত্যিই হতে পারেনি। আর সেটার অন্যতম কারণ ছিল যে, সেযুগের উদারপন্থী প্রগতিশীল মানুষেরা এবিষয়ে উদাসীনতা দেখিয়েছিলেন বা অসহযোগিতা করেছিলেন।

বিধবাবিবাহকে উৎসাহিত করবার জন্য কালীপ্রসন্ন সিংহ বিদ্যোসাহিনী সভার পক্ষ থেকে কোন একসময়ে সম্বাদ ভাস্কর পত্রিকার পাঠকদের জানিয়েছিলেন যে, প্রতি বিধবাবিবাহকারীকে সহস্র মুদ্রা পুরস্কার দেওয়া হবে। (সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৩য় খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃ- ৫০৩) কিন্তু শেষপর্যন্ত এই প্রতিশ্রুতি আর রক্ষা করা হয়নি। এতে তখন পরোক্ষভাবে বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়ার পক্ষে বাধারই সৃষ্টি হয়েছিল। প্রসঙ্গক্রমে এখানে কালীপ্রসন্ন সিংহকে এবিষয়ে অভিযোগ করে লেখা একটি পত্রের কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে, যেটা নিম্নরূপ ছিল-মহাশয় ভাস্করপত্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন বিদ্যোসাহিনী সভা সম্পাদক শ্রীযুত বাবু কালী প্রসন্ন সিংহ মহাশয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে গমনপূর্বক দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করত বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া দিয়াছিলেন সংবসর মধ্যে বিধবাবিবাহের সাহায্য ও উসাহ বর্ষনাথে প্রত্যেক বিবাহে সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিবেন সে বিজ্ঞাপন এইক্ষণে কোথায় থাকিল,

> বাবু মহাশয়ের বাক্য শবকালের মেঘ গর্জনের ন্যায় কেবল ডাক হাঁক সার হইল, আমি বিধবা রমণীর পাণি পীড়ন করিয়া মহাবিপদগ্রস্ত হইয়াছি, কোন ব্যক্তির পরামর্শ ক্রমে উক্ত মহাশয়কে পত্র লিখিয়া বিস্তারিত জ্ঞাপন করিয়াছি, অনুমান ছিল বাবু মহাশয়ের বদান্যতা সফল হইবেক তাহা কৈ হইল, সে পত্র প্রাপ্ত হইলেন কিনা তাহাই বা কিসে জানিতে পারিব। (সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৩য় খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃ- ৩৭৭)

এছা।াও ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে, যাঁরা এবিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যাসাগরকে সাহায্য করবেন বলে কথা দিয়েছিলেন ও চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন-তাঁরাও তখন ধীরে ধীরে তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন। ফলে বিধবাবিবাহের সবধরণের দায়িত্ব তখন একা বিদ্যাসাগরেরই ঘাড়ে গিয়ে চেপে বসেছিল। ওই সময়ে অসহায় বিদ্যাসাগরের মানসিক অবস্থার পরিচয়-দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা তাঁর একটি চিঠি থেকে জানা যায়। বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহের জন্য দুর্গাচরণের কাছ থেকে তখন কিছু অর্থ ধার করেছিলেন। পরে দুর্গাচরণ নিজের সেই টাকার জন্যে তাঁকে তাগাদা দিলে বিদ্যাসাগর তাঁকে প্রসঙ্গক্রমে জানিয়েছিলেন যে, এবিষয়ে সাহায্যদানের অঙ্গীকার করেও অধিকাংশ অঙ্গীকারকারী তাঁকে আর কোন সাহায্য করেননি। বস্তুতঃ এরপরে ধীরে ধীরে এমন একটা সময় এসেছিল যখন বিদ্যাসাগর এবিষয়ে প্রায় কারোর সহযোগিতাই পাননি। সেই সময়ে তিনি প্রায় নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলেন বলে একাকী সেই অবস্থায় তাঁর পক্ষে এবিষয়ে বেশি কিছু করবার উপায় ছিল না। বিধবাবিবাহ আইনপাস হওয়ার পরে প্রথম বিধবাবিবাহটি ১৮৫৬ সালের ৭ই ডিসেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত হলেও তারপরে কখনও তীব্র বেগে, তো কখনও আবার মঃদগতিতে এই বিবাহের ধারা-১৮৭০ সালের ১১ই আগস্ট তারিখে বিদ্যাসাগরপুত্র নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহের সময় পর্যন্ত প্রসূত হয়েছিল বলে দেখা যায়। কিন্তু এরপরে কদাচি বিধবাবিবাহের দু'-একটি ঘটনা ঘটে থাকলেও বিধবাবিবাহ তেমনভাবে প্রচলিত হতে পারেনি। অবশ্য এজন্য বিদ্যাসাগরের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ব্যক্তিদের অসহযোগিতাই যে শুধুমাত্র দায়ী ছিল তা নয়, তকালীন দেশবাসীর দেশাচারবশ্যতাও এর পিছনে অন্যতম কারণ ছিল। বিধবাবিবাহের বিষয়ে যুক্তি ও শাস্ত্রের কথা অনুধাবন করলেও দেশাচারকে দেশবাসীরা শেষপর্যন্ত অগ্রাহ্য করতে পারেন নি। আর সমকালীন দেশবাসীর এই দেশাচারপ্রিয়তা দেখেই বীতশ্রদ্ধ বিদ্যাসাগর একটাসময়ে অত্যন্ত খেদের সঙ্গে বলেছিলেন-আমি আশা করিয়াছিলাম, কোনো সামাজিক ক্রিয়াকে শাস্ত্রসম্মত বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিলেই এদেশের লোক তাহা অবনত মস্তকে গ্রহণ করিবে, কিন্তু আমার সে বিশ্বাস বিনষ্ট হইয়াছে। এদেশে শাস্ত্র এবং দেশাচার এক পথে না চলিয়া পরস্পর বিভিন্ন পথে চলিয়াছে। (বিদ্যাসাগর, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ, পৃ-২৫৮) আজও এদেশের মানুষের সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের উপরোক্ত কথাগুলি পরিপূর্ণভাবে মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে যায়নি। যদিও বিদ্যাসাগরের যুগ থেকে বর্তমানযুগের মানুষেরা অনেক উন্নত চিন্তার অধিকারী ও অনেক বিজ্ঞানসম্মত চিন্তার ধারকবাহক হয়েছেন কিন্তু তবুও এখনও কি অধিকাংশ মানুষ মনেপ্রাণে বিধবাবিবাহের সমর্থক হতে পেরেছেন?

বাংলার গীতা গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ

বিশেষ প্রতিবেদক

খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর ঐতিহাসিক কার্টিয়াস জানিয়েছেন ভারতের স্মরণীয় যোদ্ধা পুরু যখন আলেকজান্ডারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেছিলেন তখন সেনাবাহিনীর সামনে ছিল কৃষ্ণের প্রতিমূর্তি।বৈয়াকরণ পতঞ্জলি খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০ সাল নাগাদ তাঁর মহাভাষ্যতে লিখছেন যে তার সময়ে কৃষ্ণ জীবনের নানা রকম ঘটনা নিয়ে অনেক নাটক তৈরি হয়ে গিয়েছিল। বিশেষ করে কৃষ্ণের কংস বধ অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। পতঞ্জলি বলেছেন এই নাটকে কংস পক্ষে যারা থাকতো তারা হলো কালা মুখ আর কৃষ্ণপক্ষে যারা অভিনয় করত তারা হল রক্তমুখ। মহাকাব্য মহাভারত জুড়ে কৃষ্ণের অবস্থানের কথা আমরা সবাই জানি। মহাভারত খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী থেকে তার লিখিত রূপ পেতে শুরু করেছিল ঠিকই কিন্তু এর কাহিনী যে অনেক পুরনো সেই সম্পর্কে সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই। মহাভারতের ভারত যুদ্ধ কবে হয়েছিল তাই নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক আছে। কেউ কেউ ভক্তি বসে একে খ্রীষ্ট জন্মের বেশ কয়েক হাজার বছর আগে পাঠিয়ে দিতে চান।

কিন্তু ঐতিহাসিক গবেষণা মনে করে পনেরশো খ্রীষ্টপূর্ব থেকে ৮৫০ খ্রীষ্টপূর্বর মধ্যে কোন একটা সময় এই ভারত যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল। আর গীতার সমযকাল সম্ভবত খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী। পরে কোনোসময়ে এটি মহাভারতের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করে দেওয়া হয়।

ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্য এবং প্রাকৃত সাহিত্যে কৃষ্ণ কথার ধারাবাহিক বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে। ভাগবত পুরাণ যে কৃষ্ণকথাকে অবলম্বন করে রচিত এবং আমাদের পরিচিত কৃষ্ণকথার সর্ববৃহ আকর এ কথা আমরা সবাই জানি। হরিবংশ পুরাণ, ভাসের বাল চরিত নাটক, প্রাকৃত ভাষার কবি সাতবাহন হাল রচিত গাঁথা সপ্তসতী ইত্যাদিও বেশ বিস্তারিতভাবে আমাদের কৃষ্ণকথা শুনিয়েছে।

কৃষ্ণকথা নিয়ে ভাগব পুরাণের পরে যেটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা, সেটির রচয়িতা একজন বাঙালি। তবে রচনাটি ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত ভাষায় লেখা। দ্বাদশ শতাব্দীতে লক্ষণ সেনের রাজসভার কবি জয়দেবের এই গীতগোবিঃদম এর জনপ্রিয়তা তুঙ্গস্পর্শী। দ্বাদশ সর্গে সমাপ্ত সংলাপধর্মী সঙ্গীতময় এই কাব্যের ছ ঃদ, অলঙ্কার, শব্দঝঙ্কার ও চিত্ররূপময়তা শুধু বাংলা নয়, গোটা ভারতের সাহিত্য পাঠকের চিত্তজয় করে নিয়েছে। অনাবৃত শৃঙ্গারচর্চার জন্য আধুনিককালে এর বিরুদ্ধে অনেকে আপত্তি তুলেছেন বটে, কিন্তু ভারতীয় সাহিত্যের ঐতিহ্যে তা অস্বাভাবিক ছিল না। পরবর্তীকালে বাংলা সহ বিভিন্ন ভাষায় রচিত বৈষ্ণব সাহিত্যকে জয়দেবের গীতগোবিঃদ গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। বাংলার বৈষ্ণবসমাজ জয়দেবকে গোস্বামীর পর্যায়ে তুলে ধরেছেন, অবৈষ্ণব সমাজেও তাঁর খ্যাতি কম নয়। মাইকেল মধুসূদন বা রবীঃদ্রনাথ - বিপরীত মেজাজের কবিদের কেউই জয়দেব বা তাঁর গীতগোবিঃদকে এ।িয়ে যান নি। মধুসূদন জয়দেবের সঙ্গে গোকুলভবনে মানস পরিক্রমা করেছেন আর রবীঃদ্রনাথ বর্ষার মেঘমেদুর অন্ধকারে জয়দেবকে স্মরণ করে লিখেছেন - যেথা জয়দেব কবি কোন বর্ষাদিনে দেখেছিলা দিগন্তের তমাল বিপিনে শ্যামচ্ছায়া, পূর্ণ মেঘে মেদুর অম্বর। জয়দেব এর মধ্য দিয়ে বাঙালির কৃষ্ণচর্চার যে উল্লেখযোগ্য ইতিহাস শুরু হল দ্বাদশ শতাব্দী থেকে, পরবর্তী প্রায় নশো বছর ধরে তা অবিরাম গতিতে এগিয়েছে। পঞ্চদশ বা ষো।শ শতাব্দীর প্রথম ভাগের মধ্যে লেখা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। এই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্যে জয়দেবের গীতগোবিঃদমের অনেক প্রভাব আছে। তেরোটি খণ্ডে রাধা কৃষ্ণের কাহিনী এখানে বর্ণনা করেছেন বড়ু চণ্ডীদাস। এই তেরোটি খণ্ডের নাম থেকেই এর কাহিনীসূত্রটি সম্পর্কে আভাস পাওয়া যায় - জন্মখণ্ড, তাম্বুলখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, ছত্রখণ্ড, বৃঃদাবনখণ্ড, কালিয়দমনখণ্ড, যমুনাখণ্ড, হারখণ্ড, বাণখণ্ড, বংশীখণ্ড ও রাধাবিরহ। এই শেষখণ্ড রাধাবিরহ অবশ্য পুরোটা পাওয়া যায় নি, পুঁথির শেষের দিকের কয়েকটা পাতা নেই। তাই আমরা জানি না কৃষ্ণের বৃঃদাবন থেকে মথুরা গমনে রাধার বিরহ কাতর অভিব্যক্তির মধ্যে দিয়েই কাব্যটি কবি শেষ করেছিলেন, ভারতীয় সাহিত্যের স্বাভাবিক নিয়ম মেনে কল্পনা মিলনে তাঁর সমাপ্তি হয়েছিল।

চৈতন্য পূর্ববর্তী যুগের এই কাব্যটি পরবর্তীকালে তাঁর জনপ্রিয়তা হারিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গিয়েছিল, কিন্তু প্রাকচৈতন্য যুগের আরেকটি কাব্য বৈষ্ণবসমাজে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সেটি অবশ্য স্বাধীন রচনা নয়, ভাগবত পুরাণের আংশিক অনুবাদ। মালাধর বসুর এই অনুবাদ কাব্য শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের একটি পংক্তি - ' নঃদন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ' - চৈতন্যদেবের খুব প্রিয় ছিল। মালাধর বসু দশম ও একাদশ ভাগবতের দুটি স্কন্ধ মাত্র অনুবাদ করেছিলেন। সম্পূর্ণ ভাগবত মোট বারোটি স্কন্ধ বা পরিচ্ছেদ নিয়ে রচিত। তাতে রয়েছে ৩৩২ টি অধ্যায়। মোট শ্লোকসংখ্যা ১৮,০০০। ভাগবত পুরাণ কবে রচিত হয় তাই নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট বিতর্ক আছে। ভাণ্ডারকর মনে করেছেন এটি খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের রচনা। পুরনো সংস্কৃত, প্রাকৃত বা বাংলা গ্রন্থগুলির সাল তারিখ নিয়ে বিতর্ক ও মতভেদ প্রচুর। তবে মালাধর বসুর অনুবাদ শ্রীকৃষ্ণবিজয় সেই দিক থেকে ব্যতিক্রমী। গ্রন্থকার নিজেই স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন - ১৩৯৫ শকে গ্রন্থ রচনার শুরু ও ১৪০২ শকে তার সমাপ্তি। অর্থা এই গ্রন্থের রচনাকাল ১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দ। মালাধর ভাগবতের দুটি খণ্ডকে বেছে নিয়েছিলেন কারণ এই দুটি খণ্ডই কৃষ্ণকথার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ভাগবতের দশম স্কন্ধে কৃষ্ণের জন্ম থেকে দ্বারকালীলা পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। এখানে কাহিনী অংশ বেশি। তুলনায় একাদশ স্কন্ধে কাহিনি অংশ অনেক কম। এখানে যদুকুল ধ্বংস ও কৃষ্ণের মৃত্যুকাহিনী বর্ণিত।

বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশের কাহিনী বলতে গিয়ে মৈথিল বিদ্যাপতির কথা বাদ দেওয়া যায় না বাংলা কবিতার লেখক ও পাঠকের ওপর তাঁর গভীর ও বিস্তৃত প্রভাবের কারণেই। পদাবলীর চণ্ডীদাসের মতো তিনিও বাঙালির প্রাণের কবি পাঁচশো বছর ধরে। সেকালের গোবিঃদদাস বিদ্যাপতির দ্বারা এত ঘনিষ্টভাবে প্রভাবিত ছিলেন যে তাঁকে বলাই হয় দ্বিতীয় বিদ্যাপতি। রবীঃদ্রনাথ কাব্যজীবনের শুরুতে বিদ্যাপতির প্রভাবেই যে তাঁর ভানুসিংহের পদাবলী লিখেছিলেন একথাও আমাদের সবারই জানা। বিদ্যাপতির মাথুর বা প্রার্থণা পর্যায়ের বেশ কিছু পদ বাঙালি সংস্কৃতির চিরন্তন অঙ্গ হয়ে গেছে।

বিদ্যাপতির কাছ থেকে যদি বাঙালি অলঙ্কারবহুল কাব্য শুনে থাকে তবে চণ্ডীদাসের কাছ থেকে সে শুনেছে বিপরীতধর্মী সহজ ভাষার পদাবলী। চণ্ডীদাসও বিদ্যাপতির মতোই বাঙালি সংস্কৃতির চিরন্তন অঙ্গ। বিদ্যাপতির উত্তরাধিকার যদি আমরা চৈতন্য পরবর্তীকালে গোবিঃদদাসের মধ্যে পাই, তবে চণ্ডীদাসের উত্তরাধিকারের ধারাটি পাই জ্ঞানদাসের মধ্যে। এই চারজন প্রধানতম বৈষ্ণব কবি ছা।াও উল্লেখযোগ্য পদাবলী রচয়িতাদের মধ্যে আছেন বলরামদাস, রায়শেখর, বংশীদাস, নরহরি চক্রবর্তী, রাধামোহন ঠাকুর প্রমুখরা। বাংলা বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য রচনা করেছেন এমন কবিদের তালিকা বানালে তা কয়েক শত হতে পারে। মনে রাখা দরকার মধ্যযুগে মুসলিম কবিরাও পদাবলীর মধ্যে দিয়ে কৃষ্ণকথা শুনিয়েছেন আমাদের। বিভিন্ন আধুনিক ভারতীয় ভাষাতেও কৃষ্ণকথা ও বৈষ্ণব পদাবলীর অতুলনীয় সম্ভার রয়েছে। মীরার ভজনের কথা আমরা কে না জানি। কিন্তু তা ছা।াও নানা ভাষায় নানা কবিদের অসংখ্য অসামান্য রচনা রয়েছে। দক্ষিণ ভারতের তামিল ভক্তকবিদের থেকে শুরু করে, গুজরাটের নরসিংহ মেটা বা আসাম সহ উত্তর পূর্ব ভারতে মহন্ত শঙ্করদেব - অনেকেই ভারতীয় বৈষ্ণব সাহিত্যকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করে গেছেন। সতী ঘোষ তাঁর মূল্যবান বইতে সে সবের এক চমকার আলোচনা করেছেন।

বাঙালিকে কাব্যের দিক থেকে জয়দেব এবং বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস কৃষ্ণকথার দিকে উন্মুখ করে তুলেছিলেন। কিন্তু ভারতীয় ভক্তি আঃেদালনের যে ধারাটি গৌ।বঙ্গে চৈতন্যদেবের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করল ষো।শ শতকের শুরুর সময় থেকে, সেটাই যে কোটি কোটি বাঙালিকে শতকের পর শতক ধরে কৃষ্ণকথার দিকে প্রাণিত করেছে সে কথা বলাই বাহুল্য। বাঙালি চৈতন্যের চোখ দিয়ে কৃষ্ণলীলাকে দেখেছে, একথা বললেও অত্যুক্তি হয় না। চৈতন্যদেব, তাঁর পার্ষদ ও শিষ্য পরম্পরা, বৃঃদাবনের ষ।গোস্বামী, চৈতন্য জীবনীকার প্রমুখদের বাদ দিয়ে বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার আলোচনা হয় না। এখানে এই উল্লেখমাত্র করে তা তুলে রাখা গেল পরবর্তী কোনও আলোচনার জন্য।

আধুনিক যুগে উনিশ বিশ শতক জু।ে কৃষ্ণকথা নিয়ে গবেষণার যে ধারাটি আমরা দেখেছি তা একবিংশ শতাব্দীতেও বহমান। বঙ্কিমচঃেদ্রর কৃষ্ণচরিত্র থেকে শুরু করে এর বিস্তারিত আলোচনাও পরে কোনো সময়ে করার ইচ্ছে রইলো।

আকর গ্রন্থ -

১) আর জি ভাণ্ডারকর - বৈষ্ণবিজম, শৈবিজম অ্যাণ্ড মাইনর রিলিজিয়াস সিস্টেমস

২) জে এন ফারকুহার - পার্মানেঃট লেসনস অব গীতা, আ প্রাইমার অব হিঃদুইজম

৩) হেমচঃদ্র রায়চৌধুরী - মেটেরিয়ালস ফর দ্য স্টাডি অব আর্লি হিস্ট্রি অব দ্য বৈষ্ণব সেক্ট

৪) রমেশচঃদ্র মজুমদার - ক্লাসিক্যাল অ্যাকাউঃটস অব ইন্ডিয়া

৫) অসিত কুমার বঃেদ্যাপাধ্যায় - বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত

৬) শশিভূষণ দাশগুপ্ত - শ্রী রাধার ক্রমবিকাশ দর্শনে ও সাহিত্যে

৭) সত্যবতী গিরি - বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ

৮) ড সতী ঘোষ - ভারতের বৈষ্ণব পদাবলী

৯) শঙ্করীপ্রসাদ বসু - মধ্যযুগের কবি ও কাব্য, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি

১০) নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুী - মহাভারতের ভারতযুদ্ধ এবং কৃষ্ণ

ফেব্রুয়ারিতেই ৫০ বার কাঁপল দার্জিলিং ও সিকিম, বাড়ছে উদ্বেগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, দার্জিলিং, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ এক মাসে প্রায় ৫০ বার ভূমিকম্পের কম্পনে কেঁপে উঠেছে পাহাড়। ফেব্রুয়ারি মাস জুড়েই একের পর এক মৃদু থেকে মাঝারি মাত্রার ভূকম্পন অনুভূত হয়েছে দার্জিলিং ও পার্শ্ববর্তী সিকিম জুড়ে। ঘনঘন এই কম্পনে স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ বাড়ছে বাসিন্দাদের মধ্যে। যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কম্পনের মাত্রা কম থাকায় বড়সড় ক্ষয়ক্ষতির খবর মেলেনি, তবুও পাহাড়ি অঞ্চলের ভূমিকম্পপ্রবণ চরিত্র নতুন করে চিন্তায় ফেলেছে বিশেষজ্ঞদের। ভূতত্ত্ববিদদের মতে, হিমালয় সংলগ্ন এই বিস্তীর্ণ এলাকা ভূমিকম্পের দিক থেকে অত্যন্ত স্পর্শকাতর। ভারতীয় ও ইউরেশীয় টেকটোনিক প্লেটের সংঘর্ষের ফলেই এই অঞ্চলে ভূমিকম্পের প্রবণতা বেশি। ফেব্রুয়ারি মাসে পরপর এতগুলি কম্পন সেই ভূতাত্ত্বিক বাস্তবতাকেই সামনে এনে দিয়েছে। অধিকাংশ কম্পনের মাত্রা রিখটার স্কেলে কম থাকলেও কয়েকটি ক্ষেত্রে তা স্পষ্টভাবে অনুভূত হয়েছে পাহাড় ও সংলগ্ন সমতল এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, অনেক সময় গভীর রাতে বা ভোরের দিকে হালকা কম্পনে ঘুম ভেঙে গেছে বাসিন্দাদের। জানলার কাঁচ কেঁপে ওঠা, দরজা দুলে ওঠা কিংবা আলমারির সামগ্রী নড়ে ওঠার মতো অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন অনেকে। দিনের বেলায় কম্পন অনুভূত হলে অফিস, স্কুল কিংবা বাজারে সাময়িক আতঙ্কের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। যদিও প্রতিবারই কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কম্পন থেমে গেছে এবং বড় ধরনের বিপর্যয় ঘটেনি। বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, ছোট ছোট কম্পন অনেক সময় ভূগর্ভস্থ চাপ ধীরে ধীরে মুক্ত করতে সাহায্য করে, ফলে বড়সড় ভূমিকম্পের সম্ভাবনা কিছুটা কমতে পারে। তবে এই নিয়ে চূড়ান্ত নিশ্চয়তা দেওয়া যায় না বলেও সতর্ক করছেন তাঁরা। বরং ঘনঘন কম্পন ইঙ্গিত দেয় যে ভূগর্ভস্থ স্তরে টেকটোনিক সক্রিয়তা অব্যাহত রয়েছে। সেই কারণেই দীর্ঘমেয়াদি প্রস্তুতি ও পরিকাঠামোগত সুরক্ষা অত্যন্ত জরুরি। পাহাড়ি এলাকায় বহু পুরনো বাড়ি ও সরু রাস্তা থাকায় বড় মাত্রার ভূমিকম্প হলে ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বিশেষ করে ভূমিধসপ্রবণ অঞ্চলগুলিতে কম্পনের প্রভাব মারাত্মক হতে পারে। যদিও ফেব্রুয়ারি মাসের কম্পনগুলির জেরে বড় ধরনের ভূমিধসের খবর পাওয়া যায়নি, তবুও প্রশাসন সতর্ক নজরদারি চালিয়ে যাচ্ছে। দুর্যোগ মোকাবিলা দফতরকে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে এবং প্রয়োজনে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ রয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সরকারি দফতরগুলিতে ভূমিকম্পের সময় করণীয় সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। অনেক স্কুলে মহড়াও চালানো হয়েছে, যাতে পড়ুয়ারা কম্পনের সময় আতঙ্কিত না হয়ে সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারে। বহুতল ভবনে লিফট ব্যবহার না করা, খোলা জায়গায় সরে যাওয়া এবং মাথা সুরক্ষিত রাখার মতো প্রাথমিক নিয়মগুলি বারবার মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পর্যটননির্ভর এই অঞ্চলে ঘনঘন ভূমিকম্পের খবর স্বাভাবিকভাবেই প্রভাব ফেলতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন ব্যবসায়ীরা। তবে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হোটেল ও লজগুলিতেও সতর্কতামূলক নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। প্রয়োজনে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগ রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ভূকম্প বিশেষজ্ঞদের মতে, দার্জিলিং - সিকিম হিমালয়ান সিসমিক জোনের অন্তর্গত, যা উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলের মধ্যে পড়ে। অতীতে এই অঞ্চলে শক্তিশালী ভূমিকম্পের নজির রয়েছে। সেই ইতিহাস মাথায় রেখে ভবিষ্যতের জন্য আরও সুসংহত পরিকল্পনা নেওয়া প্রয়োজন। নতুন নির্মাণে ভূমিকম্প - সহনশীল নকশা বাধ্যতামূলক করা, পুরনো ভবনের কাঠামোগত পর্যালোচনা এবং জরুরি পরিষেবাকে শক্তিশালী করা এখন সময়ের দাবি। ফেব্রুয়ারির পরিসংখ্যান বলছে, মাসের প্রায় প্রতিটি সপ্তাহেই একাধিকবার কম্পন রেকর্ড করা হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কম্পনের কেন্দ্রস্থল ছিল পাহাড়ি অঞ্চল বা তার পার্শ্ববর্তী এলাকা। কম গভীরতায় উৎপন্ন হওয়ায় কিছু কম্পন স্পষ্টভাবে অনুভূত হয়েছে। তবে বড় ধরনের প্রাণহানি বা সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি না হওয়ায় আপাতত স্বস্তি রয়েছে প্রশাসন ও সাধারণ মানুষের মধ্যে। তবুও ঘনঘন ভূমিকম্পের এই প্রবণতা যে উদ্বেগের কারণ, তা মানছেন সকলেই। প্রকৃতির অনিশ্চিত আচরণের সামনে মানুষের প্রস্তুতিই একমাত্র ভরসা। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, আতঙ্ক নয়, সচেতনতাই হোক প্রধান হাতিয়ার। নিয়মিত মহড়া, সঠিক নির্মাণপ্রণালী এবং দ্রুত সতর্কবার্তা ব্যবস্থাই পারে সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি অনেকাংশে কমিয়ে আনতে। ফেব্রুয়ারির ৫০ বার কম্পন সেই প্রয়োজনীয়তার কথাই যেন নতুন করে মনে করিয়ে দিল দার্জিলিং ও সিকিমবাসীকে।

পূর্বস্থলী ১ ব্লকের ভাতশালায় স্বভূমি মহিলা কো-অপারেটিভের নতুন ভবনের উদ্বোধন

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ পূর্বস্থলী ১ ব্লক-এর জাহান্নগর পঞ্চায়েত-এর অন্তর্গত ভাতশালা গ্রাম-এ স্বভূমি মহিলা মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের নতুন ভবনের উদ্বোধন অনুষ্ঠান অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হলো। এলাকার মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি এক উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। তিনি নতুন ভবনের ফিতা কেটে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, মহিলাদের আর্থিক ও সামাজিকভাবে স্বনির্ভর করে তুলতে সমবায় উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই নতুন ভবন স্থানীয় মহিলাদের কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে আরও সুযোগ সৃষ্টি করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাণিসম্পদ দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা তুহিন চক্রবর্তী, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দিলীপ মল্লিক এবং ব্লকের প্রাণিসম্পদ আধিকারিক গুরুপদ মান্ডি সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। তাঁরা সকলেই সমবায় সমিতির এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতে আরও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সহযোগিতার আশ্বাস দেন। সমিতির পক্ষ থেকে জানানো হয়, নতুন ভবনে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, উৎপাদন ও বিপণন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালিত হবে। এর মাধ্যমে এলাকার মহিলারা আত্মনির্ভর হয়ে উঠবেন এবং গ্রামের সামগ্রিক আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন। গ্রামবাসীদের আশা, এই নতুন ভবনকে কেন্দ্র করে ভাতশালায় স্বনির্ভরতার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

NIQ, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata- 700001 from the eligible contractors for the following works. 1. Name of Work: "Provision for temporary IT infrastructural arrangement during the programme to be attended by VVIP at Netaji Indoor Stadium, Kolkata on 02-03-2026." **[Job No. KIT/RW/146 of 25-26]**
SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-111/KIT/Q of 25-26) Bid Submission Closing : **28.02.2026 up to 03.00 PM**
2. Name of Work: "Provision for the temporary arrangement of the CCTV Surveillance system at the Chamber of the Principal Secretary and surrounding areas of his chamber at West Bengal Legislative Assembly from 02.03.2026." **[Job No. KIT/RW/147 of 25-26]**
SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-112/KIT/Q of 25-26) Bid Submission Closing : **28.02.2026 up to 03.00 PM**
Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.
Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

E tender notice

Online bids are invited the year 2025-26 from bonafied contractors for listed work in respect of **Nit No:- 996/KGP/ 15th CFC tied fund - 2025-26, Tender ID: 2026_ZPHD _ 1015976 - 1** Last date of submission **7/03/ 26 upto 11.45 am** Opening Date: **9/03/26 at 12 pm.** For details information contact to the undersigned
Sd/- Prodhan
Kusumgram Gram Panchayet

NOTICE INVITING TENDER

Online tender is invited by the undersigned for the works: "Construction of a G+5 storied Academic Building for the integrated Open Campus-cum-Regional Centre of NSOU at New Town, Kolkata---EI for FCU unit, Repairing of Lightening Arrester, down conductor, Dismantling of Light and Ceiling fan". **Tender No: WBPWD/EE/BED/e-NIQ-172/ 2025-26 & e-Tender ID No. 2026_WBPWD_1016436_1.** Document Download Closing Date: **09.03.2026 up to 11:00 Hrs.** Details may be downloaded from **etender.wb.nic.in.**
SD/-Executive Engineer, PWD
Bidhannagar Electrical Division

Office of the Pradhan
DALDALI GRAM PANCHAYAT
NOTICE INVITING QUOTATION
No. 10/DGP/2025-2026

Sealed Quotation is invited from experienced and resourceful bidders for execution of the work: Maintenance of Drinking water sources. Date of sale of tender form on any working day from **25/02/2026 to 05/03/2026**. Last date of dropping of Sealed Tender form on or before **05/03/2026.** Date of Opening of Tender **05/03/2026 at 13.00 PM**. For details please visit office of the undersigned on any working days.
Sd/- Pradhan
Daldali Gram Panchayat

KASHIPUR GRAM PANCHAYAT
under Kashipur Panchayat Samity, Purulia
Vill-Kashipur, P.O.-P.K. RAJ, P.S.-Kashipur

NOTICE INVITING e-TENDER No. WB/KSPGP/ NIeT/4/2025-26

The Pradhan, Kashipur Gram Panchayat invites e-tender for the 15(Fifteen)Nos. different works at different places. Bid submission closing(online) **10.03.2026 at 06.00 PM**. Bid opening date for Technical Proposals(Online): **12.03.2026 at 11.00 A.M**. For details please visit website **https:// wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Kashipur Gram Panchayat

SRIRAMPUR GRAM PANCHAYAT
Vill+P.O:- Ankri Srirampur, Dist:- Hooghly
(Under Pursurah Development Block)
e-mail ID:-srirampur_p@rediffmail.com

NOTICE INVITING e-TENDER NO.:-10/2025-26

Notice inviting competitive e-Tender in two cover system on percentage basis in the prescribed format are hereby invited for execution of the 7 (Seven) Different works. Closing Date of Tender paper Submission (Online) 05/03/2026 at 5.00 PM. The Technical bid & Financial Bid will be open:- 07/03/2026 at 05.00 PM. For details please visit office of the undersigned or visit website **https://wbtenders.gov.in.**
Sd/- Prodhan
Srirampur Gram Panchayat

কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণ কাজ শেষ, ২ মার্চ উদ্বোধন

কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ শহর ও শহরতলীর মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনীকিকরণের লক্ষ্যে চার লেনের কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। আগামী ২ মার্চ মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী ৪৪.২ কিলোমিটার দীর্ঘ এই রাস্তার উদ্বোধন করতে চলেছেন। এই প্রকল্পে ব্যয় হয়েছে আনুমানিক ২,৫০০ কোটি টাকা। সোমবার দোলযাত্রার আগের দিন, কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে দোল ও হোলি মিলন উৎসবের আয়োজন করেছে রাজ্য সরকার। সেখান থেকেই ভার্চুয়াল মাধ্যমে নবরূপে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী। বেলঘরিয়া-কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে সংযোগস্থল থেকে বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ে জংশন থেকে কাঁচরাপাড়ার কাঁপা মোড় হয়ে বড় জাগুলিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত এই রাস্তায় যাতায়াত করতে সময় লাগবে মাত্র ৪০ মিনিট। গোটা পথে একটিও ট্র্যাফিক সিগনালে দাঁড়াতে হবে না বলে দাবি প্রশাসনের। নবনির্মিত এই এক্সপ্রেসওয়েতে রয়েছে চারটি বড় উড়ালপুল, সাতটি বড় আন্ডারপাস ও ছ'টি ছোট আন্ডারপাস। পাশাপাশি তৈরি হয়েছে ৭০টি ছোট ও মাঝারি কালভার্ট, একটি ট্রাক লে-বাই এবং ৫৬টি যাত্রী প্রতীক্ষালয়। গাড়িচালক ও যাত্রীদের সুবিধার কথা ভেবে পাঁচটি আধুনিক শৌচালয়ও নির্মাণ করা হয়েছে।

তমলুকে কোটি টাকায় গড়া অত্যাধুনিক সার্কিট হাউসের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তমলুক, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ ২০০২ সালে জেলা ভাগ হওয়ার পর নিজস্ব সার্কিট হাউস ছিল না পূর্ব মেদিনীপুরের। দীর্ঘ আড়াই দশকের অপেক্ষা শেষে ৭ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত অত্যাধুনিক সার্কিট হাউসের উদ্বোধন হল তমলুকে। এই সার্কিট হাউস জেলার প্রশাসনিক কাজের গতি বৃদ্ধিতে বড় ভূমিকা নেবে। তমলুকের নিমতৌড়িতে জেলা প্রশাসনিক কার্যালয় চত্বরেই হয়েছে এই সার্কিট হাউসটি। নিমতৌড়ির প্রশাসনিক কমপ্লেক্সের ভেতরে থাকছে, আধুনিক সজ্জাসজ্জিত ভিআইপি স্যুট। প্রশাসনিক আধিকারিকদের জন্য থাকার সুব্যবস্থা। কনফারেন্স রুম ও অত্যাধুনিক ডাইনিং হল। পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক ইউনিস ঋষিণ ইসমাইল বলেছেন, দীর্ঘ বছর পর আমরা নিজস্ব সার্কিট হাউস পেলাম। এতে প্রশাসনিক কাজে আসা ভিআইপি ও আধিকারিকদের আতিথেয়তায় সুবিধা হবে সেই সঙ্গে প্রশাসনিক কাজে আরও গতি আসবে।

বৃহস্পতিবার উড়ো হুমকি মেলে 'বোমাতঙ্ক' ছড়ায় হাওড়ায়। জেলার মুখ্য ডাকঘরে তল্লাশি চালানো হয়। এরপর শুক্রবার হাওড়ায় সরকারি ভবন চত্বরে নিরাপত্তার স্বার্থে তল্লাশি চালানো হয়। স্নিফার ডগ, মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে তল্লাশি চালান বম্ব স্কোয়াডের কর্মীরা। যদিও শেষ পর্যন্ত সন্দেহজনক কিছুই মেলেনি।

বিজেপির পরিবর্তন যাত্রার বাইক র‍্যালিকে কেন্দ্র করে দিকে দিকে অশান্তি কোচবিহারে

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ আগামী ১ মার্চ কোচবিহারের রাস মেলার মাঠে পরিবর্তন যাত্রার রথের উদ্বোধন করবে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি

নীতিন নবীন। ইতিমধ্যে এই রাসমেলার মাঠের অনুমতি নিয়ে রাজ্য কেন্দ্র সংঘাত চরমে উঠেছিল। প্রশাসনের পক্ষ থেকে অনুমতি না দেওয়াই বিজেপি আদালতের দ্বারস্থ হয় শেষ পর্যন্ত আদালত অনুমতি দেয় রাস মেলার মাঠের এই জনসভার। অপরদিকে এই পরিবর্তন যাত্রা উপলক্ষ্যে কোচবিহারের বিভিন্ন প্রান্তে যুব মোর্চার পক্ষ থেকে বাইক র‍্যালি বের করা হয়। কোচবিহারের তুফানগঞ্জ বিধানসভার ২ ব্লকের বক্সিরহাট এলাকায় যুব মোর্চার এই বাইক র‍্যালি আটকে দেয় পুলিশ। সেই সময় পুলিশের সাথে বচসাবাধে তুফানগঞ্জের বিজেপি বিধায়িকা মালতি রাভা রায়ের সাথে। অপরদিকে তুফানগঞ্জ এক ব্লকের অন্তরান ফুলবাড়ী ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের সামনে বিজেপি তৃণমূল সংঘর্ষ বাদে। যখন বিজেপির বাইক র‍্যালি যাচ্ছিল ঠিক সেই সময় তৃণমূলের একটি মিছিল যাচ্ছিল ফলে দুই মিছিল মুখোমুখি হওয়ায় সংঘর্ষ বাঁধে। এই প্রসঙ্গে ওই অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সহ- সভাপতি মহেন্দ্র অধিকারী বলেন - বিজেপি আছিতো দুস্কৃতীরা আশ্রিত দুস্কৃতীরা আমাদের মিছিলের উপর হামলা চালায় এই ঘটনায় আমাদের কয়েকজন কর্মী আহত হয়েছেন। আসলে বিজেপির পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেছে সেই কারণেই অশান্তির সৃষ্টি করছে। অপরদিকে এই প্রসঙ্গে কোচবিহার জেলা বিজেপির সহ-সভাপতি বিরাজ বোস বলেন - বারংবার সন্ত্রাস করে তৃণমূল কংগ্রেসের সকলেরই জানা। আগামী ১ তারিখ থেকে আমাদের পরিবর্তন যাত্রা কর্মসূচি উপলক্ষ্যে যখন বাইক র‍্যালি হচ্ছিল ইচ্ছাকৃতভাবে তারা আক্রমণ চালায়। আসলে দুর্নীতিতে ভরা তৃণমূল সন্ত্রাসকে হাতিয়ার করতে চাইছে এই ভোটে। অপরদিকে কোচবিহার শহরেও যুব মোর্চার পক্ষ থেকে বাইক মিছিল অনুষ্ঠিত হয় পরিবর্তন যাত্রাকে সামনে রেখে।

শেওড়াফুলিতে রমজান মাসে ফলের কালোবাজারি রুখতে অভিযানে নামল এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ

বনস্পতি দে, হুগলি, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ নবান্নের নির্দেশে, ফলের কালোবাজারি রুখতে জেলায় জেলায় শুরু হয়েছে অভিযান। রমজান মাসে ফলের কালোবাজারি রুখতে অভিযানে নামল ইবি (এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ) পবিত্র রমজান মাসে সারাদিন উপবাস থাকার পরে ফলাহার করে রোজাভঙ্গ করে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষরা। ফলে এই সময়ে ফলের চাহিদা অত্যধিক বেড়ে যায়। এই সুযোগে এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী বাড়তি মুনাফা লাভের জন্য ফলের দাম বাড়িয়ে দিচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এরপরই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। হুগলির জেলার অন্যতম বড় পাইকারি বাজার শেওড়াফুলি হাট ও পাঁচুবাবুর বাজারে বিভিন্ন ফলের দোকানে অভিযান চালায় এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের আধিকারিকরা। তার নেতৃত্বে ছিলেন এনফোর্সমেন্ট বিভাগের এসিপি চন্দ্রা বিশ্বাস ও ইনসপেক্টর বর্ণালী গঙ্গোপাধ্যায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, শেও।ফুলি পাইকারি বাজারে আনাজের পাশাপাশি আপেল, ন্যাসপাতি, কলা, তরমুজ, ডাব, নারকেল, কুল, শশার মতো ফল ও আখরোট, খেজুর, কাজু বাদাম-সহ বিভিন্ন ধরনের মরশুমি ও শুকনো ফল বিক্রি হয়। সেখানে হানা দিয়ে ইবি-র আধিকারিকরা ফলের দাম যাচাই করেন। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি, ব্যবসায়ীদের সঙ্গেও কথা বলেন তাঁরা। পাইকারি বাজারের সঙ্গে খুচরো বাজারের দাম মিলিয়ে দেখেন। ইবি-র এক আধিকারিক অবশ্য জানিয়েছেন, পাইকারি ও খুচরো বাজারে ফলের দামের খুব বেশি হেরফের পাওয়া যায়নি। ফলে মোটের উপরে সন্তুষ্ট তাঁরা। সাধারণ ব্যবসায়ীরা অবশ্য প্রশাসনের এই পদক্ষেপকে স্বাগতই জানিয়েছেন। স্থানীয় ফল ব্যবসায়ী বলেন, 'এমনিতেই এ বার অতিবৃষ্টির কারণে ফল চাষের ক্ষতি হয়েছে। কয়েক বছরের তুলনায় ফলন কম হওয়ায়, ফলের দাম একটু বেশি। পাইকারি বাজারে কোথাও বাড়তি দাম নেওয়া হচ্ছে না। কারণ, শেওড়াফুলি হাটে বারো মাস পাইকারি ব্যবসা হয়। তবে এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ এসে অভিযান চালানোয় ভালোই হয়েছে।' এক খুচরো ফল বিক্রেতা বলেন, 'সারা বছর ফল বিক্রি করি। তবে এ বারে আপেল,

নারকেল, তরমুজের দাম একটু বেশি। কাঁঠালি কলার দামও অনেকটা বেশি। তবে মানুষ সিঙ্গাপুরি কলা কিনছেন। তার দাম কিছুটা কম। পাকা পেঁপে, শশা, আঙুর কেনার ঝোঁক রয়েছে। শুকনো ফলের ক্ষেত্রে খেজুর ও আমন্ডের চাহিদা রয়েছে।' তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের নেতা মহম্মদ মঞ্জুর বলেন, 'রমজান মাসে আমরা বরাবর শেওড়াফুলি হাট থেকেই ফল কিনি। এখানকার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ক্রেতাদের একটা সুসম্পর্ক আছে। যে কারণে, জেলার অন্যতম পাইকারি হাট হলেও, এখানে ফা।রোজ নেই।' ক্রেতাদের কেউ কেউ অবশ্য অভিযোগ করেছেন, পাইকারি বাজারের তুলনায় কিছু কিছু খুচরো বিক্রেতা ফলের দাম বেশি চাইছেন। দেরিতে হলেও ফলের দাম নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনিক তপরতা বাড়ায় তাঁরা কিছুটা হলেও খুশি। তাঁরা মনে করছেন, রমজানের শুরুতে এই উদ্যোগ নিলে আরও ভালো হতো।

টানা দুই সপ্তাহ নামল না বিমান, দুশ্চিন্তায় জেলাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ কোচবিহার বিমানবন্দরে বিমান পরিষেবা নিয়ে ফের একবার চরম অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। সপ্তাহে একদিন বিমান চলাচলের ঘোষণা থাকলেও, গত ১৯ ফেব্রুয়ারির পর ২৬ ফেব্রুয়ারি কোনও বিমান অবতরণ করেনি। গত ১২ ফেব্রুয়ারি পরিষেবা পুনরায় চালু হওয়ার দিনই শেষবার এখানে বিমান নেমেছিল। এরপর টানা দুই সপ্তাহ উড়ান না আসায় শহরজুড়ে নানা চর্চা শুরু হয়েছে। তথ্য অনুযায়ী, রাজ আমল থেকেই কোচবিহার থেকে নিয়মিত বিমান পরিষেবা চালু ছিল। কিন্তু বাম জমানায় অনিয়মিত পরিষেবা চলার পর ১৯৯৫ সালে তা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। ২০১১ সালে রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের পর কিছু সময়ের জন্য ফের পরিষেবা শুরু হলেও কয়েক বছরের মধ্যেই তা ফের বন্ধ হয়ে যায়। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের উদ্যোগে ২০২৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে ৯-সিটারের বিমান পরিষেবা শুরু হয়েছিল। কেন্দ্র সরকারের 'উড়ান' প্রকল্পের অধীনে এই পরিষেবা পরিচালিত হচ্ছিল। কিন্তু গত ১ ফেব্রুয়ারি থেকে সেই পরিষেবাও বন্ধ হয়ে যায়। এরপর প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট মহলের তৎপরতায় বিমান সংস্থা ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে সপ্তাহে একদিন উড়ান চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়। বিমানবন্দর সূত্রে খবর, আগামী ৫ মার্চের পর থেকে নিয়মিত পরিষেবা শুরু করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। ফলে স্থানীয় মানুষের মধ্যে স্থায়ী পরিষেবার আশা জেগেছিল। কিন্তু এক সপ্তাহ পরিষেবা দেওয়ার পর টানা দুই সপ্তাহ বিমান না নামায় ফের প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে যে, সংস্থাটি সত্যিই কোচবিহারে পরিষেবা চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে কতটা গম্ভীর। এই বিষয়ে এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (এএআই)-র কোচবিহার বিমানবন্দরের আধিকারিক শুভাশিস পাল জানান, বিমান সংস্থাটি 'অপারেশনাল গ্রাউন্ড' বা পরিচালনগত সমস্যার কথা জানিয়ে উড়ান বাতিল করার তথ্য দিয়েছে।

এসএন্ডটি সম্পর্কিত কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ০৯আরটি অফ ২০২৫-২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **টেন্ডার নম্বর ঃ এন-২০২৫-২৬-০৯আরটি-ডিওয়াই.সিএসটিই-এনডব্লিউ; কাজের নাম ঃ** "সেন্ট্রালাইজড এসি সম্পর্কিত সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ এবং টয়লেট ও সার্কুলেটিং এরিয়া উন্নয়ন সহ এনএফআরএসএ-তে ইন্ডোর স্টেডিয়ামের সংস্কার" -এর কাজের সাথে যুক্ত এসএন্ডটি সম্পর্কিত কাজ। **টেন্ডার মূল্য:** ৩৮,২৪,৩৬১/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ৭৬,৫০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১২-০৩-২০২৬** তারিখে **১৫:০০** টা এবং **খোলা ১৫:৩০** টা। উপরোক্ত ই-টেন্ডারর টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনিয়র সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার/নেটওয়ার্ক, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং ঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৭৪৪, তারিখ ২৬.০২.২০২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্র. নং ১, টেন্ডার নং ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৪৭৪-আর, কাজের নাম ঃ** "এডিইএন/এজেড-এর অধীনে কেডব্লুএই-এজেড শাখায় এলসিএই-ডিএইচপিডি-র মধ্যে কিমি ১৭৩/২৪-২৬-এ লেভেল ক্রশিং গেট নং ২৭/বি-এর পরিবর্তে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণ"-এর পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১১,২১,৩৫২ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ২২,৪০০ টাকা। **ক্র. নং ২, টেন্ডার নং ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১- ৩৫৫২, কাজের নাম ঃ** হাওড়া ডিভিসনে (ফেজ-II) রেলওয়ে স্টাফ কলোনিগুলিতে বিদ্যুৎ চুরি কমাতে ইউ.জি. কেবেল দ্বারা এলটি ওএইচ কেবেল-এর প্রতিস্থাপন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,১৪,৭৯,১৬৩ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ২,০৭,৪০০ টাকা। **ক্র. নং ৩, টেন্ডার নং ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৫৫৫, কাজের নাম ঃ** "এলএলএইচ, পিডিএ, ডিবিপি, এমওয়াইএম, বিওআই, কেএইচএন, এএমবিজি, এইচপিএল, এনকেএল, এসআইইউ, ইউপিএ, এইচএমজেড, কেওজি, আরআইএস, এসআরপি, বিবিএই, বিএইচআর, এমইউইউ, সিএনজি, এইচজিওয়াই এবং বিডিসি-তে ওয়েটিং হল, শৌচালয় ও চারপাশের এলাকার উন্নয়নের" পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,১৫,৪৫,২৯৮ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ২,০৭,৭০০ টাকা। **ক্র. নং ৪, টেন্ডার নং ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৫৬৩, কাজের নাম ঃ** "এইএন/এসপিএল/এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে হাওড়ার রেলওয়ে চত্বরে নিসর্গ নির্মাণ, উদ্যান পালনের কাজ ও আনুষঙ্গিক কাজ"-এর পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৬১,৯৪,৮৪৮ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ১,২৩,৯০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** প্রতিক্ষেত্রে ১৮০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২০.০৩.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরবর্তী কোনো সুবিধাজনক দিনে করা যাবে। বিশদ টেন্ডার **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
HWH-654/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

DEHIBATPUR GRAM PANCHAYET
VILL –DEHIBATPUR,P.O.-ALATI
P.S.-PURSURAH,HOOGHLY.

Notice Inviting e-Tender

e-NIT vide NIT No: 08/DGP/25-26(Sl no. 1-3), Fund : 15 th FC and OSR ,Dated 27/02/2026 are invited by the Prodhan Dehibatpur Gram Panchayat, from reliable and bonafied Tenderer for work. Online EMD & Tender fees through ICICI Bank Payment Gateway in e-procurement portal for deposit from 28/02/2026 to 12/03/2026 , Bid submission closing online on 12/03/2026 at 18:50 Hrs. Date of Bid Opening 13.03.2026 (11:30 O'Clock). For details contact the above office or visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Prodhan,
Dehibatpur Gram Panchayat

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil), Br-XI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work :-
NIT No. : XI/110/052/2025-26/R/UTTARAN (2nd Call)
Name of work **: Maint. of RD by laying Hot Mix at Briji East & West (Uttaran Area) in Ward No.110, Br-XI.** Estimated Amount (including GST & CESS) **: Rs.2,96,828.79.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 45 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 07.03.2026 - 12 noon.** The Tender will opened on **: 09.03.2026 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **28.02.2026 - 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil)/Borough-IX, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :-
1. NIT No. : KMC/IX/077/234/2025-2026/ APAS (3rd Call)
Name of work **: Improvement of sewer line at 11/2H/19, 11/1/H/2, 11/1/H/5, M.M Ali Road and its surrounding areas in Ward No.77 (APAS/01/159/51/0001).** Estimated Amount (including GST & CESS) **: Rs.2,98,775.60.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 60 Days.**
2. NIT No. : KMC/IX/077/261/2025-2026/APAS
Name of work **: Repairing of I.P.S. passage at 1,2,3, Ekbalpore Road and surrounding area in Ward No.77 (APAS/01/159/75/0003).** Estimated Amount (including GST & CESS) **: Rs.1,99,728.44.** Earnest Msoney **: Rs.4,000.00.** Period of Completion **: 30 Days.**
3. NIT No. : KMC/IX/077/271/2025-2026/APAS
Name of work **: Maintenance of sewer line at 1,2,3, Ekbalpore Road in Ward No.77 (APAS/01/159/75/0002).** Estimated Amount (including GST & CESS) **: Rs.1,99,259.61.** Earnest Msoney **: Rs.4,000.00.** Period of Completion **: 30 Days.**
4. NIT No. : KMC/IX/082/143/2025-2026/ APAS (2nd Call)
Name of work **: Development of Toilet Block and some gate of latrine at 113, Chetla Road in Ward-82 (APAS/01/159/265/0003).** Estimated Amount (including GST & CESS) **: Rs.1,99,210.76.** Earnest Msoney **: Rs.4,000.00.** Period of Completion **: 45 Days.** Last date and time of submission of bid **: 07.03.2026 - 2 p.m. (for Sl.No.1 to 4).** Tender will be opened on **: 09.03.2026 - 2 p.m. (for Sl.No.1 to 4).** The bid forms and other details are available on and from **28.02.2026 - 2 p.m. (for Sl.No.1 to 4).** The website **https:// etender.wb.gov.in (for Sl.No.1 to 3) and https://tender.wb.nic.in (for Sl.No. 4).**

The **Executive Engineer (Civil), Br-XVI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :-
1. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XVI/143/051/ 25-26/UTTARAN
Name of work **: Const. of sanitary latrine at Chakthakurani and Dhalipara Slum Area in Ward No.143.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.4,49,390.05.** Earnest Money **: Rs.9,000.00.** Period of Completion **: 30 Days.**
2. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XVI/143/053/ 25-26/UTTARAN
Name of work **: Const. of sanitary latrine at 22 Bigha and Kalyannagar Slum Area in Ward No.143.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.3,98,950.66.** Earnest Money **: Rs.8,000.00.** Period of Completion **: 30 Days.**
3. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XVI/143/060/ 25-26/UTTARAN
Name of work **: Maint. of road with C.Conc. at Fakirdanga Bye Lane slum area near Pre.No.24/24 in Ward No.143.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.4,27,255.58.** Earnest Money **: Rs.9,000.00.** Period of Completion **: 30 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 09.03.2026 - 12 noon (for Sl.No.1 to 3).** The Tender will be opened on **: 11.03.2026 - 12 noon (for Sl.No.1 to 3).** The bid forms and other details are available on and from **28.02.2026 - 5 p.m. (for Sl.No.1 to 3)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 3).**

The **Executive Engineer (Civil), Br-II, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :-
1. NIT No. : KMC/EE(C)/BR II/016/17/2025-2026/UTTARAN (2nd Call)
Name of work **: Repairing of Uttaran IP, paver block surface at 19, Goabagan Street, 33, 34 Gorachand Bose Road, 32/2 Sahitya Parishad Street etc. in Ward No.16.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.3,80,883.57.** Earnest Money **: Rs.8,000.00.** Period of Completion **: 45 Days.**
2. NIT No. : KMC/EE(C)/BR II/018/023/2025-2026/UTTARAN (2nd Call)
Name of work **: Repairing of Uttaran sewer line, Pits C.P. at 16, Jadu Pandit Road, 10 Aurobinda Sarani, 1/2 Ramjoysil Lane and others Uttaran in Ward No.018.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.4,41,430.57.** Earnest Money **: Rs.9,000.00.** Period of Completion **: 30 Days.**
3. NIT No. : KMC/EE(C)/BR II/010/037/2025-2026
Name of work **: Restoration of IP and paver block surface at Shyambazar Street, Aurobinda Sarani, Raja Nabakrishna Street, disturbed by CESC Ltd. and naturally way in Ward No.10, Br-II.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.4,65,792.62.** Earnest Money **: Rs.9,400.00.** Period of Completion **: 60 Days.**
4. NIT No. : KMC/EE(C)/BR II/017/03/2026-2027
Name of work **: Urgent repairing of potholes/ Damaged Road surface etc. in Ward No. 17, Br-II.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.3,60,000.00.** Earnest Money **: Rs.7,200.00.** Period of Completion **: 180 Days.**
5. NIT No. : KMC/EE(C)/BR II/017/066/2025-2026/UTTARAN
Name of work **: Repairing of Uttaran sewer line, Pits, Gully PIT at 44D Masjid Bari Street, 26 Durga Charan Mitra Street and others Uttaran in Ward No.017.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.4,40,003.14.** Earnest Money **: Rs.8,900.00.** Period of Completion **: 30 Days.** Last date and time of submission of Bid **: 07.03.2026 upto 11 a.m. (for Sl.No.1 to 5).** Bid will be opened on **: 09.03.2026 at 11 a.m. (for Sl.No.1 to 5).** The bid forms and other details are available on and from **27.02.2026 at 5 p.m. (for Sl.No.1 to 5)** from the website **https:// etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 5).**

The **Executive Engineer (Civil), Br-X, KMC** invites online percentage rate e-tenders in two bid system for the following works :-
1. NIT No. : X/096/64/2025-2026 (3RD CALL)
Name of work **: Development of road surface from A/47 to A/50 Baghajatin in Ward No.096, Br-X.** Estimated Value (including GST & CESS) **: Rs.3,48,890.02.** Earnest Money **: Rs.7,000.00.** Time of Completion **: 45 Days.** Last Date and Time of Submission of Bid **: 09.03.2026 - 1 p.m.** Date and Time of Opening of Bid **: 11.03.2026 - 1 p.m.**
2. NIT No. : EEC/BX/91/PH/2026-27 (3rd Call)
Name of work **: Urgent repairing of potholes on road surface, IPS/Concrete/Paver Block passage etc. in Ward No.91, Br-X.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.4,10,000.00.** Earnest Money **: Rs.8,200.00.**
3. NIT No. : EEC/BX/100/PH/2026-27 (3rd Call)
Name of work **: Urgent repairing of potholes on road surface, IPS/Concrete/Paver Block passage etc. in Ward No.100, Br-X.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.3,00,000.00.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 300 Days (for Sl.No.2 & 3).**
4. NIT No. : X/094/042/2025-2026/APAS (4th Call)
Name of work **: Maintenance of Asphaltum Road from Premises No.60/7/1, H.P.D Lane to 60/10/1 H.P.D. Lane etc. in Ward-094, Br-X. (Scheme ID - APAS/01/152/27/0004).** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.1,66,299.78.** Earnest Money **: Rs.3,500.00.** Period of Completion **: 45 Days.**
5. NIT No. : X/100/047/2025-2026 (3rd Call)
Name of work **: Restoration of ASPF Road near 1/168, 8/1C, Naktala, Paver Block Footpath near 352 NSC Bose Road disturbed by CESC in Ward No.100, Br-X.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.4,48,488.12.** Earnest Money **: Rs.9,000.00.** Period of Completion **: 45 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 09.03.2026 - 5 p.m. (for Sl.No. 2 to 5).** Date and Time of Opening of Bid **: 11.03.2026 - 5 p.m. (for Sl.No.2 to 5).** The bid forms and other details are available on and from **28.02.2026 - 5 p.m. (for Sl.No.1 to 5)** from the website **https:// etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 5).**

2340 / 25-26

বিজ্ঞানে নারী, বিকশিত ভারতের চালিকাশক্তি

ড. অর্নব বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ এবছরের জাতীয় বিজ্ঞান দিবসের থিম- উইমেন ইন সায়েন্স ক্যাটালাইসিং বিকশিত ভারত অর্থা ভারতে নারীঃ বিকশিত ভারতের অনুঘটক- শুনতে বেশ অফিসিয়াল শোনালেও, কথাটার ভেতরে লুকিয়ে আছে একেবারে ঘরের গল্প।

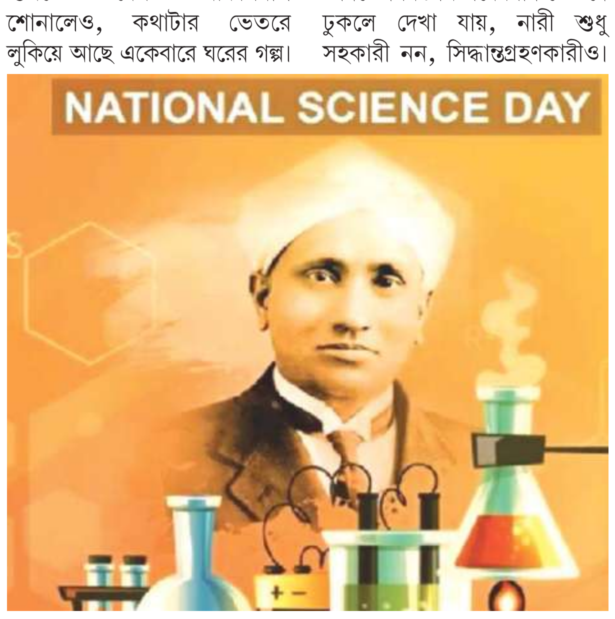

কারণ ভারতের বিজ্ঞান মানে এখনও অনেকের চোখে-একটা নীরব ল্যাব, সাদা কোট, ভারী যন্ত্র, আর দেয়ালে ঝোলানো কোনও এক পুরুষ বিজ্ঞানীর ফ্রেমবন্দি হাসি। সেই ছবিটা মিথ্যে নয়। কিন্তু সেটাই পুরো ছবি নয়। এই অসম্পূর্ণ ছবির মাঝখানেই দাঁড়িয়ে আছেন ভারতের অগণিত নারী বিজ্ঞানী- যাঁদের কাজ ছাড়া আজকের 'বিকশিত ভারত' শব্দদুটো আসলে অনেকটাই ফাঁকা স্লোগান হয়ে যেত। আমরা খুব সহজে বলি-নারীরা এখন এগিয়ে যাচ্ছে। প্রশ্ন হল, এগিয়ে যাওয়াটা কি শুধু কয়েকজন ব্যতিক্রমী মুখের সাফল্য, নাকি সেটি বিজ্ঞানচর্চার ভিত বদলে দিচ্ছে নারীর অংশগ্রহণ? আজ ভারতের বিজ্ঞান গবেষণার ভেতরে ঢুকলে দেখা যায়, নারী শুধু সহকারী নয়, সিদ্ধান্তগ্রহণকারীও। গবেষণার বিষয় বাছাই থেকে শুরু করে মাঠে নামা, ল্যাবের রাত জাগা, আন্তর্জাতিক জার্নালে পেপার প্রকাশ-সব জায়গায় তাঁদের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। তবু বাস্তবটা এত সরল নয়। নারী মানেই এখনও অনেক ক্ষেত্রে-ও তো বিয়ে করে চলে যাবে, ও তো বাচ্চা হলে প্রজেক্ট ছেড়ে দেবে, ও তো ফিল্ডে গেলে সমস্যা হবে-এই ধরনের অঘোষিত মন্তব্যের ভেতর দিয়েই বিজ্ঞানচর্চা শুরু করতে হয়। ফলত, ভারতের বিজ্ঞান ব্যবস্থায় নারী শুধু নতুন গবেষণা আনছেন না-তিনি বদলে দিচ্ছেন কাজের সংস্কৃতি। কাজ আর সংসারের মাঝখানে ভারসাম্যের লড়াই, নিরাপত্তা, সমান সুযোগ, সমান স্বীকৃতি-এই প্রশ্নগুলো বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের ভেতরে ঢুকিয়ে দিচ্ছেন নারীরাই। এখানেই ' কথাটা হঠাৎ খুব বাস্তব হয়ে ওঠে। কারণ নারী বিজ্ঞানীর উপস্থিতি মানে শুধু সংখ্যা বৃদ্ধি নয়। তার মানে গবেষণার বিষয় বদলাচ্ছে, অগ্রাধিকারের তালিকা বদলাচ্ছে। স্বাস্থ্য, পরিবেশ, পুষ্টি, জনস্বাস্থ্য, জলবায়ু পরিবর্তন, স্থানীয় সমস্যা- এই সব ক্ষেত্রে আজ ভারতের গবেষণায় আরও বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। এক কথায় বললে, বিজ্ঞান এখন শুধু ল্যাবের দেয়ালের মধ্যে বন্দিনেই। সমাজের ভেতরে ঢুকছে। বিশেষ করে কোভিড পরবর্তী ভারতে আমরা দেখেছি-ভ্যাকসিন গবেষণা থেকে শুরু করে জনস্বাস্থ্য নীতি পর্যন্ত, নারী বিজ্ঞানীদের ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। অথচ বৈজ্ঞানিক স্বীকৃতির সময়ে সংবাদ শিরোনামে তাঁদের নাম আসে না। আসলে ভারত এখনও নারী বিজ্ঞানীদের দেখে অনুপ্রেরণার গল্প হিসেবে। কিন্তু প্রয়োজন তাঁদের দেখা-ব্যবস্থার অংশ হিসেবে। বিজ্ঞান দিবসের মঞ্চে আমরা ছবি টাঙাই, ফুল দিই, বক্তৃতা করি। কিন্তু প্রশ্নটা আরও কঠিন- কতজন নারী গবেষক নিরাপদ কর্মপরিবেশ পান? কতজন মাতৃত্বকালীন বিরতির পরে আবার আগের জায়গায় ফিরতে পারেন? কতজন প্রকল্পপ্রধান হিসেবে সমান সুযোগ পান? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর না বদলালে, 'বিকশিত ভারত' শব্দবন্ধটা বিজ্ঞানের ভাষায় অপূর্ণ থেকে যাবে। তবে ভারত আজ প্রযুক্তিতে বড় হচ্ছে, মহাকাশে যাচ্ছে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে কথা বলছে। কিন্তু দেশের অর্ধেক জনসংখ্যাকে যদি গবেষণার মূল স্রোতে পুরোপুরি না আনা যায়, তাহলে সেই উন্নয়ন আসলে আধখানা। এবছরের বিজ্ঞান দিবসের থিম আমাদের একটাই কথা মনে করিয়ে দেয়- নারীকে পাশে বসিয়ে নয়, পাশে দাঁড় করিয়ে নয়-নারীকে নেতৃত্বে বসিয়েই তৈরি হবে আগামীর ভারত। আর সেই ভারত তৈরি হবে ল্যাবের টেবিলে, মাঠের গবেষণায়, হাসপাতালের ওয়ার্ডে, পাহাড়ি গ্রামে ডেটা সংগ্রহের খাতায়- যেখানে নারী বিজ্ঞানী আর ' নন, স্বাভাবিক। ভারতের উল্লেখযোগ্য কয়েকজন নারী বিজ্ঞানী-অসীমা চট্টোপাধ্যায়- চিকিৎসা ও জৈব রসায়নে ভারতের গবেষণাকে আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছে দিয়েছেন। টেসি থমাস-প্রতিরক্ষা গবেষণায় নেতৃত্ব দিয়ে প্রমাণ করেছেন, কৌশলগত বিজ্ঞানে নারী নেতৃত্ব কোনও ব্যতিক্রম নয়। কল্পনা চাওলা-মহাকাশ গবেষণায় ভারতের মেয়েদের স্বপ্নের জানলা খুলে দিয়েছেন। এই নামগুলো আসলে প্রতীক। বাস্তবে আরও অসংখ্য অচেনা নারী গবেষক প্রতিদিন নিঃশব্দে তৈরি করে চলেছেন বিকশিত ভারতের ভিত। (সহকারী অধ্যাপক, বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজ)

জাতীয় বিজ্ঞান দিবসের শপথ মহিলাদের জন্য বিজ্ঞান

ড. শুভব্রত রায় চৌধুরী
ভূতো পূর্ব উপাচার্য ও বিজ্ঞান সংগঠক

এবছর জাতীয় বিজ্ঞান দিবসে ভারত সরকার মহিলাদের বিজ্ঞান প্রসারের দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেছেন , উপনিবেশিক এক সময় ভারতবর্ষে কাদম্বিনী গাঙ্গুলী ,সুনিতা আগরওয়াল, অসীমা চট্টোপাধ্যায়, অবলা দাস, আনন্দী বাঈ জোশি প্রমুখ মহিলাদের অবদান ভোলার নয় । ভারতবর্ষের পটভূমিতে বিজ্ঞান দিবসে আত্মনির্ভর ভারত গড়ার প্রয়াসে বিকশিত ভারতবর্ষে মহিলাদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। বসন্ত সমাগত । আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে..........কবির কণ্ঠ পৌঁছে যায় বসন্ত প্রহরী কোকিলের কাছে । আজও কুহু ডাক কান পাতলে শহর বা গঞ্জে শোনা যায় । পলাশ, শিমুল যুগলবন্দী এখনো কি সেভাবে চোখে পড়ে? বাঁকুড়া- বীরভূম -পুরুলিয়া- ঝাড়গ্রাম গেলে পলাশ চোখে পড়ে। কিন্তু শিমুল? সেতো ক্রমশ দুষ্প্রাপের খাতায় নাম লিখিয়েছে । এমন করে যে গাছপালা ক্রমশ বিলুপ্তির প্রহর গুনছে, তা তো বলে শেষ করা যাবে না। জলধর - জলভরা স্লোগানের কার্যকারিতা কতটা নজরে পড়েছে, তা প্রত্যক্ষদর্শীরা বলতে পারেন। বার্ষিক বৃষ্টিপাত তেমন হের ফের না থাকলেও জলাভূমি যে জলশূন্য খাল- বিল -পুকুর -নদী -নালা শুষ্ক কঠিন মৃত্যু দশা আজ খুবই পরিচিত দৃশ্য । মাছ হারিয়ে যাচ্ছে(চুনো মাছ বা রানী মাছ), জলজো প্রাণী- পোকামাকড় জলজ গাছপালা অতি বিপন্ন। পাহাড় ,পর্বত নিঃ শ্বেসিত- সম্পদ আহরণের প্রতিযোগিতায় । চারিদিকে প্লাস্টিক মোরকের ছয়লাভ ।আলপিন টু এলিফ্যান্ট এখন প্লাস্টিক জ্যাকেট

বন্দি ।যাবতীয় খাবার এবং ব্যবহার্য সামগ্রী প্লাস্টিক মোড়কে আচ্ছাদিত। এ থেকে মুক্তি নিশ্চিতভাবে অধরা । প্লাস্টিক -আবর্জনা প্রত্যাহার নিয়ে যাবতীয় আন্দোলন কি লোক দেখানো তামাশা? সমুদ্রের তলদেশে যে পরিমাণ প্লাস্টিক আবর্জনা জমা হয়েছে তা ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। সব দেশের সরকার প্লাস্টিক উপাদন কারখানা বন্ধে নারাজ । কারণ ব্যবসা । ভোটে অবিশ্বাস্য পরিমাণ প্লাস্টিক ব্যবহৃত হয় । পান- বিড়ি -সিগারেট- গুটকা যাবতীয় তামাক বস্তু আজও জনপিয়তার শীর্ষে । অসুখ বিসুখ হলে তখন ভাবা যাবে আগে তো সুখ করে নিই । প্রমোটারি ব্যবসা সবখেকে লাভজনক তাই যত্রতত্র ফ্ল্যাট নির্মাণের আগ্রহ ও সহযোগিতা সবার আগে। পরিবেশ গোল্লায় যাক। নিজেদের ভোগ-লালসায় সবাই মত্ত আখের গোছানোর তাগিদে। পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎস অতি ধিমে তালে এগোচ্ছে । কয়লা খনি থেকে সরকারের আয় কম নয়, তাই কয়লা ব্যবহার অগ্রাধিকার তালিকার শীর্ষে। যাবতীয় গ্রীন হাউস গ্যাসের অন্যতম প্রধান বিপদজনক উৎস কয়লা পোড়ানো। কৃষি বর্জ্য পোড়ানো থেকেও কার্বন-ডাই- অক্সাইড উৎপাদন ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। যত্রতত্র গাছ কাটা অতি অবাধ গতিতে এগিয়ে চলেছে। পৌরসভা- শহরের নানা আবর্জনা পরিবেশ দূষণ বাড়াচ্ছে। পরিবেশ বান্ধব জীবনযাত্রা আর চোখে পড়ে না বললেই চলে। সরকারি তরফে জৈব সহনশীল কৃষিকাজ বন্ধ করায় বিভিধ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। জলনির্ভর কৃষি কাজ একাই পৃথিবীকে জলশূন্য করতে বদ্ধপরিকর। গাড়ির ধুলো ,ধোঁয়া কলকারখানার ধোঁয়া রাসায়নিক দূষণ বাড়াচ্ছে অতি দ্রুততায়। দূষিত পরিবেশে পানীয় জল সংকটে মানুষের প্রধান দুর্গতি বলে আজ চিহ্নিত ,এবং সুস্থ সবল নির্মল জীবন যাপন আজ অধরা শুধু নয় অবলুপ্তির পথে। বিজ্ঞান দিবস আসে আর যায় কিন্তু সামগ্রিক অবস্থা যথাপূর্বং...... কোন হেলদোল নেই। দিন কাটানোর গয়াং গচ্ছ গতানুগতিকতা আজ সুপরিচিত। রাজনীতির আবর্তন ও সেই রকমই যত অনৈতিকতার দুর্নীতির রমরমা ততই সমাজ কাঠামো পঙ্গু থেকে পঙ্গুতর। স্বনির্ভরতার স্লোগান শোনাছি স্বাধীনতার ৭৮ বছর ধরেই । পুষ্পক রথে চেপে আনন্দ- ফূর্তিতেই আমরা মত্তো বিজ্ঞান গবেষণায় । প্রায় সব বিভাগেই আমরা নিশ্চিতভাবে দ্বিতীয় শাড়িতে। স্কুল ,কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম নয় পাঠদান পদ্ধতি তেই রয়েছে ভয়ংকর ফাঁকি। পরাধীন দেশের বিজ্ঞানে যে মৌলিক প্রতিভা আমরা বিকশিত হতে দেখেছি, এখন তা অধরা কেন? এই প্রশ্ন আজ জোরালো হোক বিজ্ঞান দিবস পালনের আবহে।

বিজ্ঞান দিবসে বাঙালি মহিলা বিজ্ঞানীদের অবদান

বেবী সরদার, সঞ্চালিকা, রেডিও কলকাতাঃ জাতীয় বিজ্ঞান দিবসে বাঙালি মহিলা বিজ্ঞানীদের অবদান গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। তাঁরা প্রতিকূলতা অতিক্রম করে গবেষণা ও আবিষ্কারের মাধ্যমে সমাজে গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। অসীমা চ্যাটার্জী, জৈব রসায়নে অসামান্য অবদান রাখেন। ম্যালেরিয়া ও ক্যান্সার প্রতিরোধে তাঁর গবেষণা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে। বিভা চৌধুরী,কসমিক রে নিয়ে গবেষণার জন্য পরিচিত এবং তিনি ভারতের প্রথম দিকের মহিলা পদার্থবিজ্ঞানীদের একজন। এছাড়া , সাবিত্রী মিত্র পদার্থবিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য কাজ করেন এবং শিক্ষাক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তাঁদের অধ্যবসায় প্রমাণ করে যে বিজ্ঞানচর্চায় নারীরা সমান দক্ষ ও সক্ষম। বিজ্ঞান দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয়- বিজ্ঞান ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ দেশের অগ্রগতির জন্য অত্যন্ত জরুরি। বাঙালি মহিলা বিজ্ঞানীদের সাফল্য নতুন প্রজন্মের মেয়েদের স্বপ্ন দেখতে ও গবেষণায় এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করে। মহিলাদের বিজ্ঞান প্রসারের দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেছেন, উপনিবেশিক এক সময় ভারতবর্ষে ডঃ কাদম্বিনী গাঙ্গুলী, সুনিতা আগরওয়াল ,অসীমা চট্টোপাধ্যায় ,অবলা দাস, আনন্দী বাঈ জোশি প্রমুখ মহিলাদের অবদান ভোলার নয়। ভারতবর্ষের পটভূমিতে বিজ্ঞান দিবসে আত্মনির্ভর গড়ার প্রয়াসে বিকশিত ভারতবর্ষে মহিলাদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। বর্তমানে আমাদের দেশের স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে পাঠক্রম নয় পাঠদান পদ্ধতিতে রয়েছে ভয়ংকর ফাঁকি ।

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের ৫১০টি ট্রিপে মোট ৯৪টি হোলি স্পেশাল ট্রেন

গোরক্ষপুর, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের বিভিন্ন স্টেশন থেকে শুরু করে মেট্রো এবং দেশের অন্যান্য প্রধান শহরগুলিতেদিন দিন শহরে ভ্রমণকারী যাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। হোলি উসব উপলক্ষে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড়ের কথা মাথায .রেখে, রেকর্ড সংখ্যক হোলি স্পেশাল ট্রেন চালানো হচ্ছে। এই ট্রেনগুলি উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে .স্টেশন থেকে আম্বালা, অমৃতসর, চণ্ডীগড়, কলকাতা (শিয়ালদহ), ধানবাদ, আসানসোল, নয়াদিল্লি, হায়দ্রাবাদ, পুনে, মুম্বাই, গোন্ডিয়া, পুরী, রাজকোট, ভালসাদ, ভদোদরা, গুয়াহাটি, রাঁচি, শ্রী গঙ্গানগর, জয়পুর, যোধপুর ইত্যাদি শহরে চলাচল করছে।হোলি উসবের পর যাত্রীদের তাদের গন্তব্যে ফিরে যাওয়ার ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা মাথায় রেখে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের বিভিন্ন স্টেশন থেকে মেট্রোপলিটন শহর এবং দেশের অন্যান্য প্রধান শহরগুলিতে ৩৪২টি ট্রিপে ৬৪টি হোলি স্পেশাল ট্রেন চালানো হচ্ছে। এছাড়াও, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের বিভিন্ন স্টেশন থেকে দেশের প্রধান শহরগুলিতে ১৬৮টি ট্রিপে ৩০টি হোলি স্পেশাল ট্রেন চালানো হচ্ছে। এভাবে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের স্টেশনগুলি থেকেএর মধ্য দিয়ে ৫১০টি ট্রিপে মোট ৯৪টি হোলি স্পেশাল ট্রেন চালানো হচ্ছে। এই হোলি স্পেশাল ট্রেনগুলিতে ভ্রমণ করার মাধ্যমে, রেল যাত্রীরা তাদের যাত্রা সহজ এবং উপভোগ্য করতে পারবেন।উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের গোরখপুর থেকে কলকাতা (শিয়ালদহ - ০৬ ট্রিপ), আসানসোল (০৬ ট্রিপ), ধানবাদ (০২ ট্রিপ), মুম্বাই (ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ টার্মিনাস - ৩২ ট্রিপ এবং পুনে ৩২ ট্রিপ), নিউ দিল্লি (১৪ ট্রিপ), গুযাংহাযার (১৪ ট্রিপ), গুহাঙ্গিযা.(১৪ ট্রিপ), ধানবাদ (০৬ ট্রিপ) এর মতো দেশের বড় শহরগুলিতে হোলি স্পেশাল ট্রেন চালানো হচ্ছে। রাঁচি (১০ ট্রিপ) এবং ভাদোদরা (১০ ট্রিপ), হায়দ্রাবাদ (০৮ ট্রিপ), শ্রী গঙ্গানগর (১০ ট্রিপ), যোধপুর (০৮ ট্রিপ) ইত্যাদি। এছাড়াও, গোমতী নগর থেকে জয়পুর (খটিপুরা-০৮ ট্রিপ) এবং পুরী (মালতিপতপুর-০৮ ট্রিপ) এবং পুরী (মালতিপতপুর-১০ ট্রিপ), মুম্বাই থেকে বানরসারা (৮ ট্রিপস), বার্হনী নগর থেকে জয়পুরের মধ্যে হোলি স্পেশাল ট্রেন চালানো হচ্ছে। তিলক টার্মিনাস-০৮ ট্রিপ এবং মুম্বাই সেন্ট্রাল-০৮ ট্রিপ, ছাপরা থেকে গোদিয়া (০২ ট্রিপ), মাউ থেকে আম্বালা ক্যান্ট (০৮ ট্রিপ), যোধপুর (১০ ট্রিপ), ভালসাদ (০৪ ট্রিপ) এবং ভাদোদরা (১২টি ট্রিপ), গাজীপুর শহর থেকে মুম্বাই (পুনে-০৮টি ট্রিপ), প্রয়াগরাজ রামবাগ থেকে অযোধ্যা ক্যান্টনমেন্ট (২০টি ট্রিপ), লালকুঁয়া থেকে রাজকোট (১০টি ট্রিপ), কলকাতা (০৮টি ট্রিপ) এবং কিষাণগঞ্জ (০৮টি ট্রিপ), তনকপুর থেকে আছনেরা (৪৬টি ট্রিপ).

রেলওয়ের জমির সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সমন্বিত দখল বিরোধী অভিযান

মালিগাঁও, ২৭ফেব্রুয়ারিঃ রেলওয়ে পরিকাঠামো রক্ষা এবং সুরক্ষিত ট্রেন চলাচল নিশ্চিত করার দৃঢ় সংকল্প প্রদর্শন করে, উত্তর-পূর্বসীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সাথে সমন্বয়ে, ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এ অনুষ্ঠিত দুই দিনের অভিযানের সময় তার আওতাধীন একাধিক স্থানে ব্যাপক দখল বিরোধী অভিযান চালায়। এই পদক্ষেপটি রেলওয়ের জমি সুরক্ষা, কর্মক্ষমদক্ষতা বৃদ্ধি এবং পরিকাঠামো গত সুরক্ষা মজবুত করার জন্য উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের নিরন্তর প্রচেষ্টার অংশ। পশ্চিমবঙ্গের অভিযানে জলপাইগুড়ি জেলার নাগরাকাটা রেলওয়েস্টেশন এবং চাল সা রেলওয়ে স্টেশনের মধ্যবর্তী সেকশন,পাশাপাশি আলিপুরদয়ার জেলার দলগাঁওরেলওয়ে স্টেশনেরয়ার্ড এলাকাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। অসমে যোরহাট জেলার মরিয়নি রেলওয়ে স্টেশনের কাছে এবং কামরূপ (মেট্রো) জেলারগুয়াহাটি রেলওয়েস্টেশন এবং কামাখ্যা রেলওয়েস্টেশনের মধ্যবর্তীরেল লাইনেও একই রকম উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়।অভিযানের সময় মোট৩৭টি অননুমোদিত স্ট্রাকচার্স ভেঙেফেলার পাশাপাশি রেলওয়ের জমি থেকে ছয়টি সিমেন্টে র খুঁটি অপসারণ করা হয়েছে। এই অভিযানের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিলগুয়াহাটি রেলওয়েস্টেশন এবং কামাখ্যা রেলওয়ে স্টেশনের মধ্যে বৃহপরিসরে উচ্ছেদ অভিযান, যেখানে ৩৫টি

আফগানিস্তানের ২২ স্থানে হামলা

দক্ষিণ এশিয়ার অস্থির ভূরাজনীতিতে নতুন করে আগুন জ্বালাল পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সংঘাত। পাকিস্তানের দাবি, আফগানিস্তানের ২২টি স্থানে সমন্বিত সামরিক হামলা চালিয়ে ২৭৪ জন তালিবান যোদ্ধাকে হত্যা করা হয়েছে।

‘এপস্টেইন সঙ্গে সম্পর্ক ছিল বড় ভুল’, প্রকাশ্যে দুঃখপ্রকাশ বিল গেটসের

লন্ডন, ২৭ ফেব্রুয়ারীঃ এপস্টেইন-কাণ্ডে নাম জড়ানো নিয়ে অবশেষে প্রকাশ্যে দু ঃ খপ্রকাশ করলেন বিল গেটস । অতীতের সম্পর্ককে একটি বিশাল ভুল বলে স্বীকার করে তিনি জানান, এই ঘটনার জেরে যাঁরা আঘাত পেয়েছেন, তাঁদের কাছে তিনি ক্ষমাপ্রার্থী। দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক এআই সম্মেলনে তাঁর বক্তৃতা বাতিল হওয়ার পরই ফের নতুন করে বিতর্কের কেন্দ্রে উঠে আসে তাঁর নাম।জানাগিয়েছে ' ফাউন্ডেশন'-এর তরফে স্পষ্ট করা হয়েছে যে এপস্টেইন-সম্পর্কিত বিতর্কে নিজের দায় স্বীকার করেছেন গেটস। তিনি মাইক্রোসফ্টের এক অভ্যন্তরীণ বৈঠকে কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, এপস্টেইনের সঙ্গে সময় কাটানো এবং ফাউন্ডেশনের ঊর্ধ্বতন কর্তাদের তাঁর সঙ্গে বৈঠকে যুক্ত করা-এটি ছিল বড় ভুল। পাশাপাশি তাঁর সংযোজন, আমি কোনও অবৈধ কাজ করিনি এবং তেমন কিছু প্রত্যক্ষও করিনি। আমেরিকার কুখ্যাত অর্থলগ্নিকারী ও যৌন অপরাধে অভিযুক্ত এপস্টেইন-এর সঙ্গে গেটসের যোগাযোগের বিষয়টি প্রথম বড় আকারে সামনে আসে চলতি বছরের জানুয়ারিতে। প্রকাশিত একাধিক নথি ও ইমেলের ভিত্তিতে দাবি করা হয়, এপস্টেইনের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছিল গেটসের। এমনকি কিছু রিপোর্টে আরও গুরুতর অভিযোগও তোলা হয়-যার মধ্যে ছিল রুশ মহিলাদের সঙ্গে সম্পর্ক, গুরুতর যৌনরোগে আক্রান্ত হওয়া এবং বিষয়টি গোপন রাখার চেষ্টা। এই সব অভিযোগকে শুরু থেকেই সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বলে দাবি করে আসছেন গেটসের মুখপাত্র। তাঁর বক্তব্য, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে গেটসের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার জন্যই এ ধরনের দাবি ছড়ানো হয়েছে। মার্কিন বিচার বিভাগের প্রকাশিত প্রায় ৩৫ লক্ষ পাতার নথি, হাজার হাজার ভিডিও ও লক্ষাধিক ছবিতে একাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তির নাম উঠে এসেছে বলে দাবি। সেই তালিকায় রয়েছেন প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, শিল্পপতি মাস্ক-সহ আরও অনেকে। যদিও নথিতে নাম থাকা মানেই অপরাধে জড়িত থাকা নয়-এ কথাও বিশেষজ্ঞদের একাংশ মনে করিয়ে দিয়েছেন। প্রকাশিত কিছু ইমেলে দাবি করা হয়েছে, গেটস নাকি রুশ মহিলাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন এবং এপস্টেইন সেই ব্যবস্থায় সাহায্য করেছিলেন। আরও অভিযোগ, আক্রান্ত হওয়ার পর বিষয়টি গোপন রাখতে তিনি স্ত্রী Melinda Gates-কে অ্যান্টি বায়োটিক খাওয়ানোর চেষ্টা করেন। তবে এই সমস্ত অভিযোগই অস্বীকার করেছেন গেটসের ঘনিষ্ঠ মহল। গেটস তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট করেন, আমি কখনও এপস্টেইনের আশপাশের মহিলাদের সঙ্গে সময় কাটাইনি বা নির্যাতিতাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম না। তাঁর দাবি, এপস্টেইনের কোনও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তিনি জড়িত নন এবং সেসব সম্পর্কে অবগতও ছিলেন না। এদিকে, পারিবারিক অশান্তির প্রসঙ্গও নতুন করে সামনে এসেছে। অভিযোগ রয়েছে, গেটস দম্পতির ব্যক্তিগত জীবনে টানাপোড়েনের সময় এপস্টেইন নানাভাবে হস্তক্ষেপ করেছিলেন। কিছু ইমেলে এমনও দাবি করা হয়েছে, গেটস নাকি এপস্টেইনকে অনুরোধ করেছিলেন তাঁর সম্পর্কে ব্যক্তিগত বর্ণনামূলক ইমেল মুছে ফেলতে। যদিও গেটসের মুখপাত্রের বক্তব্য, এই সমস্ত দাবি কল্পনাপ্রসূত এবং অসত্য। অতীতে এপস্টেইনের বিরুদ্ধে গেটসকে ব্ল্যাকমেল করার অভিযোগও উঠেছিল। মার্কিন সংবাদপত্র The Wall Street Journal-এর এক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, ২০১৭ সালে রাশিযার এক ব্রিজ খেলোয়াড়ের সঙ্গে গেটসের সম্পর্ক ফাঁস করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন এপস্টেইন। যদিও সেই অভিযোগও কখনও আদালতে প্রমাণিত হয়নি। উল্লেখ্য, যৌন পাচার ও অপ্রাপ্তবয়স্কদের নির্যাতনের অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়ার পর ২০১৯ সালে জেলে আত্মহত্যা করেন এপস্টেইন। তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও প্রাক্তন সঙ্গিনী Ghislaine Maxwell বর্তমানে কারাবন্দি।

NAME CHANGE

I, Mohammad Razi Alam (Old Name) S/o Md. Elias Residing at 11, Kabitirtha Sarani, P.o - Khidder Pur, P.s - Watgung, District - Kolkata, Pin - 700023, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Md. Razi Alam (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 27-02-2026. Mohammad Razi Alam (Old Name) and Md. Razi Alam (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Madhuchhanda Modak (Old Name) W/o Soumya Mukherjee Residing at F-LC, 13, Purti Flowers BBT Road, P.o+P.s - Maheshtala, District - South 24 Parganas, Pin - 700141, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Madhuchhanda Mukherjee (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 27-02-2026. Madhuchhanda Modak (Old Name) and Madhuchhanda Mukherjee (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, NOZIBAR MUKTI (old name) S/O SOLEMAN MUKTI residing at Akanda beria, po- Harda Basisthad, Pin-743425 ,W.B, India, have changed my name and shall henceforth be known as NAJIBAR MUKTI (new name), as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) Basirhat , (Sl. No. -16742) Dated 25/08/2025 NAJIBAR MUKTI ((new name) and NOZIBAR MUKTI (old Name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি ইসমা খাতুন স্বামী রেজাউল ঘরামী গ্রাম গোখুরাপোতা পোঃ চারাতলা , নদীয়া। আমার আসল নাম ISMA KHATUN যেটা আধার কার্ডে আছে । আমার কন্যা রাহিনা খাতুন এর জন্ম সার্টিফিকেটে আমার নাম আছে ISMATARA KHATUN GHARAMI. ইং-23.12.2025 তারিখের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্টেট কৃষ্ণনগর কোর্টের এফিডেভিট বলে ISMA KHATUN ও ISMATARA KHATUN GHARAMI উভয়েই একই ব্যক্তি হলাম। আসল নাম ISMA KHATUN

NAME CHANGE

I AZAD AKHTER S/O MD KHALIL residing at 168/Q, Keshab Chandra Sen Street, P.O.& P.S.-Amherst Street, Kolkata-700009, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as MD AZAD AKHTER as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit No 18, Dated 27/02/2026. AZAD AKHTER and MD AZAD AKHTER both are same and identical person.

NAME CHANGE

I, Subash Chandra Biswas (old name) S/o- Late Bhanu Ch Biswas residing at 93/3 Karbala Road, Cossimbazar, Berhampore, Dist-Murshidabad, Pin-742102 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from SUBASH CHANDRA BISWAS to SUBASH CH BISWAS and henceforth I shall be known as SUBASH CH BISWAS (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 27/02/2026. SUBASH CHANDRA BISWAS (old name) and SUBASH CH BISWAS (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I GHAZALA NASREEN W/O MD AZAD AKHTER residing at 168/Q, Keshab Chandra Sen Street, P.O.& P.S.-Amherst Street, Kolkata-700009, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as GHAZALA AZAD as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit No 18, Dated 27/02/2026. GHAZALA NASREEN and GHAZALA AZAD both are same and identical person.

NAME CHANGE

I, SRINIVASA GOPALAN (old name) S/o Late V. Rangaswamy residing at 82, Ramkrishnapur Lane, Shivam Residency, Block-C, 3rd Floor, Howrah-711102, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as R MURALEEDHARAN (New Name) as declared before the Ld. Executive Magistrate 1st Class at Howrah dated 21/02/26. R MURALEEDHARAN and SRINIVASA GOPALAN both are same and identical person.

NAME CHANGE

OLD NAME AFCHHAR SK R/O VILL + P.O RUKUNPUR P.S DHUBULIA DIST NADIA DO HERE BY DECLARE I TOSIM SEKH I HAVE CHANGED MY FATHER NAME AFCHAR SK TO AFCHHAR SEKH AND HENCE FORTH MY FATHER KNOWN AS AFCHHAR SEKH IN ALL PURPOSE VIDE AFFIDAVIT BEFORE EXECUTIVE MAGISTRATE COURT KRISHNAGAR ON 17-10-2025. MY FATHER AFCHHAR SEKH AND AFCHAR SK BOTH ARE SAME PERSON.

NAME CHANGE

I, VIJAYAVALLI alias M.RADHA (old name) W/o R MURALEEDHARAN residing at 82, Ramkrishnapur Lane, Shivam Residency, Block-C, 3rd Floor, Howrah-711102, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as RADHA MURALEEDHARAN (New Name) as declared before the Ld. Executive Magistrate 1st Class at Howrah dated 21/02/26. RADHA MURALEEDHARAN, M.RADHA and VIJAYAVALLI all are same and identical person.

NAME CHANGE

I, Sanjay Kumar Banerjee (old name) Son of Late Narayan Chandra Banerjee, residing at 32, Narayan Roy Road, Po-Barisha,Ps-Thakurpukur, Kolkata-700008, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Sanjay Banerjee (new name), as declared before the notary public at Alipore, vide an affidavit dated 11/06/2025. Sanjay Kumar Banerjee (old name) and Sanjay Banerjee (new name) both are same and one identical person.

AFFIDAVIT

I, Sanjoy Oraon, S/O Fransish Oraon, resident of Paglidhura, P.O. Shikarpur. P.S. Rajganj, Dist. Jalpaiguri, My Driving License vide DL No. WB71 20160915017 my actual name and date of birth is Sanjoy Oraon and 01-05-1996. but wrongly recorded as Sanjay Oraon and 04-05-1991. On 20.02.2026 Ld. Judicial Magistrate at Jalpaiguri vide affidavit SL. No. 6107 that Sanjoy Oraon 01-05-1996 and Sanjay Oraon & 04-05-1991 are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Runa Banerjee (Old Name) wife of Syed Sarwer Imam Resident of C-219,Action Area-1,Street No-217,P.O & P.S-New Town,Dist-North 24 Parganas,Pin-700156.W.B have changed my name and shall henceforth be known as Runa Bandyopadhyay (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 24.02.2026.That Runa Banerjee (Old Name) and Runa Bandyopadhyay (New Name) both are the same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Pradip Let, SO Sukumar Let, গ্রামঃ পোঃ ঘোষগ্রাম, থানাঃ মল্লারপুর, বীরভূমের বাসিন্দা। আমার আসল জন্ম তারিখ ২০.০৫.১৯৮৮, যা মাধ্যমিক এডমিড কার্ড, মার্কশিট, শংসাপত্র এবং প্যান কার্ডে লিপিবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু আধার কার্ডে আমার জন্ম তারিখ করা হয়েছে ২০.০৫.১৯৯৮. ১১.০২.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি আমার আসল জন্ম তারিখ ২০.০৫.১৯৮৮.

NAME CHANGE

I, Dinesh Kumar Maini (Old Name) son of Late Gyan Chand Maini Resident of ,5 th Floor,Flat No-500,49,Mahesh Pal Lane, P.O-Santragachi,P.S-Chatterjeehat,Dist-Howrah,Pin-711104. W.B., have changed my name and shall henceforth be known as Dinesh Maini (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 27.02.2026.That Dinesh Kumar Maini (Old Name) and Dinesh Maini (New Name) both are the same and one identical person.

NAME CHANGE

I,Syed Abdul Monayem S/o Majibur Rahaman Residing at Aditya Tower,Block-B,Flat-3C,185,Jassore Road,Shyamnagar,Bangur Avenue,Kolkata-700055,Dist-North 24Parganas,Wb. Shall henceforth be known as Abdul Monayem declared before the Notary Public at Kolkata. date-27.02.2026.Affidavit No.04. That Syed Abdul Monayem and Abdul Monayem both are the same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sanjay Das (Old Name) son of Late Hira Lal Das Resident of 7C,Annada Banerjee Lane,P.O-L.R.Sarani,P.S-Bhawanipore, Kolkata-700020.W.B., shall henceforth be known as Sanjay Kumar Das (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata at CMM’S Court on 24.02.2026.So, Sanjay Das (Old Name) and Sanjay Kumar Das (New Name) is the same and one identical person.

NAME CHANGE

I,Syed Md Shoaib S/o Abdul Monayem Residing at Aditya Tower,Block-B,Flat-3C,185,Jassore Road,Shyamnagar,Bangur Avenue,Kolkata-700055,Dist-North 24Parganas,Wb. Shall henceforth be known as Syed Mohd Shoaib declared before the Notary Public at Kolkata. date-27.02.2026. Affidavit No.02.That Syed Md Shoaib and Syed Mohd Shoaib both are the same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Shrabani Das Sen (Old Name) wife of Tarak Nath Sen Resident of ,Flat-202,Taramaa Apartment, 121/1, Ramkrishnagarh, Manikpur, P.O-Italgacha,P.S-Dum Dum,Dist-North 24 Parganas, Pin-700079. W.B., have changed my name and shall henceforth be known as Shrabani Sen (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 26.02.2026.That Shrabani Das Sen (Old Name) and Shrabani Sen (New Name) both are the same and one identical person.

NAME CHANGE

I,Indrani Ganguly W/o Abir Mukherjee Residing at 28,Beni Banerjee Avenue, Garfa, Dhakuria,Kolkata-700031,WB.Wb. Shall henceforth be known as Indrani Mukherjee Ganguly declared before the Notary Public at Kolkata. date-27.02.2026.Affidavit No.03.That Indrani Ganguly and Indrani Mukherjee Ganguly both are the same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Kajal Bhattacharyya (Old Name) wife of Kanchan Bhattacharjee Resident of ,36/5,Pasupati Bhattacharjee Road,P.O-Purba Putiary, Kolkata-700041. W.B., have changed my name and shall henceforth be known as Archana Bhattacharjee (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 27.02.2026. That Kajal Bhattacharyya (Old Name) and Archana Bhattacharjee (New Name) both are the same and one identical person.

NAME CHANGE

I,Md.Hasim S/O Late Md. Abdulla residing at 30/03,Angus line,P.O.-Angus,P.S.-Bhadreswar,Dist-Hoohgly,Pin-712221.Wb.That my Son’s Md.Karim Admit card and School all documents my name wrongly recorded as Md.Hashim instead of Md.Hasim vide an affidavit (affidavit no 2296)before the 1st class judicial magistrate at Chandannagar.Date-24.02.2026.That Md.Hasim and Md.Hashim both are the same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Jitendra Sinolia (Old Name) S/o Atma Ram Sinolia Residing at Flower Valley, Block-A4, Flat-202, 493/B G T Road, Shibpur, Vtc - Howrah, P.o - Sibpur, District - Howrah, Pin - 711102, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Jitendra Kumar Sinolia (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 67/2026 Dated 27-02-2026. Jitendra Sinolia (Old Name) and Jitendra Kumar Sinolia (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sarmistha Sengupta (Old Name) W/O Soummyodeep Sengupta Residing at Flat no-3C, Block 2, Sunland Residency, 3rd Floor, Jogardanga, Rajarhat Main Road, Kolkata, Pin - 700136, District-North 24 Parganas, State-West Bengal, India , have changed my name and shall henceforth be known as Sarmistha Mazumder Sengupta (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 66/2026 Dated 27-02-2026. Sarmistha Sengupta (Old Name) and Sarmistha Mazumder Sengupta (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Ersad Dhabak (Old Name) S/o Aminur Dhabak Residing at Barachupria, Vtc+P.o - Chupria, District - Nadia, Pin - 741502, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Ersad Ali Dhabak (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 64/2026 Dated 27-02-2026. Ersad Dhabak (Old Name) and Ersad Ali Dhabak (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sankar Narayan Mukherjee (Old Name) S/o Late Nilachal Mukherjee Residing at Flat M43, Block M-Ideal Enclave Phase 1, Rajarhat Main Road, Oposite Derogio College, P.o - Rajarhat Gopalpur, P.s - Narayanpur, District - North 24 Parganas, Pin - 700136, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Sankar Mukherjee (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 27-02-2026. Sankar Narayan Mukherjee (Old Name) and Sankar Mukherjee (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Siddhartha Gupta (Old Name) S/o Bijoy Kumar Gupta Residing at 52/2, Surya Sen Road, Baranagar (M), Alam Bazar, District - North 24 Parganas, Pin - 700035, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Siddharth Gupta (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 68/2026 Dated 27-02-2026. Siddhartha Gupta (Old Name) and Siddharth Gupta (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Hashibul Mondal (Old Name) S/o Chandu Mandal Residing at Poshim Bajitpur, Garapota, P.o - Garapota-Nadia, District - Nadia, Pin - 741502, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Hasibul Mandal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 63/2026 Dated 27-02-2026. Hashibul Mondal (Old Name) and Hasibul Mandal (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Abdul Rahman Mondal (Old Name) S/o Madhu Mandal Residing at Mayurhat, Hanskhali, District - Nadia, Pin - 741502, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Abdul Rahaman Mandal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 65/2026 Dated 27-02-2026. Md Abdul Rahman Mondal (Old Name) and Abdul Rahaman Mandal (New Name) both are same and one identical person.

মানসিক অশান্তির জেরে একসঙ্গে মৃত মা ও ছেলে, শোকের ছায়া গ্রামে

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ মানসিক অশান্তির জেরে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করল মা ও ছেলে। শুক্রবার দুপুরে মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের কান্দি থানার মাধুনিয়া গ্রামে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে মৃতদের নাম অজিত রায় (২৬) এবং দোলন রায় (৫১)। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, অজিত রায় শারীরিকভাবে বিশেষভাবে সক্ষম ছিলেন। তাঁর মা দোলন রায় গৃহ পরিচারিকার কাজ করে সংসার চালাতেন। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরেই মা ও ছেলে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। শুক্রবার দুপুরে দোলন রায় তাঁর ছেলেকে বিষ খাইয়ে নিজেও আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। স্থানীয় বাসিন্দারা খবর পেয়ে তাঁদের উদ্ধার করে প্রথমে কান্দি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে অজিত রায়কে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন এবং শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁর মা দোলন রায়কে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়। কিন্তু সেখানে নিয়ে যাওয়ার পথেই মৃত্যু হয় দোলনের। মা ও ছেলের এই আকস্মিক মৃত্যুতে গ্রাম জুড়ে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। মৃতদের কোনও আত্মীয় পরিজন না থাকায় গ্রামবাসীরাই তাঁদের শেষকৃত্য করার কাজে এগিয়ে এসেছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দেহগুলো ময়নাতদন্তের পর তুলে দেওয়া হবে গ্রামবাসীদের হাতেই। রাজা সিং নামে মাধুনিয়া গ্রামের এক বাসিন্দা জানান, অভিজিত তাঁর মায়ের সাথে আমাদের গ্রামেই থাকতো। সে শারীরিকভাবে বিশেষভাবে সক্ষম ছিল। হয়তো তাঁদের সংসারে কোনও অশান্তি ছিল। কিন্তু ঠিক কী কারণে এই ঘটনা ঘটলো তা আমরা বুঝতে পারছি না। অভিজিতকে যখন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তখন সে জানিয়েছে, তাঁর মা তাঁকে বিষ খাইয়ে নিজে বিষ খেয়েছে। তিনি আরও বলেন, আমরা প্রতিবেশীরা যখনই এই খবর জানতে পারি, তারপরই তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করি। কিন্তু কোনভাবেই তাঁদের মৃত্যু ঠেকাতে পারলাম না। তাঁদের যেহেতু কোনও আত্মীয় স্বজন নেই, তাই আমরা প্রতিবেশীরা মিলেই তাঁদের শেষকৃত্য সম্পন্ন করব। আশিস দাস নামে আর এক গ্রামবাসী জানান, খুবই দরিদ্র একটি পরিবার। মা অন্যের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করে দিন চালাতেন। অভিজিত শারীরিকভাবে বিশেষভাবে সক্ষম হওয়ার কারণে গ্রামের সবাই তাঁকে খুব ভালোবাসত এবং যে কোনও বিপদ-আপদে তাঁদেরকে আমরা সাহায্য করতাম। তবে দুজনে একসঙ্গে কেন এই ধরনের কাজ করল তা আমরা কেউ বুঝতে পারছি না। মা এবং ছেলের এই আকস্মিক মৃত্যুতে গ্রামে নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া। ইতিমধ্যেই পুলিশ দেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে এবং মৃতদের পরিবারে কোনও সদস্য না থাকায় মৃতদেহ তুলে দেওয়া হবে গ্রামবাসীদের হাতেই।

টয়ট্রেনের মুকুটে নয়া পালক! যুক্ত হচ্ছে ডিজেল ইঞ্জিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, দার্জিলিং, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ স্বীকৃত দার্জিলিং হিমালয়ান

রেলওয়ের টয় ট্রেন ঘিরে উন্মাদনা নতুন নয়। তবে সাম্প্রতিক সময়ে সাধারণ যাত্রার পাশাপাশি পুরো ট্রেন ভাড়া নেওয়ার প্রবণতা চোখে পড়ার মতো বেড়েছে। ঐতিহ্য আর অভিজ্ঞতার টানে পর্যটকদের আগ্রহ ক্রমেই ঊর্ধ্বমুখী। প্রায় প্রত্যেক দিনই বিদেশি পর্যটক ঐতিহ্যবাহী স্টিম ইঞ্জিন ভাড়া করে শিলিগুড়ি থেকে মেঘমাখা কার্শিয়াং - এর উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছেন। পাহাড়ি পথ, ন্যারোগেজ লাইনের রোমাঞ্চ আর স্টিম ইঞ্জিনের নস্টালজিয়া উপভোগ করতেই তাদের এই বিশেষ আয়োজন। ডিএইচআরের ডিরেক্টর রিশভ চৌধুরী জানান, চার্টার্ড ট্রেনের চাহিদা আগের তুলনায় অনেকটাই বেড়েছে, যা অত্যন্ত ইতিবাচক দিক। বিশ্বজুড়ে পর্যটকদের কাছে দার্জিলিংয়ের ন্যারোগেজ রেলওয়ের আকর্ষণ বাড়ছে, বিশেষ করে কয়লা-চালিত স্টিম ইঞ্জিনের অভিজ্ঞতার জন্য বিদেশিরা বারবার পাহাড়ে আসছেন। জানা গেছে, শতবর্ষ প্রাচীন বাষ্পচালিত ইঞ্জিনগুলির সঙ্গে নিরাপত্তার খাতিরে একটি করে ডিজেল ইঞ্জিনও যুক্ত করা হচ্ছে। স্টিম ইঞ্জিনে কোনও সমস্যা হলে ডিজেল ইঞ্জিন পিছন থেকে সহায়তা করবে-ফলে ঐতিহ্য বজায় রেখেই নিশ্চিত করা হচ্ছে নিরাপদ যাত্রা। পর্যটন ব্যবসায়ীদের মতে, এই চার্টার্ড পরিষেবা শুধু রেলের রাজস্বই বাড়াচ্ছে না, দার্জিলিং ও কার্শিয়াংয়ের স্থানীয় অর্থনীতিতেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। দেশি-বিদেশি পর্যটকদের বাড়তি আগ্রহ আগামী দিনে আরও বৃদ্ধি পাবে বলেই আশাবাদী উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল ও পর্যটন মহল।

খরিফ ও রবি মরসুমে প্রায় ৪৫ লক্ষ মেট্রিক টন ধান সংগ্রহ করেছে

কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর চলতি খরিফ ও রবি মরসুমে আজ পর্যন্ত রাজ্যের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের কাছ থেকে সহায়ক মূল্যে প্রায় ৪৫ লক্ষ মেট্রিক টন ধান সংগ্রহ করেছে। রাজ্যজুড়ে তিন হাজার ১২২টি ধান ক্রয় কেন্দ্রে ২৫ লক্ষ ১৮ হাজার ৪০১ জন কৃষকের কাছ থেকে মোট ৪৪ লক্ষ ৯০ হাজার ৫০৬ মেট্রিক টন ধান সংগ্রহ করা হয়েছে বলে খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর এক বিবৃতিতে জানিয়েছে। ধান বিক্রী করার জন্য এখনও পর্যন্ত ৩২ লক্ষ ৪১ হাজার ৩০৮ জন কৃষক নাম নথিভুক্ত করেছেন। উল্লেখ্য, গত নভেম্বর মাস থেকে রাজ্যে চলতি মরসুমের জন্য ধান সংগ্রহ শুরু হয়েছে। ৬৮ লক্ষ মেট্রিক টন ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে।

E-Tender Notice
eN.I.T. No-07/25-26
Online bids are invited from bonafide contractors for Listed works under 15th CFC (Untied Fund). Last date of online bid submission- **06/03/2026 up to 17:00 IST.** For details information contact
Sd/-Prodhan,
Budbud Gram Panchayat
Budbud, Galsi-I, Purba Bardhaman

CENTURY EXTRUSIONS LIMITED
CIN: L27203WB1988PLC043705
Regd Office: 113, Park Street, 'N' Block, 2nd Floor, Kolkata - 700016
Website: www.centuryextrusions.com
E-mail: secretary@centuryextrusions.com

NOTICE OF SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEMENT OF TRANSFER AND DEMATERIALISATION OF PHYSICAL SHARES
Notice is hereby given that SEBI vide its Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-POD/P/CIR/2025/97 dated July 2, 2025, had earlier opened a special window for re-lodgement of transfer requests of physical shares originally submitted before April 01, 2019 for a period of six months from July 07, 2025 till January 06, 2026.
Further with a view to facilitate the investors, SEBI vide its Circular No. HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/ I/3750/2026 dated 30th January, 2026 has opened another special window for transfer and dematerialisation ("demat") of physical shares which were sold/purchased prior to April 01, 2019. This special window shall remain open for a period of one year i.e. from February 05, 2026 to February 04, 2027.
The said facility is also available for such transfer requests which were submitted earlier and were rejected/returned/not attended due to deficiency in the documents /process/ or otherwise.
During the period, eligible shareholders may re-lodge their earlier requests with the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA), M/s C. B. Management Services Pvt. Ltd, Rasoi Court, 20 R N Mukherjee Road, Kolkata 700001, along with required documents rectifying the deficiencies, if any.
The detailed circular is also available on the website of the Company at **www.centuryextrusions.com**
For Century Extrusions Limited
Rajan Singh
Company Secretary
Membership No. : A35350
Date : February 27, 2026
Place : Kolkata

বিজ্ঞপ্তি
আমি শ্যামসুন্দর গোলুই, পিতা- স্বর্গীয় নরেন্দ্রনাথ গোলুই, নিবাস- দক্ষিণ ঝাঁপড়দহ, ডোমজুড়, হাওড়া ৭১১৪০৫। I-050400129/ 23, I-050400130/ 23, I-050400131/ 23, I-050400132/ 23 (ADSR ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত) নং দলিল দ্বারা বাহিগাছি মৌজায় J.L NO-12, L.R-99 ও 100 নং দাগে এবং 45/1 নং খতিয়ানে মোট 128.50 শতক সম্পত্তি আমি আনসার আহম্মদ লস্কর (পিতা- এবনে আহম্মদ লস্কর) এর পক্ষে আমমোক্তার (পাওয়ার নং - 00325/12 ADSR ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত) দিলীপ পাকড়ে (পিতা- জয়কৃষ্ণ পাকড়ে) এর নিকট হইতে খরিদ করিয়া ভোগদখল করিতেছি। উক্ত সম্পত্তির নাম পত্তনের জন্য B.L & L.R.O ডোমজুড় অফিসে আবেদন করিয়াছি। তাহা সকলকে অবগত করাইলাম।

লোকো রানিং কক্ষের নির্মাণ
ই-টেণ্ডার নোটিস নং. এলএমজি/ইএনজিজি/১৬ অফ ২০২৬। নিচে উল্লেখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেণ্ডার আহ্বান করছেঃ **আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** লামডিঙে ৬০ টি বিছানাযুক্ত অতিরিক্ত আরসিসি ভবনের লোকো রানিং কক্ষের নির্মাণ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৪,১৪,৬১,৫২৬.৯৮/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৩,৫৭,৩০০/- টাকা। **ই-টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ১৯-০৩-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ** ২০-০৩-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেণ্ডার প্র-পত্র আগামী ১৯-০৩-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ভেষজ আবীরের চাহিদা পূরণে মহিলা বিকাশের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ হাওড়া গ্রামীণ জেলার বাগনান এক ব্লক ও থানার বাঙ্গাল পুরে, ভেষজ আবীরের চাহিদা পূরণে মহিলা বিকাশের উদ্যোগে এলাকার মহিলারা জীবন যাপন ও জীবিকার তাগিদে

উন্নত মানের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ভেষজ আবীর তৈরী করে চলেছে বলে জানান শুভাকাঙ্ক্ষী সমাজকর্মী বিপ্লব ঘোষ আমাদের প্রতিনিধিকে। এলাকায় গিয়ে দেখা গেল মহিলা বিকাশের মেয়েরা ভেষজগুণ সম্পন্ন আবীর তৈরী করে চলেছে। বাগনান এক ব্লকের আটটি জিপি- র বিরাশি টি গ্রামের প্রায় পঞ্চাশ হাজার মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে তাদের জীবন যাপন ও জীবিকার তাগিদে, সঞ্চয় করে , স্বনির্ভর, স্বরোজগার হতে, উন্নত মানের প্রশিক্ষণ নিয়ে ভেষজ আবীর তৈরী করে চলেছে। আপনা বাজার চিত্রর মাধ্যমে, বিভিন্ন স্থানের মেলায় ও সদস্যদের মধ্যে ভেষজগুণ সম্পন্ন আবীর বিক্রয় করে চলেছে। ফুলের পাপড়ি গুঁড়ো করে, ফুড কালার, মিষ্টি গন্ধ, সেন্ট মিশিয়ে ভেষজ আবীর তৈরী করছে, বিভিন্ন রং। তার মধ্যে লাল, হলুদ, সবুজ, গোলাপী, তুঁতে সহ আরো কয়েকটি। পঞ্চাশ ও একশো গ্রামের দাম পনেরো ও তিরিশ টাকা বলে জানা যায়। আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের বসবাস। বাংলা বাঙালির ধর্মচার, কৃষ্টি, কালচার, লোকাচার, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, সেবা ও সনাতন ধর্মাবলম্বী হিন্দু সম্প্রদায়ের বিশেষ করে বারো মাসে তেরো পার্বণ হয়ে থাকে। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত ও বসন্ত এক এক ঋতুতে এক এক ধরনের পূজা পার্বণ হয়ে থাকে বলে জানান শুভাকাঙ্ক্ষী সেখ রমিজুল হক। আগামী মঙ্গলবার দোল, হোলি, আর মাস ধরে নানান স্থানে বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানে বসন্ত উৎসব অনুষ্ঠিত হবে, হচ্ছে বলে জানান শুভাকাঙ্ক্ষী পিটি শিক্ষিকা সিরাজাম মনিরা আমাদের প্রতিনিধিকে। বর্তমান আধুনিকতার ছোঁয়ায় সুখী পরিবার, ছোট, ছোট পরিবারের সদস্যরা তাঁরা তাদের মতো করে দোল, হোলি, বসন্ত উৎসব পালন করছেন বলে জানান পশ্চিমবঙ্গ বাই সাইকেল ট্যুরিস্ট এ্যাসোসিয়েশন এর দলনেতা সৌরভ রায়। মহিলা বিকাশের মেয়েরা ভেষজগুণ সম্পন্ন আবীর তৈরী করছেন বর্তমান অবস্থায় অতি উৎসাহিত হয়ে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে অবিচল বলে জানান শুভাকাঙ্ক্ষী গোপাল ঘোষ।

চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে নিজের নাম কিভাবে খুঁজবেন?

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ আগামীকাল চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ পাচ্ছে। যতদূর খবর প্রায় এক কোটি মানুষের নাম বাদ রেখেই প্রকাশিত হচ্ছে নতুন ভোটার তালিকা। প্রশ্ন হচ্ছে, নতুন ভোটার তালিকায় কি আপনার নাম আছে। জানবেন কি করা? নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, চূড়ান্ত ভোটার তালিকা আপলোড করা হবে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে। অর্থাৎ eci.gov.in- এই ওয়েবসাইটে গেলে দেখে নেওয়া যাবে তালিকায় নাম রয়েছে কি না। এর পাশাপাশি রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরের ওয়েবসাইটেও আপলোড হবে লিস্ট। ceowestbengal.wb.gov.in- এ গেলেও দেখে নিতে পারবেন লিস্টে নিজের নাম রয়েছে কি না। এখানেই শেষ নয়। নির্বাচন কমিশনের অ্যাপ অর্থাৎ ECINET- এও মিলবে লিস্ট। শুধু নির্দিষ্ট জায়গায় দিতে হবে নিজের নাম ও এপিক নম্বর। তাহলেই স্ক্রিনে ভেসে উঠবে যাবতীয় তথ্য। জানা গিয়েছে, যদি কারও নাম তোলার ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা থেকে থাকে, তাও দেখা যাবে। যাদের নাম মুছে দেওয়া হয়েছে, তাঁরা এপিক নম্বর দিলেই দেখাবে, 'ডিলিটেড'। যারা অনলাইনে সরগর নন, তাঁরা অফলাইনে দেখতে পারবেন লিস্ট। তার জন্য যেতে হবে নিজের বুথের বিএলওর কাছে। কমিশনের তরফে তাঁদের কাছে পাঠানো হবে হার্ড কপি।

The Assistant Engineer, PWD Hooghly Construction Sub Division No II, Arambagh, Hooghly invites Tender vide **NIQ No-6/Sub-II of 2025-2026** from bonafied resourceful agency having technical and financial capability of performing the job. The details will be available in the office notice board and from office within office hour. Last date of application of NIQ:- **05.03.2026** Last date of dropping:- **06.03.2026**
Sd/- S.Chakraborty
Assistant Engineer
(PWD) Hooghly
Construction Sub
Division No-II
Arambagh Hooghly

Islampur Chak Gram Panchayat
PO & PS: Islampur, Block: Raninagar-I, Dist. Murshidabad
NOTICE INVITING e-TENDER NO: 15/ICGP/15th CFC/2025-26,
Percentage rate e-Tenders are hereby invited by the Prodhan, Islampur Chak Gram Panchayat for the 9(Nine) Different works. Bid Submission closing (On line) **04/03/2026 (14:00)**. Bid opening date for Technical proposals (On line) **05/03/2026 (14:00).** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Islampur Chak Gram Panchayat

Office of the
Block Development Officer
Tender Notice
Block Development Officer, Suti-I Dev. Block invites sealed tender for: 1. NIT No:- 26/APAS/2025/Dev., Date: 19.12.2025 under APAS, vide Memo No: 4927(40)/APAS/Eng./Dev., Dated: 19.12.2025, Total No. of Scheme 07 (Seven) nos. Last date of Application : **05.03.2026 upto 5.00 pm** 2. Date Corrigendum NIT No:- 27/APAS/2025/Dev.(2 nd Call), Date: 18.02.2026 under APAS, vide Memo No: 665(40)/APAS/Eng./Dev., Dated: 18.02.2026, Total No. of Scheme 06 (Six) nos. Last date of Application : 02.03.2026 upto 14.00 pm 3. Date Corrigendum NIT No:- 09/APAS/2025/Dev.(5 th Call), Date: 18.02.2026 under APAS, vide Memo No: 664(40)/APAS/Eng./Dev., Dated: 18.02.2026, Total No. of Scheme 02 (Two) nos. Last date of Application : 02.03.2026 upto 15.00 pm 4. Date Corrigendum NIT No:- 35/PATHASHREE-III/2026/PS., Date: 06.02.2026 under SSM, vide Memo No: 82(39)/SSM/Suti-I/PS., Dated: 06.02.2026, Total No. of Scheme 01 (One) no. Last date of Application : 03.03.2026 upto 5.00 pm Details visit the web site **https://wbtenders.gov.in** All particulars may be seen in the official notice board of the Undersigned and any one may contact Block Development Officer, Suti-I Dev. Block.
Sd/- Block Development Officer
Suti-I Dev. Block, Ahiran
Murshidabad

Office Of The Pradhan
Moushuni Gram Panchayat
Namkhana, South 24-Parganas
NIT No. :19/MGP/QUOTATION/-19/2025-26 Dated-18-02-2026
19/MGP/QUOTATION/-19/2025-26-1 Upgradation of Earthen Road from Susanta Das house to natabar Sumatibala FPS at sansad III Booth 255 **19/MGP/QUOTATION/-19/2025-26-2** Construction of Tubewell Platform at near house of Kanai Maity sansad III Booth no 259 **19/MGP/QUOTATION/-19/2025-26-3** Construction of Tubewell Platform at near house of sk Manirul Shah sansad XVIII Booth no 270 **19/MGP/QUOTATION/-19/2025-26-4** Upgradation of Road at Kusumtala Special Cadre FPS. **last date of QUOTATION bid submission is 28-02-2026 . Details on Notice Board of Moushuni Gram Panchayat**
Pradhan
Moushuni Gram Panchayat
Namkhana South 24 Pgs

GOVT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
SHYAMPUR-II DEVELOPMENT BLOCK
SASATI, HOWRAH, 711312
Tender Ref No-WB/HOW/SHY-II/NIT-30/2025-26 Vide Memo No-663/Shy-II Dated-27.02.2026 On line e-Tender are Invited from Bonafide Contractor for this work. The details of Tender and Tender document will be made available on website **https://wbtenders.gov.in.** The last date of tender submission -**13.03.2026 at 5.00 PM**
SD/-BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
SHYAMPUR-II DEVELOPMENT BLOCK
SASATI, HOWRAH, 711312

Office of the MAHESHPUR GRAM PANCHAYAT
Birshibpur, Uluberia, Howrah
NOTICE INVITING e-TENDER
Encrypted electronic bids are hereby invited by the Pradhan on behalf of Maheshpur Gram Panchayat, Uluberia, Howrah from eligible bonafied contractors/agencies/bidders vide NIT reference / memo no. 24/MGP , Dated : 27.02.2026 at the jurisdiction area of Maheshpur Gram Panchayat within Uluberia-I Block, Howrah, W.B. Online Published Date & Bid Submission Start Date is **28.02.2026 at 10.00** and Last date for the online receipt of Tender is **06.03.2026 at 16:00.** Details will be available at the website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
PRODHAN
Maheshpur Gram Panchayat
Uluberia, Howrah.

খড়্গপুর ক্যাম্পাসে পোস্ট অফিসে বোমাতঙ্ক, দু'ঘণ্টা বন্ধ পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, খড়্গপুর, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ শুক্রবার ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি খড়্গপুর ক্যাম্পাসের ভিতরে অবস্থিত পাসপোর্ট কাম পোস্ট অফিসে বোমা বিস্ফোরণের হুমকি ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল শুক্রবার। বেলা প্রায় ১২টা নাগাদ একটি ইমেইলে বোমা হামলার হুমকি পাওয়ার পর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে পোস্ট অফিসের পরিষেবা বন্ধ রাখা হয় দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে ২টো পর্যন্ত। জানা গেছে, হুমকির ইমেইলটি কলকাতার রিজিওনাল পাসপোর্ট অফিসে আসে। সেখান থেকে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে সতর্ক করা হয়। এরপরই পোস্টমাস্টারের নির্দেশে সমস্ত কর্মী ও উপস্থিত গ্রাহকদের দ্রুত বাইরে বের করে দিয়ে মূল ফটক বন্ধ করে দেওয়া হয়। খবর দেওয়া হয় খড়্গপুর টাউন থানার অধীন হিজলি পুলিশ ফাঁড়িতে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে। পরিষেবা বন্ধ থাকায় সমস্যায় পড়েন বহু গ্রাহক। কেউ পিএলআই-এর টাকা জমা দিতে, কেউ জরুরি স্পিড পোস্ট করতে এসেছিলেন। খড়্গপুর শহরের তালবাগিচার বাসিন্দা কৌশিক দেব বলেন, বোমাতঙ্কের কথা শুনে স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্কিত হয়েছি। কাজ না করেই ফিরতে হচ্ছে। পোস্ট অফিসের এক কর্মী জানান, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মেনেই সাময়িকভাবে পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছিল। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় আতঙ্ক ছড়ালেও পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

আবার ভূকম্পন সিকিমে

নিজস্ব প্রতিনিধি, গ্যাংটক, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ বৃহস্পতিবারের পর শুক্রবার ফের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল সিকিম। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি সূত্রে জানা গেছে, রিখটার স্কেলে এদিনের কম্পনের মাত্রা ছিল ২.৭। গবেষকদের মতে এটি ছিল মাঝারি মাপের ভূমিকম্প। ২৪ ঘন্টা আগে বৃহস্পতিবার কেঁপে উঠেছিল সিকিম-সহ উত্তরবঙ্গ। ওই দিন কম্পনের উৎসস্থল ছিল গয়ালশিং জেলায় ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০ কিলোমিটার গভীরে। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৪.৬।

বিদ্যুৎ চুরি রুখতে এবার অভিনব উদ্যোগ নিল ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড-এর কাটোয়া ডিভিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাটোয়া, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ ড্রোন উড়তেই ফাঁস

হয়ে গেল বিদ্যুৎ চুরির কারবার। ড্রোন ক্যামেরায় ধরা পড়ল হুকিং করে সাবমার্সিবল চালানোর দৃশ্য। বিদ্যুৎ চুরি রুখতে এবার অভিনব উদ্যোগ নিল ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড-এর কাটোয়া ডিভিশন। অভিযানে নেমে একদিনেই বিদ্যুৎ চুরির অভিযোগে তিন জনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। সূত্রের খবর, কাটোয়া-২ ব্লকের নতুন গ্রাম, পলসোনা, কুয়ারা, শ্রীবাটি ও আউরিয়া এলাকায় প্রথম দফায় ড্রোন উড়িয়ে নজরদারি চালানো হয়। কুয়ারা গ্রামে মাঠের মধ্যে একটি সাবমার্সিবল পাম্প হুকিং করে চালানোর প্রমাণ মেলে। ওই ঘটনায় সাবমার্সিবলের মালিক প্রশান্ত ঘোষের বিরুদ্ধে এফআইআর রুজু করা হয়েছে। ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার (কাটোয়া) রাহুল আগরওয়ালা জানান, এবার বিদ্যুৎ চুরি ঠেকাতে ড্রোন উড়িয়েই নজরদারি শুরু করেছি। ড্রোনে দেখা গেছে বিদ্যুৎ চুরি। আমাদের ড্রোন নজরে আসতেই হুকিং খুলে ফেলার দৃশ্যও ধরা পড়েছে। আমরা তিনজনের বিরুদ্ধে এফআইআর করেছি। আগামী দিনেও এরকম অভিযান চালানো হবে। ড্রোনের ফুটেজে স্পষ্ট দেখা যায়, সাবমার্সিবলটি অবৈধভাবে ট্রান্সফরমার থেকে হুকিং করে চালানো হচ্ছিল। ড্রোন চোখে পড়তেই তড়িঘড়ি ট্রান্সফরমারের জাম্পার নামিয়ে দেয় অভিযুক্ত ব্যক্তি। তারপর প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে দ্রুত বিদ্যুতের খুঁটিতে উঠে সংযোগবাহী তার খুলে ফেলার চেষ্টা করে। তবে শেষ রক্ষা হয়নি। ড্রোনে ধরা পড়া ভিডিওর ভিত্তিতে তাকে চিহ্নিত করে মামলা দায়ের করেছে বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থা। একই অভিযানে আরও দুই জনের বিরুদ্ধেও বিদ্যুৎ চুরির অভিযোগে এফআইআর করা হয়েছে বলে জানা গেছে। বিদ্যুৎ দফতর সূত্রে জানা গেছে, বোরো চাষের মরশুমে গ্রামীণ এলাকায় অনেকেই অবৈধভাবে হুকিং করে সাবমার্সিবল চালান। এর ফলে সরকারের কোষাগারে বিপুল আর্থিক ক্ষতি হয়।

OFFICE OF THE KUSHMORE - II GRAM PANCHAYAT
(UNDER MURARAI-II DEV BLOCK)
KUSHMORE :: BIRBHUM
Notice e-Tender
Kushmore-II GP Invited e-Tender for **NIT No: WBBIR/MRR-II/25/K-IIGP/ 2025-26 Dated-26/02/2026**
Details is available on **wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Kushmore -II Gram Panchayat Samity

Corrigendum for Time Extension
Corrigendum for Time Extension for the Online tender is invited by the undersigned for the works: : "SITC of Air-Conditioning system at the Accounts Section at 5th floor and the University Branch, East Block at 6th floor of Higher Education Department, Bikash Bhawan, Salt lake, Kol-91" Electrical Installation work" Tender No: WBPWD/EE/BED/e-NIQ-145/2025-26 & e-Tender ID No. - 2026_WBPWD_995533_1

Bid submission Closing Date (Online)	27.02.2026 up to 11:00 Hrs	06.03.2026 up to 11:00 Hrs
Technical Did Opening Date	02.03.2026 at 11:05 Hrs.	09.03.2026 at 11:05 Hrs.

Details may be downloaded from **etender.wb.nic.in.**
SD/-
Executive Engineer, PWD
Bidhannagar Electrical Division

হাওড়া পৌরনিগম
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১১০১
ফোনঃ ০৩৩ ২৬৩৮-৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্সঃ ০৩৩ ২৬৪১-০৮৩০ www.hmcgov.in
সংক্ষিপ্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি
নির্বাহী প্রকৌশলী (এইচডব্লুডব্লুপিপি), এইচএমসি পদ্মপুকুরের হাওড়া ওয়াটার ওয়ার্কসে ১৩ (তেরো)টি কাজের জন্য দরপত্র আহ্বান করেছেন। আগ্রহী দরদাতাদের প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, জিএসটি সার্টিফিকেট এবং রিটার্ন (বর্তমান ত্রৈমাসিক), পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং শংসাপত্র সহ দরপত্র জমা দিতে হবে।
বিড জমা দেওয়ার (অনলাইনে) শুরুর তারিখঃ ২৭.০২.২০২৬ সকাল ৬.০০ টা থেকে।
বিড জমা দেওয়ার (অনলাইনে) শেষ তারিখঃ ১৯.০৩.২০২৬ সকাল ৬.০০ টা পর্যন্ত।
এনআইটি নংঃ HMC/HWW/P-11/2025-26 তারিখঃ ২৭-০২-২০২৬
দয়া করে এখানে যানঃ **https://wbtenders.gov.in.**
৩১৬(৩)/২৫-২৬
২৭.০২.২৬
এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (এইচডব্লুডব্লুপিপি)
হাওড়া পৌরনিগম

PWD(GOVT. OF WB)
TENDER NOTICE
Executive Engineer, Purulia Electrical Division, P.W.Dte. Invites Abridge Short Notice Inviting Quotation off line for the works of 1. Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing West Bengal Legislative Assembly Election, 2026 at Khirabera Intrigated Model School, under Baghmundi PS in the District of Purulia." 2. "Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing West Bengal Legislative Assembly Election, 2026 at Manipur Swami Vivekananda High School under Joypur PS in the District of Purulia." 3. Temporary Electrification work at the places of accommodation canters for CAPF in c/w ensuing West Bengal Legislative Assembly Election, 2026 at Jiudaru High School under Kotshila PS in the District of Purulia." 4. "Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing West Bengal Legislative Assembly Election, 2026 at Chakda ITI College under Tamna PS in the District of Purulia." 5. "Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing West Bengal Legislative Assembly Election, 2026 at Hatuara Model School (Left Side building) under Purulia (M) PS in the District of Purulia." 6. Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing West Bengal Legislative Assembly Election, 2026 at Adardih High School (H.S) under Kotshila PS in the District of Purulia." 7. "Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing West Bengal Legislative Assembly Election, 2026 at D.EL. ED 2nd Campus, Hatuara, 1st floor under Purulia (M) PS in the District of Purulia." 8. "Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing West Bengal Legislative Assembly Election, 2026 at Sitaram Memorial College, Kuruktupa under Kenda PS in the District of Purulia." 9. "Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing West Bengal Legislative Assembly Election, 2026 at Chakda High School under Tamna PS in the District of Purulia." 10. Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing West Bengal Legislative Assembly Election, 2026 at Bhupatipally Model School under Baghmundi PS in the District of Purulia." 11. Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing West Bengal Legislative Assembly Election, 2026 at Dighi B.E.D Collage under Boro PS in the District of Purulia." 12. Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing West Bengal Legislative Assembly Election, 2026 at Puncha Girls High school, under Puncha PS in the District of Purulia." 13. Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing West Bengal Legislative Assembly Election, 2026 at Hura Govt. Model School under Hura PS in the District of Purulia." 14. Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing West Bengal Legislative Assembly Election, 2026 at Dorodih High School, under Kenda PS in the District of Purulia. 15. Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing West Bengal Legislative Assembly Election, 2026 at Maldih ITI College under Balarampur PS in the District of Purulia. 16. Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing West Bengal Legislative Assembly Election, 2026 at Madhupur Model School, under Bandwan PS in the District of Purulia. 17. Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing West Bengal Legislative Assembly Election, 2026 at Arsha College, Jhunjka under Arsha PS in the District of Purulia. 18. Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing West Bengal Legislative Assembly Election, 2026 at Bagda High school, under Puncha PS in the District of Purulia. **NIQ No. 37 of 2025-2026**. The quotations will be received upto **02:00pm on 28-02-2026** and will be opened shortly. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIQ & Tender documents may be downloaded from :- **http://wbpwd.gov.in**
Sd/-M. Biswas
Executive Engineer,
Purulia Electrical Division, P.W.D.

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নোটিস নং. এসজি. টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএএইচ/৬০৪, তারিখ ঃ ২৬.০২.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম অফিস, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **ই-টেন্ডার নং.ঃ এসডিএসটিই/এসআইজি/টি/৪৮/২৫-২৬/এসএফ, আরআরএসকে। স্থান সহ কাজের নামঃ** শিয়ালদহ ডিভিসনে রিগার্ডিং-এর পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে সিগন্যালিং-এর কাজ - (১) এসডিএএইচ-ডিডিজে শাখায় বিএনএক্সআর এবং ডিডিজে স্টেশনের মধ্যে আপ মেন, ডাউন মেন, লাইন নং. ৭ এবং কমন লাইনে বিআর. নং. ২৭, (২) এসডিএএইচ-ডিডিজে শাখায় এসডিএএইচ স্টেশন এবং বিএনএক্সআর স্টেশনের মধ্যে আপ মেন লাইন এবং ডাউন মেন লাইনে বিআর. নং. ৭, (৩) এনসিসি ইয়ার্ডে বিআর. নং. ১এ, (৪) বিআরপি-এলকেপিআর শাখায় ডিবিটি-বিএআরইউ স্টেশনের মধ্যে বিআর. নং. ১৭, (৫) এসপিআর-সিজি শাখায় পিএলএফ-সিএইচটি স্টেশনের মধ্যে বিআর. নং. সি/৯, (৬) কেজিকে কর্ড শাখায় এসজিবিএ এবং পিকিউএস স্টেশনের মধ্যে আপ এবং ডাউন লাইনে বিআর. নং. এক্স/১৫ (আরইউবি), (৭) এসডিএএইচ-ডিডিজে শাখায় বিআর. নং. ২০, (৮) ডিডিজে-কেওএএ শাখায় বিআর. নং. ১সিপি, (৯) কেজিকে-বিএলএন শাখায় বিআর. নং. এক্স-২৩ (আরইউবি), (১০) ডিডিজে-ডিকেএই এই শাখায় বালিঘাট স্টেশন লিমিটে, আপ এবং ডাউন লাইনে বিআর. নং. ১৪ সিসিআর এবং (১১) ডিডিজে -ডিকেএই শাখায় বিএআরএন-ডিকেএই স্টেশনের মধ্যে আপ এবং ডাউন লাইনে বিআর. নং. ৫ সিসিআর (আরইউবি)। **টেন্ডার মূল্যঃ** ₹ ২,৩৫,৩০,১২৯.০৭; **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য; **প্রদেয় বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিন ঃ** ₹ ২,৬৭,৭০০; **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** ৯ মাস; **টেন্ডার দাখিল শুরুর তারিখঃ** ১১.০৩.২০২৬; **টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখঃ** ২৫.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো পর্যন্ত; **টেন্ডার দরপ্রস্তাব খোলার তারিখ ঃ** ২৫.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো ৩০ মিনিটে। **বিশদ পাওয়া যাবেঃ** www.ireps.gov.in-এ। **যে সকল নথি দাখিল করতে হবে ঃ** টেন্ডার নথি অনুসারে। **প্রযুক্তিগত যোগ্যতা শর্তাবলি ঃ-** যে মাসে টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, তার আগের মাসের শেষ দিন থেকে বিগত ০৭ (সাত) বছরের মধ্যে টেন্ডারদাতাকে নিম্নলিখিত ধরনের কাজ (সমূহ) সফলভাবে বা অধিকাংশভাবে অবশ্যই সম্পন্ন করে থাকতে হবে। (i) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৩০ শতাংশ-এর চেয়ে কম নয় এরূপ মূল্যের অন্তত তিনটি সমতুল ধরনের কাজ; অথবা (ii) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৪০ শতাংশের চেয়ে কম নয় এরূপ মূল্যের অন্তত দুটি সমতুল ধরনের কাজ;অথবা (iii) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৬০ শতাংশের চেয়ে কম নয়, এরূপ মূল্যের অন্তত একটি সমতুল ধরনের কাজ। **অর্থনৈতিক যোগ্যতা শর্তাবলি ঃ** টেন্ডারদাতার ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার ভি/এন অথবা 'ভি'-এর মধ্যে যেটি কম তা হওয়া আবশ্যিক; যেখানে ভি = কোটি টাকায় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্য; এন = কাজটি সম্পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় বছর সংখ্যা যার জন্য প্রস্তাব আহ্বান করা হয়েছে। অডিট করা ব্যালান্স শিট অনুযায়ী, পূর্বের তিনটি আর্থিক বছরের "মোট চুক্তিভিত্তিক প্রদত্ত অর্থের" গড় হিসাব করে গড় চুক্তিভিত্তিক বার্ষিক আয় নির্ণয় করা হবে। যদি, পূর্ববর্তী বছরের ব্যালান্স শিট প্রস্তুত/অডিট করা না হয়ে থাকে তাহলে পূর্ববর্তী চতুর্থ বছরের অডিট করা ব্যালান্স শিটে প্রাপ্ত অঙ্ক সংখ্যা গড় চুক্তিভিত্তিক বার্ষিক আয় নির্ণয়ে ব্যবহার করা হবে। টেন্ডারদাতাগণকে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা শংসাপত্র প্রদত্ত হয়েছে এরূপ নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট/ব্যালান্স শিটের সঙ্গে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট-এর সমর্থন করা শংসাপত্র সেই সঙ্গে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট জিসিসি ২০২২-এর অ্যানেক্সার-VI বি অনুসারে প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাদি (বর্তমান টেন্ডার নথির ফর্ম-৬) দাখিল করতে হবে। **অন্যান্য দাখিল যোগ্য নথিপত্রাদি ঃ** টেন্ডার নথিতে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে। **সমতুল ধরনের কাজ ঃ** গর্ত খোঁড়া, সিগন্যাল অথবা টেলিকম কেবল সমূহ পাতা ও পরীক্ষা করা অথবা অন্যান্য বিবিধ আউটডোর এসঅ্যান্ডটি-র কাজ। **দ্রষ্টব্য ঃ** টেন্ডারদাতা টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত যোগ্যতা শর্তাবলি পূরণে তাঁর দাবির স্বপক্ষে টেন্ডার প্রস্তাবের সঙ্গে নথিপত্রাদি দাখিল করবেন। নথির/শংসাপত্রের কপি-র প্রতি পৃষ্ঠায়, যা টেন্ডারদাতা তাঁর যোগ্যতার স্বপক্ষে দাখিল করবেন, টেন্ডারদাতা বা টেন্ডারদানকারী সংস্থার অনুমোদিত প্রতিনিধি কর্তৃক স্বপ্রত্যয়িত বা ডিজিটাল পদ্ধতিতে স্বাক্ষরিত হতে হবে। স্বপ্রত্যয়নে স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প এবং তারিখ থাকতে হবে (প্রতিটি পৃষ্ঠায়)।
SDAH-425/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

এসকেপি সিকিউরিটিজ লিমিটেড
CIN: L74140WB1990PLC049032
নিবন্ধিত অফিসঃ বায়োওয়ান্ডার, লেভেল ১৭, ৭৮৯ আনন্দপুর, ই এম বাইপাস, কলকাতা - ৭০০ ১০৭
ফোনঃ ৯১ ০৩৩ ৬৬৭৭ ৭০০০ ইমেইলঃ cs@skpsecurities.com ওয়েবসাইটঃ www.skpsecurities.com
পোস্টাল ব্যালট প্রেরণের বিজ্ঞপ্তি
সদস্যদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ (আইন) এর ধারা ১০৮, ১১০ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান, যদি থাকে, অনুসারে, কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধি, ২০১৪ (নিয়ম) এর নিয়ম(গুলি) ২০ এবং ২২ এর সাথে পঠিত, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের সাধারণ বিজ্ঞপ্তি নং ০৩ / ২০২৫, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (এমএসএ সার্কুলার) দ্বারা জারি করা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিজ্ঞপ্তি এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি) (সেবি সার্কুলার), রেগুলেশন ৪৪ এবং SEBI (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ (সেবি এলওডিআর রেগুলেশন), ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া দ্বারা জারি করা সাধারণ সভার সচিবালয় স্ট্যান্ডার্ডের অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান অনুসারে। (এসএস-২) এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইন, নিয়ম, সার্কুলার, বিজ্ঞপ্তি এবং প্রবিধান (আপাতত বলবৎ থাকা যেকোনো বিধিবদ্ধ পরিবর্তন (গুলি) বা পুনঃপ্রণয়ন (গুলি) সহ), যাতে নীচে সংযোজিত প্রস্তাবটি এসকেপি সিকিউরিটিজ লিমিটেড (কোম্পানি) এর সদস্যদের দ্বারা শুধুমাত্র দূরবর্তী ই-ভোটিং (ই-ভোটিং) এর মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে পাস করা হয়।
MCA সার্কুলারের প্রয়োজনীয়তা মেনে, পোস্টাল ব্যালট নোটিশের প্রকৃত কপি, পোস্টাল ব্যালট ফর্ম এবং প্রি-পেইড ব্যবসায়িক খাম সহ পোস্টাল ব্যালটের জন্য সদস্যদের কাছে পাঠানো হবে না এবং সেই অনুযায়ী, সদস্যদের সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (CDSL) দ্বারা প্রদত্ত দূরবর্তী ই-ভোটিং পরিষেবার মাধ্যমে তাদের সম্মতি বা অসম্মতি জানাতে হবে। নিম্নলিখিত সময়কালে ই-ভোটিং সুবিধা উপলব্ধ থাকবেঃ

ই-ভোটিং সময়কাল শুরু	শনিবার, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ (সকাল ৯.০০ IST)
ই-ভোটিং সময়কাল শেষ	রবিবার, ২৯ মার্চ, ২০২৬ (বিকাল ৫.০০ IST)
ভোটদানের যোগ্যতার শেষ তারিখ	শুক্রবার, ২০ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬

এরপর থেকে ভোটদানের জন্য সিডিএসএল কর্তৃক ই-ভোটিং সুবিধা বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং সদস্যরা উক্ত তারিখ এবং সময়ের পরে ভোট দিতে পারবেন না। সদস্যদের ভোটাধিকার কাট-অফ তারিখে কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে তাদের ধারণকৃত ইক্যুইটি শেয়ারের অনুপাতে হবে। কাট-অফ তারিখে সদস্য থাকা বন্ধ করে দেওয়া ব্যক্তি ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না এবং এই বিজ্ঞপ্তিটি কেবল তথ্যের উদ্দেশ্যে বিবেচনা করা উচিত।
কোম্পানি মেসার্স এ. কে. লাভ অ্যান্ড কোং, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি, কলকাতার অংশীদার শ্রী অতুল কুমার লাভ (এফসিএসঃ ৪৮৪৮ সিপি নংঃ ৩২৩৮) কে ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে পরিচালনার জন্য যাচাইকারী হিসেবে নিযুক্ত করেছে।
রিমোট ই-ভোটিং সম্পর্কিত যদি আপনার কোনও প্রশ্ন / অভিযোগ বা সমস্যা থাকে, তাহলে সদস্যরা www.evotingindia.com-এ CDSL ওয়েবসাইটের সহায়তা বিভাগের অধীনে প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQs) দেখতে পারেন অথবা শ্রী রাকেশ দলভি, সিনিয়র ম্যানেজার, সিডিএসএল, এ উইং, ২৫তম তলা, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মাফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম জোশী মার্গ, লোয়ার পারেল (পূর্ব), মুম্বাই - ৪০০০১৩ -এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ ইমেল পাঠাতে পারেন। আরও স্পষ্টীকরণের জন্য টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০ ২১ ০৯৯১১-এ কল করুন। এছাড়াও, পোস্টাল ব্যালট সম্পর্কিত অন্য কোনও প্রশ্ন / অভিযোগের ক্ষেত্রে, সদস্যদের ৩, আর. এন. মুখার্জি রোড, ৫ম তলা, কলকাতা - ৭০০০০১-এ আমাদের রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে অথবা mdpldc@yahoo.com-এ ইমেল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। পোস্টাল ব্যালট নোটিশটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.skpsecurities.com এবং CDSL এর ওয়েবসাইট www.evotingindia.com- এও পাওয়া যাবে।
পরিচালনা পর্ষদের আদেশক্রমে
এসকেপি সিকিউরিটিজ লিমিটেডের জন্য
স্বা /-
অলকা খেতাওয়াত
কোম্পানি সচিব
ACS 47322
তারিখঃ ফেব্রুয়ারি ২৬, ২০২৬
স্থানঃ কলকাতা
ব্যক্তিগত সম্পদ । ব্রোকিং । বিতরণ । প্রাতিষ্ঠানিক ইকুইটি । বিনিয়োগ ব্যাংকিং
NSE & BSE: INZ000199335 | NSDL & CDSL: IN-DP-155-2015 | RA: INH300002902 | PMS: INP000006509 | MB: INM000012670 | AMFI: ARN 0006

রান রেট নয়, স্রেফ 'জয়'ই এবার ভারতের চিন্তা!

নিজস্ব প্রতিবেদন

বেশি নয়, শুধু একমাস পিছিয়ে যান। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দুর্ধর্ষ সিরিজ জয়ে টগবগ করে ফুটছে ভারত ব্রিগেড। ফর্মের তুঙ্গে অভিষেক থেকে সূর্য, তিলক থেকে অক্ষর। কাট টু, ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহ। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে প্রায় বিদায়ের অশনি সঙ্কেত ভারতের সামনে। রানের খরায় ভুগেছেন অভিষেক থেকে তিলক। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে জুটেছে ৭৬ রানের বিশাল পরাজয়। এবার যেন নতুন করে ভাবার সময় এসেছে ভারতের কাছে। এর আগে ভারতীয় দল টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ছিল টানা ১৩ ম্যাচে অপরাজিত। আইসিসি প্রতিযোগিতায় টানা ১৭ ম্যাচ। ২০২৬ সালে গ্রুপ লিগে ৪ ম্যাচেই জিতে সুপার এইটে উঠেছিল ভারত। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে হার যেন ভারতকে আবার শূন্য থেকে শুরু করতে বাধ্য করেছে। সূর্যের

নেতৃত্বাধীন ভারত ৭৬ রানে হেরে পিছিয়ে পড়েছে রান রেটেও। যদিও জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ৭২ রানে জয় একটু হলেও লড়াইতে রেখেছে ভারতকে। ভারতের শেষ ম্যাচ ১ মার্চ, রবিবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে কলকাতায়। এই ম্যাচকে কার্যত কোয়ার্টার ফাইনাল হিসেবে ধরছে ক্রিকেটমহল। এই ম্যাচে যে দল জিতবে, সে শেষ চারে পৌঁছে যাবে। আগামী ম্যাচে ভারতকে জিততে হবে। দক্ষিণ আফ্রিকার শেষ খেলা জিম্বাবোয়ের সঙ্গে। দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে এই ম্যাচ এখন কার্যত নিয়মরক্ষার। কারণ, তারা ৩ ম্যাচের মধ্যে ২ ম্যাচ জিতে গিয়েছে। ভারতের কাছে এই ম্যাচ ডু অর ডাই। যদি ভারত হেরে যায়, তাহলে ৪ পয়েন্ট নিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ উঠে যাবে শেষ চারে। রবিবার ইডেনে লড়াই কার্যত ভারতীয় বোলার বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ ব্যাটার। রবিবারের ওয়েস্ট ইন্ডিজ যে জিম্বাবোয়ে হবে, এটা মনে করার কোনও কারণ নেই। নিশ্চয়ই ভুলের পর ভুল করবেন না শেই হোপ, হেটমায়াররা। তবে জয়ের দিনেও রয়ে গেল সেই বোলিং নামক কাঁটা। ২৫৬ রান তুলেও মাত্র ৭২ রানের ব্যবধানে জয়। জিম্বাবোয়ে আর ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটিং কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা।

টাকা দেওয়ার বদলে সমস্ত ক্লাবকে কিস্তি মেটাতে বলল ফেডারেশন

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ চলতি মরশুমে নতুন করে কোনও অর্থ দেবে না অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন। বরং নির্দিষ্ট সময়ে অংশগ্রহণ ফি না দিলে কঠোর শাস্তির মুখে পড়তে হবে আইএসএল ক্লাবগুলিকে। বৃহস্পতিবার পাঠানো এক চিঠিতে স্পষ্ট জানিয়ে দিল ফেডারেশন। চলতি আইএসএল মরশুম ৯১ ম্যাচের সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে আয়োজিত হচ্ছে। ১৪ ফেব্রুয়ারি শুরু হয়ে ১৭ মে পর্যন্ত চলবে লিগ। এই সিজনে মোট বাজেট ২৬ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে প্রায় ৮ কোটি পুরস্কারমূল্য ও প্রোডাকশন খরচ। ফেডারেশনের হিসেব অনুযায়ী, এই মরশুমে নতুন করে কোনও তহবিল যোগ করা হবে না। বরং, প্রায় ৪ কোটি টাকা নিজেদের কাছে রাখবে এআইএফএফ। হিসেব অনুযায়ী, আইএসএলের সম্প্রচার ও স্ট্রিমিং স্বত্বাধিকারী ফ্যানকোড দিয়েছে ৮ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা। এর ৬০ শতাংশ অর্থাৎ, ৫ কোটি ১৭২ লক্ষ টাকা পেয়েছে সমস্ত ক্লাব। বাকি ৪০ শতাংশ এআইএফএফ। যাবতীয় হিসেব কষে প্রত্যেক ক্লাবের মোট প্রদেয় দাঁড়াচ্ছে আনুমানিক ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। ফ্যানকোডের অংশ বাদ দিলে ক্লাবগুলির বকেয়া থাকে প্রায় ৯৩ কোটি ৮৪ লক্ষ। অংশ নেওয়া দলগুলিকে এই বকেয়া টাকা

চার কিস্তিতে শোধ করতে হবে। কিস্তির সময়সীমাও নির্দিষ্ট করে দিয়েছে ফেডারেশন।

কিস্তির সময়সীমা ও জরিমানা

- প্রথম কিস্তি ৫ মার্চ-৩০ লক্ষ টাকা।
- দ্বিতীয় কিস্তি ২৮ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিলের মধ্যে-৩০ লক্ষ টাকা।
- তৃতীয় কিস্তি ১ মে-২০ লক্ষ টাকা।
- চূড়ান্ত বকেয়া (যদি থাকে) হিসেব মেলানোর পর পরিশোধ করতে হবে!

সময়মতো টাকা না দিলে প্রতিদিন ১ লক্ষ টাকা করে জরিমানা ধার্য (সর্বোচ্চ সাত দিন পর্যন্ত)। তাতেও টাকা না দিলে 'লেটার অফ ডিসকোয়ালিফিকেশন' পাঠাবে এআইএফএফ। সেই চিঠি পাওয়ার পর আরও চার দিন সময় মিলবে। তার পরও অর্থ না দিলে পরের আইএসএল মরশুমে অংশগ্রহণের অধিকার হারাতে পারে সংশ্লিষ্ট ক্লাব। চিঠিতে স্পষ্ট লেখা-এই বিষয়ে এআইএফএফের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, বাধ্যতামূলক এবং আপিল-অযোগ্য। সংক্ষিপ্ত লিগ, নির্দিষ্ট বাজেট, কড়াকড়ি সময়সীমা-সব মিলিয়ে ক্লাবগুলির উপর চাপ বাড়ল। এআইএফএফ পরিষ্কার বার্তা দিয়েছে, আর্থিক শৃঙ্খলায় কোনও ঢিলেমি চলবে না।

অভিষেকের ব্যাট সুইংয়ে যেন যুবরাজের ছায়া!

আমিরের দেওয়া 'স্লগার' তকমা ফুৎকারে ওড়ালেন অশ্বিন

সংবাদ সংস্থা, চেন্নাই, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ অভিষেক শর্মাকে 'স্লগার' বলেছিলেন মহম্মদ আমির। এবার সরাসরি সেই মন্তব্যের পাল্টা দিলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। প্রাক্তন ভারতীয় অফস্পিনারের স্পষ্ট বক্তব্য-অভিষেক শর্মা নিছক স্লগার নন, বরং আজকের ক্রিকেটে অন্যতম সেরা ব্যাট সুইং তাঁর দখলে। টি-২০ বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে টানা তিন ম্যাচে শূন্য করার পর প্রাক্তন পাক পেসার আমির জানান, অভিষেকের ব্যাটিংয়ে 'ডিফেন্সিভ গিয়ার' নেই। তাঁর কথায়, 'ও শুধু স্লগার।' গতরাতে সুপার এইটে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ৩০ বলে ৫৫ করে জবাব দিয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার ওপেনার। আর সেই ইনিংসের পরই অশ্বিন নিজের ইউটিউব চ্যানেলে আমিরের মন্তব্য নিয়ে মুখ খোলেন। টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন স্পিনারের সাফ কথা, ''ওর খেলা নিয়ে যা খুশি বলতে পারেন, কিন্তু অভিষেক স্লগার নয়। আজকের দিনে ওর ব্যাট সুইং সবচেয়ে ঈর্ষণীয়। আমরা জানি, যুবরাজ সিং ওর মেন্টর। আমার তো মনে হয়, অভিষেকের ব্যাট সুইং যুবরাজের থেকেও ভাল হতে পারে।'' পরে জুড়ে দেন, ''অভিষেক যখন মারে, বল অনেক দূরে যায়। তাই অনেকে ভুল করে ওকে স্লগার ভাবে। ওর একটাই ভুল-প্রতিটা বলেই আগ্রাসন দেখাতে চায়।'' অশ্বিনের এই মন্তব্যে বিতর্ক আরও ঘনীভূত হয়েছে। কারণ 'স্লগার' শব্দটি শুধু টেকনিক নয়, মানসিকতারও প্রশ্ন তুলেছে। সুনীল গাভাসকর আরও এক প্রাক্তন তারকা, যিনি আমির-পন্থী নন। তাঁর মতে, জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে অভিষেকের ইনিংস আসলে পরিণত

ব্যাটিংয়ের উদাহরণ। তিনি বলেন, ''আমরা জানি অভিষেক কতটা প্রতিভাবান। ৫৫ রানের এই ইনিংস দিয়ে সমালোচকদের চুপ করিয়েছে। শুরুতে সময় নিয়েছে। অফস্পিনারকে সম্মান করেছে। ঝুঁকি নেয়নি। শান্তভাবে খেলেছে।'' গাভাসকরের সংযোজন, ''এই ম্যাচে ওকে ডিফেন্স করতে দেখলাম। সাধারণত আমরা ওকে এভাবে খেলতে দেখি না। ফলে আমিও অবাক হয়েছিলাম।'' সব মিলিয়ে, বিতর্ক এখন 'স্লগার' বনাম 'শটমেকার'। অভিষেকের ব্যাটিং স্টাইল ঝুঁকিপূর্ণ, কিন্তু তা কি শুধুই স্লগিং? অশ্বিনের জবাব, না। গাভাসকর জানাচ্ছেন, প্রয়োজন হলে রক্ষণও করতে জানেন টিম ইন্ডিয়ার ওপেনার। এত আলোচনার মধ্যেও আপাতত একটা বিষয় স্পষ্ট-মতভেদ যতই থাক, অভিষেকের প্রতিভা নিয়ে কারও একচুল সন্দেহ কমই।

ধোনির অপেক্ষায় প্রহর গুনছে চিপক

সংবাদ সংস্থা, চেন্নাই, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ দুপুর থেকেই চিপকের রাস্তায় ঢল নেমেছে নীল জনতার। কেউ পরেছেন সূর্যকুমার লেখা জার্সি। কেউ আবার হার্দিক পান্ডিয়া। বছর আটেকের ঋষভকে তেরঙ্গা নাড়াতে নাড়াতে বুমরাহদের হয়ে গলা ফাটাচ্ছে। এই দৃশ্য নতুন আর কী! দেশের যে প্রান্তেই টিম ইন্ডয়ার খেলা থাকে, সেখানেই দেখা যায় আবেগের বিস্ফোরণ। তবে চেন্নাই কিছুটা হলেও ব্যতিক্রমী। সূর্যদের বিশ্বকাপ সরণিতে খুঁজে পাওয়া গেল ধোনিকেও। নীল জার্সির সঙ্গে সমানে পাল্লা দিল হলুদ রংয়ের সাত নম্বর জার্সি। পিছনে লেখা ধোনি। চেন্নাই সুপার কিংসের সমর্থকদের কাছে যিনি ঘরের ছেলে 'থালা'। খুব সম্ভবত ২৬ মার্চ ঢাকে কাঠি পড়বে কোটিপতি লিগের। ভারত-জিম্বাবোয়ে ম্যাচ দেখতে এম করুণানিধি স্ট্যান্ডে প্রবেশের সময় দেখা হল এক সিএসকে কর্তার সঙ্গে। ধোনির প্রসঙ্গ উঠতেই মুচকি হেসে বললেন, 'আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা করুন। চিপকে দলবল নিয়ে প্র্যাকটিসে নেমে পড়বে থালা।''

অবশেষে এসেছে জয়, ভারতীয় দলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ গাভাসকর

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ৭৬ রানে হারের ধাক্কা সামলে বড় প্রত্যাবর্তন ভারতের। জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে গতকাল চিপকে এসেছে ৭২ রানের জয়। এই জয়ের ফলে এখনও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের যুদ্ধে টিকে রইল ভারত। গতকাল প্রথমে ব্যাট করে ভারত তোলে ২৫৬৪, যা বিশ্বকাপের ইতিহাসে ভারতের সর্বোচ্চ স্কোর। ভারতের পরের ম্যাচ আগামী রবিবার, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে কলকাতায়। সেই ম্যাচে জিততেই হবে ভারতীয় দলকে। হারলে বিদায় ঘটে যাবে দুই বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের। অভিষেক শর্মা করেন ৩০ বলে ৫৫। এর আগে তাঁকে নিয়ে বহু সমালোচনা হলেও অবশেষে রানের মুখ দেখলেন তিনি।

রানে ফিরলেন তিলক ভার্মাও। তিনি করলেন ১৬ বলে ৪৪। শুরুতে সঞ্জু স্যামসনের ১৫ বলে ২৪ রান ইনিংসের গতি এনে দেয়। পরে উইকেট পড়লেও রানের গতি কমেনি। ২০ ওভারের শেষে ভারত করেছে ৪ উইকেটে ২৫৬ রান, যা তাদের সর্বোচ্চ বিশ্বকাপের স্কোর। ভারতের জয় নিয়ে কিংবদন্তি ক্রিকেটার সুনীল গাভাসকর প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন, ''দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে হার ভারতের মনোবল নাড়িয়ে দিলেও সেই দুঃসহ অবস্থা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে ভারত। তারা বেশ কিছু পরিবর্তন করেছে এবং প্রত্যেকটা কাজে লেগেছে।'' সঞ্জু স্যামসনের আউট নিয়ে হতাশ হলেও তাঁর প্রশংসা করেন সানি। বলেন, ''সঞ্জুর শুরুতে মারকুটে ব্যাটিং ভারতকে একটা জম্পেশ শুরু দিয়েছিল। হয়ত সে হাফ সেঞ্চুরি পায়নি, কিন্তু তার ওই মারকুটে ব্যাটিংয়ের প্রয়োজন ছিল।'' অর্শদীপ সিং সুযোগ পেয়ে আবার নিজেকে প্রমাণ করলেন। ২৪ রান দিয়ে ৩ উইকেট নিলেন তিনি। তাঁকে নিয়ে সানির মন্তব্য, ২৫৭ রান বোর্ডে লক্ষ্যমাত্রা দেখে যেকোনও দলই ঘাবড়ে যায়। অর্শদীপ সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছে। ২৫৭ রান তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই ছন্দে দেখা যায়নি জিম্বাবোয়েকে। একমাত্র ব্রায়ান বেনেট (৯৭ নট আউট) ভাল খেললেও পাশে পাননি কাউকে। ৬ উইকেট হারিয়ে ১৮৪ রানে থামে জিম্বাবোয়ের ইনিংস। ৭২ রানে জিতে রান রেট নামক আতঙ্ক গা ঝাড়া দিয়ে ফেলে দিল ভারত। পরবর্তী লক্ষ্য, ইডেনে ক্যারিবিয়ান বধ।

হরমনদের লড়াই ব্যর্থ করে ওয়ানডে সিরিজ অস্ট্রেলিয়ার

সংবাদ সংস্থা, হোবার্ট, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ বিশ্বকাপে ভারতের কাছে হেরে বিদায় নিতে হয়েছিল অ্যালিসা হিলিদের। এরপর নিজেদের দেশের মাটিতে টি-টোয়েন্টি সিরিজেও হারতে হয়েছিল অস্ট্রেলিয়াকে। তবে ওয়ানডে সিরিজের গোড়া থেকেই একেবারে ভিন্ন মেজাজে অস্ট্রেলিয়ার মহিলা দল। প্রথম ম্যাচে ভারতকে ৬ উইকেটে হারানোর পর দ্বিতীয় ম্যাচেও জয়যাত্রা অব্যাহত রাখল অজিরা। টানা দুই ম্যাচ জিতে সিরিজ পকেটে পুরে মধুর প্রতিশোধ নিল অস্ট্রেলিয়া। গত ম্যাচে হরমনপ্রীত কৌরের চোট উদ্বেগ বাড়িয়েছিল। ব্যাট করার সময় বাঁ হাঁটুতে চোট পেয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে মাঠে নামেননি তিনি। সেই কারণেই দ্বিতীয় ম্যাচে তাঁর খেলা নিয়ে সংশয় ছিল। তবে উদ্বেগ দূর করে শুক্রবার মাঠে নামেন হ্যারি। নিনজা স্টেডিয়ামে টসে জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন

ভারত অধিনায়ক। শুরুটা অসাধারণ করে দুই ওপেনার প্রতীকা রাওয়াল এবং স্মৃতি মন্ধানা। ব্যক্তিগত ৩১ রানের মাথায় স্মৃতি সাজঘরে ফিরে গেলেও ধীরে গতিতে এগোচ্ছিলেন প্রতীকা। রান পেলেন না বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি হাঁকানো জেমাইমা রডরিগেজ। তাঁর সংগ্রহ মাত্র ১১। খানিক পরেই ৫২ রানে ফিরলেন প্রতীকা। তবে খেললেন ৮১ বল। স্ট্রাইক রেট মাত্র ৬৪। গত ম্যাচের মতো এই ম্যাচেও দুর্দান্ত খেলছিলেন হরমনপ্রীত। যদিও হাফসেঞ্চুরির পর তিনিও ইনিংসকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলেন না। ৭০ বলে ৫৪ রান করে সাজঘরের রাস্তা দেখলেন। শেষের দিকে রিচা ঘোষ (২২), কেশভি গৌতম (২৫), ক্রান্তি গৌড়ের (১৯) সৌজন্যে ৫০ ওভারে ভারত পৌঁছে যায় ২৫১ রানে। জবাবে মাত্র ৩৬.১ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে জয়ের রান তুলে নেয় অস্ট্রেলিয়া। শুরুতে হিলি (৬) ফিরলেও ফোবি লিচফিল্ড (৮০) এবং জর্জিয়া ভলের (১০১) জুটি অজিদের শক্তপোক্ত জায়গায় দাঁড় করিয়ে দেয়। ১১৯ রানের এই জুটির পর ম্যাচে ফিরতে পারেনি ভারতের মেয়েরা। কেশভি গৌতম ২, দীপ্তি শর্মা ২, ক্রান্তি গৌড় ১ উইকেট নেন। অস্ট্রেলিয়া এক ম্যাচ আগে সিরিজ জিতে যাওয়ায় রবিবারের ম্যাচটি কার্যত নিয়মরক্ষার।

'ইংল্যান্ডেই শুরু হোক!' নবির জন্য অজিত আগরকরকে 'বিশেষ বার্তা' সৌরভের

সংবাদ সংস্থা, হুবলি, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ রঞ্জি ট্রফির ফাইনালে জম্মু-কাশ্মীর এবং কর্নাটকের মধ্যে লড়াই জমে উঠেছে। হুবলিতে চলা এই ম্যাচে এখনও পর্যন্ত দাপট দেখিয়েছে জম্মু-কাশ্মীর। প্রথম বার ফাইনাল খেলতে নেমেই তারা প্রথম ইনিংসে বড় লিড নিয়েছে এবং ঐতিহাসিক শিরোপার খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে। টস জিতে প্রথমে ব্যাট করে জম্মু-কাশ্মীর তোলে ৫৮৪ রান। জবাবে কর্নাটক প্রথম ইনিংসে মাত্র ২৯৩ রানে অলআউট হয়ে যায়। ফলে ২৯১ রানের বিশাল লিড পায় পরশ ডোগরার দল। ম্যাচ ড্র হলেও প্রথম ইনিংসের লিডের ভিত্তিতে শিরোপা জিততে পারে জম্মু-কাশ্মীর। এই ইনিংসে বল হাতে আগুনে পারফরম্যান্স করেন ২৯ বছরের পেসার আকিব নবি। ২৩ ওভারে ৭টি মেডেন করেন নবি। মাত্র ৫৪ রান দিয়ে ৫ উইকেট তুলে নেন তিনি। নবির শিকার হয়েছেন কেএল রাহুল (ক্যাচ), করুণ নায়ার (বোল্ড), স্মরণ রবিচন্দ্রন (ক্যাচ), ময়াঙ্ক আগরওয়াল (এলবিডব্লিউ), শিখর শেট্টি (এলবিডব্লিউ)। প্রসঙ্গত, ময়াঙ্ক আগরওয়াল ১৬০ রান করলেও তাঁর উইকেট নেওয়ার পরই কর্নাটকের লড়াই ভেঙে পড়ে। চলতি মরশুমে ১০ ম্যাচে ৬০ উইকেট নিয়ে নবিই এখন সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি। কোয়ার্টার ফাইনালে ১২ উইকেট, সেমিফাইনালে ৯ উইকেট এবং ফাইনালের প্রথম ইনিংসে আবার পাঁচ উইকেট- বড় আগে নবিকে নিয়ে ভাবা উচিত বলেই মত তাঁর। সৌরভ এক্সে লিখেছেন, 'জম্মু ও কাশ্মীর বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছে চেষ্টা আর দৃঢ় মানসিকতা থাকলে কী করতে পারে একটি দল। তারা গোটা জম্মু-কাশ্মীরকে গর্বিত করেছে। কঠিন পরিবেশই কঠিন মানুষ তৈরি করে। নতুন বল নিয়ে আবারও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠেন নবি। এক সেশনে কেএল রাহুলকে আউট করার পর পরপর দুই বলে করুণ নায়ার ও স্মরণ রবিচন্দ্রনকে শূন্য রানে ফিরিয়ে দেন। এই পারফরম্যান্সের পর জাতীয় দলে ডাক পাওয়ার দাবিদার হয়ে উঠেছেন নবি। যদিও

ম্যাচে নিজেকে প্রমাণ করে চলেছেন তিনি। আর নবির এই পারফরম্যান্স দেখার পর প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক ও বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় নবির প্রশংসা করে নির্বাচকদের উদ্দেশে বার্তা দিয়েছেন। তিনি মনে করেন, ইংল্যান্ড সফর হতে পারে নবির জন্য জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়ার সেরা মঞ্চ। ভারতের ২০২৬ সালের ইংল্যান্ড সফরের আকিব নবি জাতীয় দলের পথে এগোচ্ছে। গ্রীষ্মে ইংল্যান্ডই হতে পারে ওর শুরু করার সেরা জায়গা।' প্রসিধ কৃষ্ণর একটি ফুল লেন্থ ডেলিভারিতে অদ্ভুত ভাবে আউট হন নবি। বল হেলমেটে লেগে ব্যাটে ছুঁয়ে উইকেটকিপারের হাতে যায়। তিনি বুঝতেই পারেননি ব্যাটে লেগেছিল কি না। শেষ পর্যন্ত ২ রান করে ফিরতে হয়। তবে বল হাতে শ্রীলঙ্কা সফরে স্পিন সহায়ক পিচে তাঁর সুযোগ কম হতে পারে, তবে নিউ জিল্যান্ড বা ইংল্যান্ড সফরে তিনি নির্বাচকদের নজরে থাকবেন বলেই মনে করা হচ্ছে। এরই মধ্যে আইপিএল-এ দিল্লি ক্যাপিটালস ৮.৪ কোটি টাকায় তাঁকে দলে নিয়েছে। সেখানে আবার তাঁর সতীর্থ হবেন কর্নাটকের ব্যাটার কেএল রাহুল।

ভিনির মতো নেচে উদযাপন নেইমারের, জোড়া গোলের পর কণ্ঠে ক্ষোভের আগুন

গোল করেই ঠোঁটে আঙুল চেপে মাঠের এক প্রান্তে ছুটলেন নেইমার। কর্নার স্ট্যান্ডের সামনে গিয়ে শুরু করলেন নান্দনিক নাচ। গোটা ফুটবল বিশ্ব এখন এই নাচের সঙ্গে পরিচিত। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে বেনফিকার বিপক্ষে এভাবেই নেচেই তো কিছুদিন আগে হলুদ কার্ড দেখেছেন ভিনিসিউস জুনিয়র! পরে বর্ণবিদ্বেষের শিকার হয়েছেন বলেও তিনি করেছেন অভিযোগ। একইভাবে উদযাপন করে ব্রাজিলিয়ান সতীর্থের জন্য যেন ভালোবাসা আর সমর্থনের বার্তাই পাঠালেন নেইমার।

সংবাদ সংস্থা, সান্তোস, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ অবশেষে ভিলা বেলমিরোতে যেন স্বস্তি নামল। নেইমার যে গোল পেয়েছেন, সেটাও একটি নয় দুটি। তাঁর জোড়া গোলে গতকাল রাতে ব্রাজিলের শীর্ষ লিগ ব্রাসিলেইরো সিরি আ-তে ভাস্কো দা গামাকে ২-১ গোলে হারিয়েছে সান্তোস। চার ম্যাচ খেলে ৪ পয়েন্ট নিয়ে ১৩তম সান্তোসের লিগে এটা প্রথম জয়। দলকে জিতিয়ে সমালোচকদের কড়া জবাবও দিয়েছেন এই ব্রাজিলিয়ান তারকা। ঘরের মাঠে ম্যাচের ২৫ মিনিটে দলের হয়ে প্রথম গোল করেন নেইমার। দারুণ ফিনিশিংয়ে করা এই গোলের পর গ্যালারির উদ্দেশে চুপ থাকার ইশারা করেন তিনি এবং পরবর্তী সময় কর্নার ফ্ল্যাগের কাছে বর্ণবাদী আক্রমণের শিকার ভিনিসিয়ুসের মতো উদযাপনও করেন। চ্যাম্পিয়নস লিগ শেষ ষোলো প্লে-অফে বেনফিকার বিপক্ষে দুই লেগেই গোল করার পর এভাবে উদযাপন করেছিলেন ভিনি। ম্যাচের ৪৩ মিনিটে সমতা ফেরায় ভাস্কো দা গামা। কিন্তু ৬১ মিনিটে নিজের ও দলের দ্বিতীয় গোল করে দলকে জয় এনে দেন নেইমার। দুই মাসের বেশি সময় পর অস্ত্রোপচার ও পুনর্বাসন শেষ করে ১৬ ফেব্রুয়ারি মাঠে নামেন নেইমার। সেটি ছিল

২০২৬ সালে নেইমারের প্রথম ম্যাচ। ভেলো ক্লাবের বিপক্ষে গোল না পেলেও একটি অ্যাসিস্টে দলের জয়ে অবদান রাখেন। সেদিন নেইমাররা জিতেছিল ৬-০ গোলে। তবে পরের ম্যাচেই মুদ্রার উল্টো দেখেন নেইমার। নভোরিজোন্তিনোর কাছে ২-১ গোলে হেরে পাউলিস্তা চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে বিদায় নেয় সান্তোস। এর মধ্যে নেইমারকে ঘিরে শোনা যায় নানা গুঞ্জনও। বিশ্বকাপ প্রস্তুতি ম্যাচে কার্লো আনচেলত্তির ব্রাজিল দলে নেইমারকে বিবেচনা না করার বিষয়টিও সামনে আসে। তবে সব সমালোচনা ও অবহেলার জবাব নেইমার দিলেন গোল করে। ম্যাচ শেষে ব্রাজিলের ক্রীড়া চ্যানেল স্পোরটিভিকে নেইমার বলেন, ''গত সপ্তাহে তারা বলছিল, আমি নাকি বিশ্বের সবচেয়ে খারাপ খেলোয়াড়। আজ আমি দুই গোল করেছি এবং এটাই দরকার। এটাই ফুটবল। একদিন আপনি খারাপ, বা অবসর নেওয়ার মতো খেলোয়াড়। পরের দিনই মানুষ আবার বলবে, আপনাকে বিশ্বকাপে যেতেই হবে।'' নেইমার আরও বলেন, ''আমি নিজেকে প্রস্তুত করতে পরিশ্রম করছি, সেরা ছন্দে ফিরতে চাই। এ বছর এটি ছিল আমার তৃতীয় ম্যাচ, আর পুরো ৯০ মিনিট খেলেছি মাত্র দ্বিতীয়বার। শেষ দিকে একটু পেশিতে টান ধরেছিল, তবে এটাও প্রক্রিয়ারই অংশ।'' ভিনিসিয়ুসের মতো উদ্যাপন নিয়ে নেইমার বলেছেন, ''আমার উদযাপনটা ছিল ভিনির জন্য। পর্তুগালে যখন সে বর্ণবাদের শিকার হয়েছিল, তখন আমি তাকে বলেছিলাম, আবার গোল করলে একইভাবে উদযাপন করবে। কারণ, আমিও ঠিক একইভাবে উদযাপন করব।''

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com